চিতোর-লক্ষ্মী

[ঐতিহাসিক নাটক]

N.S.S.
Acc. No. 4603
Date 9.8.91
Item No. B/B 3046
Don. by

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

নট্ট কোম্পানীর দলে অভিনীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ নং রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

॥ প্রকাশক ॥
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

ভাষার পিরামিড !! ভাবের মন্দাকিনী !!

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে'র

নূতন ঐতিহাসিক নাটক

শেষ অঞ্জলি

[তরুণ অপেরার যশের হিমালয়]

মাড়বারের উপর দিল্লীর আকস্মিক আক্রমণ, মাড়বারপতির বিরুদ্ধে তাঁর পিতৃব্যের ঘরভেদী চক্রান্ত রাজভক্ত প্রতাপসিংহের দেশের কল্যাণে সর্ব্বস্ব বলিদান !

দেশের ডাকে বিবাহ অসম্পূর্ণ রেখে দেশভক্ত দলীপ সিং ঝাঁপ দিল রণসমুদ্রে। পাশা উল্টে গেল। বাদশাহী সেনার উঠল নাভিশ্বাস। বেইমানের ছুরি তাকে ধরাশায়ী করল। শ্মশানের শয্যায় বিবাহ সম্পূর্ণ হল। দেশের ডাকে বুকের রক্ত ঢেলে শেষ অঞ্জলি দিয়ে গেল দেশের সন্তান।

মূল্য ৩.০০ টাকা।

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর—শ্রীনিমাই চরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস
১৯ এ।এইচ।২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

অশেষ স্নেহনিলয়া হাওড়া জেলার

বাইনান তরুণসঙ্ঘের বুলবুল,

কুমারী গার্গী বন্দ্যোপাধ্যায়ের

করকমলে—

গ্রন্থকার।

প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক

দেশের ডাক শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে'র দেশাত্মবোধক নাটক। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত। ক্ষুদ্র মিথিলার সঙ্গে বিশাল বাদশাহী সেনার সংগ্রামের কাহিনী। আনন্দবাজার বলেন, "দেশের ডাক অতি সাম্প্রতিক কালের একটি বিশিষ্ট ঘটনার স্বচ্ছতম দর্পণ! দৃশ্যে দৃশ্যে উন্মোচিত হয়েছে হানাদারী বর্ব্বরতার স্বরূপ, সঙ্কট কালের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের তীব্র মনোবল, আর দেশাত্মবোধের সার্থক মূল্যায়ন করে নাট্যকার বলেছেন, এই দেশ ও মাটি মায়ের অধিক।...দৃশ্যে দৃশ্যে চমক, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ, আর দেশপ্রেমের গানে এটি ভরপুর।...নিউ রয়েল বীণাপাণির এই অমর সৃষ্টি বহুকাল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকার মতন বিভিন্ন গুণ নিয়ে উপস্থিত।" বসুমতী বলেন,—"ব্রজেনবাবুর সর্ব্বাধুনিক পালাগান এই 'দেশের ডাক'। দেশাত্মবোধের বিমল জ্যোতিতে ভাস্বর, ত্যাগে ও ঐক্যে সুন্দর এই পালাগানের মূল সুরটি উচ্চগ্রামে বাঁধা।" পড়িয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন। দাম ৩'০০ টাকা।

বিল্ব মঙ্গল শ্রীব্রজেন দে'র চল্লিশ বছরের সাধনার অমৃতফল। যাঁরা দেখেন নাই, যাত্রাজগৎ তাঁদের কাছে অদৃশ্য রয়ে গেছে। যাত্রার ত্রিশ বছরের ইতিহাসকে এ নাটক পেছনে ফেলে গেছে। গণিকাসক্ত এক ব্রাহ্মণকুমারের শোচনীয় অধঃপতন, গণিকা চিন্তামণিকে অবলম্বন করে নিখিলের চিন্তামণির জন্য ব্যাকুলতা, মাতাল দুশ্চরিত্র যুবকের ভগবৎ কৃপালাভ। তার সঙ্গে আছে সমাজের নিষ্করুণ অনুশাসনের লোমহর্ষণ চিত্র, আর আছে শয়তানের পার্শ্বে দেবতা, অন্ধকারের পার্শ্বে অপরূপ আলোর ছটা! নাট্য রসিকেরা রায় দিয়েছেন,—বিল্বমঙ্গল সর্ব্বকালের নাটক। দাম ৩'০০ টাকা।

রাজদ্রোহী শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। ঐতিহাসিক রোমাঞ্চকর নাটক। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন-কালের একটি সংঘর্ষমূলক অধ্যায়ের নাট্যরূপ। সেকালে ভারতের সম্রাট ফরুক্খসিয়র্ এর দেশব্যাপী অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন শাহ্‌জাদা আক্-উ-সিয়র্। দেশের সর্ব্বস্তরে তখন যে অবিচার, নির্য্যাতন, শোষণ ও কুশাসনের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তার প্রতিরোধে বিদ্রোহী-দল বিরোধের বন্যা ডেকে আনলেন। সম্রাটের সশস্ত্র বাহিনী বিদ্রোহ-দমনে প্রেরিত হল, হিন্দুস্থানের ইতিহাস আর একবার রক্তে রঞ্জিত হোল—উভয় পক্ষের আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল। এই ঝড়ের দাপট ছিন্নভিন্ন করল ফাল্গুনী ও বিল্বের পরিণয় রজনীর মিলন-সঙ্গীত--বরসাদ আলির আবির্ভাবে বিবাহ মণ্ডপ পরিণত হোল রক্তের সমুদ্রে। কালোমানিকের অর্থলিপ্সা নিশ্চিহ্ন হোল, বুলবুল চিরকালের জন্য নিদ্রার অন্ধকারে হারিয়ে গেল। দাম ৩'০০ টাকা

ভূমিকা

"ম্যায় ভূখা হুঁ"। কুখ্যাত বাদশা আলাউদ্দিনের আক্রমণে বিধ্বস্ত চিতোরের রাজপ্রাসাদে ধ্বনিত হল একদিন চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ক্ষুধিত কণ্ঠের আবেদন, "রাজরক্ত চাই।" ইন্দ্রপুরী ছারখার হল, রাজস্থানের পারিজাত পদ্মিনী আগুনে আত্মাহুতি দিলেন, রাণা লক্ষ্মণ সেনের একমাত্র জীবিত কনিষ্ঠ পুত্র অজয় সিংহ কৈলোয়ারার আরণ্য দুর্গে আশ্রয় নিলেন। আর বেঁচে রইল যুবরাজ অরি সিংহের শিশুপুত্র হামির। বাদশাহী শাসনের দুর্বিসহ জ্বালা থেকে এই হামিরই চিতোরকে মুক্ত করেছিল। তারই অপূর্ব্ব শৌর্য্যের কাহিনী নিয়ে রচিত এই চিতোর-লক্ষ্মী।

এই নাটকের অভিনয়ে নট্ট কোম্পানীর অভিনেতারা যে অক্লান্ত আয়াস স্বীকার করেছেন, কোনদিনই তা ভোলবার নয়। আমি তাঁদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই।

ইতি—

গ্রন্থকার।

তরুণ নাট্যকার প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের ঐতিহাসিক নাটক

॥ সম্রাট স্কন্দগুপ্ত ॥

[কুণ্ডু নাট্য কোম্পানীতে যশের সহিত অভিনীত]

সম্রাট স্কন্দগুপ্ত ভারতের এক জাতীয় বীর-নায়ক। ইতিহাসের এক সংকট-কালে তাঁর আবির্ভাব। পুষ্যমিত্র নামক পার্বত্য জাতির বিদ্রোহ দমন করে তিনি ঐক্যবদ্ধ ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করেছিলেন। তার রাজত্বকালে ভারতে দুর্দ্ধর্ষ হুণদের প্রথম অভিযান ও নির্যাতন সুরু হয়। সর্বগ্রাসী হুণদের বিরুদ্ধে প্রথমেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে তারা রোমান সাম্রাজ্যের মত ভারতকেও ধ্বংস করে ফেলত। দেশপ্রাণ স্কন্দগুপ্ত হুণ-প্রতিরোধের অগ্রণী নায়ক। আবার তাঁর রাজত্বের ঠিক পরেই যে গুপ্তবংশের পতন আরম্ভ হয়, তার বীজও এই সময়ে গৃহ বিবাদের মধ্যে বপন করা হয়। কাজেই পনের বছরের ঘটনাসংকুল সংঘাতময় সময়ে সুদূর হিন্দুকুশ থেকে বিন্ধ্যপর্যন্ত স্থান জুড়ে যে ইতিহাসের আলোড়ন তাকেই এই নাটকে ধরা হয়েছে।

এখানে ইতিহাসই নাটক হয়ে উঠেছে। একদিকে হুণরাজ মোঙ, আরমান, সেঙ আর হুণ মেয়ে তুফানীর অত্যাচার, প্রতিহিংসা, লুণ্ঠন-লালসা ও প্রেমের জন্যে আত্মোৎসর্গ! আর একদিকে পুষ্যমিত্র, কেশব, উজ্জ্বল, কাঞ্চিকেয় ও বিজয়ার মানবতা, শোচনীয় দুর্ভাগ্য, উচ্চাশার তাড়না, মানবতা ও প্রণয়লীলা; আবার অন্যদিকে স্কন্দগুপ্ত, পুরগুপ্ত, চক্রপালিত, সর্বনাগ, পর্ণদত্ত, কুন্তল, ও সুপর্ণার দেশপ্রেমের মহান আদর্শ, ভ্রাতৃবিদ্বেষ, বিশ্বপ্রেম, আত্মদান, ভ্রাতৃপ্রেম ও মাতৃস্নেহ। এই ত্রিমুখি সংঘাতে নাটকখানি আগাগোড়া প্রাণচঞ্চল। দাম ৩'০০

উদয়ের মা

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত। জনতা অপেরায় অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। চিতোরের রাণী কর্ণাবতী অগ্নিতে দিলেন আত্মাহুতি—শিশুপুত্র উদয় রইল ধাত্রীর কোলে। দাসীপুত্র বনবীরকে সর্দ্দারেরা যখন রাজপ্রতিনিধির আসনে বসালে,—নিয়তি বক্র হাসি হাসল, চন্দাবৎ সর্দ্দার সিংহের মত গর্জ্জে উঠল। বনবীর মায়ের হাতের পুতুল; মা শীতলসেনী তাকে টানে ঐশ্বর্য্যের দিকে, স্ত্রী মেদিনী টানে মনুষ্যত্বের দিকে। মায়ের হল জয়, স্ত্রী গেল নির্ব্বাসনে। তারপর একদিন উদয়ের মৃত্যুর পরোয়ানা স্বাক্ষরিত হল। ধাত্রী নিজের ছেলেকে যমের মুখে ঠেলে দিয়ে উদয়কে পাঠিয়ে দিলে আশা শা'র আশ্রয়ে। কি করলেন আশা শা, কোথায় গেল মেদিনী? চন্দাবৎ সর্দ্দার কি উদয়কে সিংহাসনে বসিয়েছিল? কার স্বপ্ন সফল হয়েছিল? ধাত্রীপান্নার, না শীতলসেনীর? কার নাম উদয়ের মা? মূল্য ৩'০০ টাকা।

পরিচয়

—পুরুষ—

লক্ষ্মণ সিংহ	...	...	মেবারের রাণা।
অজয় সিংহ	...	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
দুর্গা সিংহ	...	...	সর্দ্দার।
হামির	...	...	রাজপুত যুবক।
মালদেব	...	...	চিতোর রাজকর্ম্মচারীর পুত্র।
বনবীর	...	...	ঐ পুত্র।
তপন	...	...	বনবীরের পুত্র।
আলাউদ্দিন	...	...	দিল্লীশ্বর।
মহম্মদ	...	...	ঐ পুত্র।
জালিম	...	...	মনসবদার।
বিসমিল্লা	...	...	ফৌজদার।
মুঞ্জ	...	...	দস্যু।
কুঞ্জ	...	...	ঐ ভ্রাতা।

—স্ত্রী—

লক্ষ্মীবাঈ	...	...	হামিরের মা।
জহরবাঈ	...	...	মালদেবের মা।
কমলমণি	...	...	মালদেবের কন্যা।
হীরাবাঈ	...	...	বনবীরের স্ত্রী।

প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক

রাজা দেবিদাস শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। নট্ট কোম্পানীর বিজয়-শঙ্খ। দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক। ছাতকের রাজা দেবিদাস রায়ের দেশপ্রেম, ইসলাম ও সোফিয়ার রাজ-ভক্তি, কার্ত্তিক রায় ও দায়ুদ খাঁর মহানুভবতা, শিখিধ্বজের বিশ্বাসঘাতকতা, সোলেমান কররাণীর ক্রূর ষড়যন্ত্রের জীবন্ত-আলেখ্য, এতবড় একজন যোদ্ধা কি করিয়া ঘরভেদী বিভীষণের চক্রান্তে রাজ্যহারা সর্ব্বহারা হইয়া শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারই অশ্রুসিক্ত কাহিনী পাঠ করুন। মূল্য ৩'০০ টাকা।

শিবাজী শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গণেশ অপেরায় অভিনীত। দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক। পিতার অজ্ঞাতে নিরক্ষর শিবাজী কিরূপে হিন্দুজাতিকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন, কি কৌশলে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া "খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত" ভারতকে "এক ধর্ম্মরাজ্য পাশে" আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহারই চমকপ্রদ আলেখ্য সুনিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত। "সত্য যাহা স্বপ্নের মত দীপ্ত ইন্দ্রজালে", রাজবৈরাগী শিবাজীর সেই বিচিত্র কাহিনী পড়িয়া তৃপ্ত হউন, অভিনয় করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ৩'০০ টাকা।

বাঙ্গালী বা শেষ নমাজ। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত। আর্য্য অপেরা ও রঞ্জন অপেরায় বিজয় পতাকা, ঐতিহাসিক নাটক। বাংলার শেষ পাঠান নবাব দায়ুদ খাঁর চমকপ্রদ কাহিনী সুনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত। নবাবের সমদর্শী বিচার, মোবারকের মহাপ্রাণতা, আলিমনসুরের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ছবির চোখের জল মিশিয়া কি অপূর্ব্ব নাট্য-সম্ভার রচনা করিয়াছে, পড়িয়া তৃপ্ত হউন। মূল্য ৩'০০ টাকা।

সোনাই-দীঘি শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত। সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। নবাবী আমলের বাংলার পল্লীবধূর চমকপ্রদ কাহিনী নিপুণ তুলিকায় রূপায়িত। হাসিতে করুণায় মাখামাখি, বিস্ময় ও আনন্দের মুক্তধারা। যদি 'সোনাইদীঘি শাড়ী' দেখিয়া থাকেন, 'দেবরাণী হার' পরিয়া থাকেন, কোথায় তাদের উৎস জানেন? এই পঞ্চাঙ্ক যাত্রার নাটকে, বড় বড় অভিনেতার প্রয়োজন নাই, পোষাকের ঝলকানি নাই। যিনি পড়েন নাই, তিনি পড়ুন। মূল্য ৩'০০ টাকা।

রাখীভাই শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। ঐতিহাসিক নাটক। অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর দলে অভিনীত। চিতোরের রাণী কর্ণাবতী ও বাদশা হুমায়ুনের রাখী বন্ধনের অশ্রু করুণ আলেখ্য। মূল্য ৩'০০।

চিতোর-লক্ষ্মী

সূচনা।

দরবার-কক্ষ।

কক্ষে মণিময় সিংহাসন, তাহার উপর মহার্ঘ রাজদণ্ড স্থাপিত। পিপাসিত ক্ষুধিত চিতোর-লক্ষ্মীর প্রবেশ।

চি-লক্ষ্মী। আসছে, বন্যার জলস্রোতের মত তারা প্রাসাদ অধিকার করতে আসছে। বাপ্পার পবিত্র সিংহাসনে কামান্ধ পশু আলাউদ্দিন এসে বসবে। যার জন্য পদ্মিনী আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে, সে এসে বসবে চিতোরের সিংহাসনে। ওঃ—চিতোরের সিংহাসন, পা আছে তোর? ছুটতে পারিস? পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়।

লক্ষ্মণ সিংহের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। কে তুমি উন্মাদিনী? এই নিশীথ রাত্রে দরবার কক্ষে কে তোমায় প্রবেশ করতে দিলে? কথা বলছ না কেন? কি বলছ তুমি?

চি-লক্ষ্মী। ম্যায় ভুখা হুঁ!

লক্ষ্মণ। এত ক্ষুধা তোমার যে নিশীথ রাত্রে দরবার কক্ষে এসে হানা দিয়েছ? অতিথিশালায় যাও। রাত্রি ভোর হলেই খাদ্য পানীয় পাবে।

চি-লক্ষ্মী। সে খাদ্যপানীয়ে আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটবে না। আমি রাজরক্ত চাই।

লক্ষ্মণ। রাজরক্ত চাও?

চি-লক্ষ্মী। হ্যাঁ মহারাণা আমি রাজরক্ত চাই। অবাক হয়ে চেয়ে রইলে কেন? পাপ করেছ, প্রায়শ্চিত্ত করবে না? কে আলাউদ্দিন? কিসের এত মান তার? তাকে তোমরা চেন না? আলাউদ্দিন বললে, মুকুরের মধ্যে পদ্মিনীকে দেখব। আর তোমরা অমনি তাকে রাজ-অন্তঃপুরে ডেকে আনলে? পদ্মিনীর স্বামী ভীম-সিংহ না হয় জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ। কিন্তু তুমি ত রাজা, তুমি ত বৃদ্ধ নও। কামান্ধ পশুর পদস্পর্শে তুমি আমার দেবালয় অপবিত্র করেছ। বেদনায় আমি আর্ত্তনাদ করেছি। আমি পিপাসিত, আমি ক্ষুধার্ত্ত, আমি রাজরক্ত চাই।

লক্ষ্মণ। কে তুমি প্রগলভা বালিকা?

চি-লক্ষ্মী। আমায় চেনো না? আমি তোমার সপ্ত পুরুষের জননী, মেবারের রাজবংশটা পাঁচশো বছর ধরে আমারই স্নেহকরুণার রসসিঞ্চনে পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। আমি চিতোর-লক্ষ্মী।

লক্ষ্মণ। তুমি চিতোর-লক্ষ্মী! এ কি দীন বেশ তোমার?

চি-লক্ষ্মী। তেরো বছর ধরে আলাউদ্দিনের রোষ বহ্নিতে আমার হাজার হাজার সন্তান ছাই হয়ে গেল, রাজস্থানের পারিজাত পদ্মিনী আমার চোখের উপর রূপের ভাণ্ডার নিয়ে ঝরে পড়ে গেল, তবু তুমি বলছ রাণা, কেন আমার এ দীন বেশ? পিপাসায় ছাতি ফেটে গেল। রক্ত দাও, রক্ত দাও, আমি চিতোর ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

লক্ষ্মণ। কেন চলে যাচ্ছ মা?

চি-লক্ষ্মী। কথাটা নিজেকেই জিজ্ঞাসা কর। ভীরু কাপুরুষ, বংশের মান তুমি ধূলিসাৎ করেছ। তবু ত তাকে রাখতে পারলে না। ভীমসিংহ গেল, পদ্মিনী ছাই হয়ে গেল, সর্দ্দার সেনানী রাজবংশধর সবাই একে একে প্রাণ দিলে। আর কেন রাণা? এবার তুমিও যাও। আলাউদ্দিন এসে সিংহাসন অধিকার করুক।

লক্ষ্মণ। সে আশা তার পূর্ণ হবে না মা। আমার বারোটি ছেলের মধ্যে এগারজন যুদ্ধে গেছে। তারা এক একজন দিকপাল। তুমি যেও না মা। তারা নিশ্চয় যুদ্ধ জয় করে ফিরে আসবে।

চি-লক্ষ্মী। আর তারা ফিরবে না রাণা। তারা সবাই প্রাণ দিয়েছে।

লক্ষ্মণ। প্রাণ দিয়েছে? সবাই প্রাণ দিয়েছে? অরিসিং, বিজয় সিং, বলবন্ত, নন্দন—কেউ বেঁচে নেই? কে রইল তবে আর? একমাত্র অজয় সিংহ! সেও যুদ্ধে যাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। তারাই ওকে সঙ্গে নিলে না। থাক—থাক, এই একজন অন্ততঃ বেঁচে থাক। আমি নিজেই এবার যুদ্ধে যাব।

চি-লক্ষ্মী। দেরী কচ্ছ কেন? শুনতে পাচ্ছ না শত্রুর হুঙ্কার? রাজরক্ত চাই, রাজরক্ত চাই। ম্যায় ভুখা হুঁ।

লক্ষ্মণ। মা, মা,—

চি-লক্ষ্মী।— **গীত।**

তৃষিত রসনা, ক্ষুধিত জঠর, জননী ভিক্ষা মাগে,
শোণিত পানীয় দাও মহাজন, কৃপা যদি মনে জাগে।
ফুলের শয়নে ঘুমায়ো না আর, সমর শয্যা ডাকে,
বাহিরে শত্রু হুঙ্কারে যার, সে কি ঘরে শুয়ে থাকে?

ভোরের আশায় রহিও না আর,
পর রণসাজ, ধর তরবার,
বুকের রুধিরে কর তর্পণ যারা গেছে আগে আগে।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে সৈন্যগণের জয়ধ্বনি—জয় সম্রাট আলাউদ্দিনের জয়।]

অজয় সিংহের প্রবেশ।

অজয়। পিতা,—

লক্ষ্মণ। কে, অজয় সিংহ? একি, তুমি রণসাজে সেজে এসেছ কেন?

অজয়। যা শুনছি সত্য পিতা? দাদারা সবাই নিহত? আর সে গুপ্তঘাতকের হাতে।

লক্ষ্মণ। সে কি? তারা সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে নি?

অজয়। না পিতা। সারাদিন যুদ্ধ করে তাঁরা আলাউদ্দিনের অসংখ্য সৈন্যকে ধরাশায়ী করেছিলেন। দুরাত্মা আলাউদ্দিন দেখলে, এমনি করে তাঁরা যদি আর তিনদিন যুদ্ধ করতে পায়, তাহলে বাদশাহী সৈন্যের অর্দ্ধেকও দিল্লীতে ফিরে যেতে পারবে না। তাই যুদ্ধ-বিরতির পর বিজয়গর্ব্বে যখন তাঁরা প্রাসাদে ফিরে আসছিলেন, তখন গুপ্তঘাতকদের বিষাক্ত শর তাঁদের পৃষ্ঠ ভেদ করল, জন্মভূমিকে শেষ প্রণাম জানিয়ে একাদশ দিকপাল পার্ব্বত্য পথের পার্শ্বে নিথর হয়ে ঘুমিয়ে রইল।

লক্ষ্মণ। ওঃ—অজয়—

অজয়। সেই গুপ্তঘাতকদের দলপতি কে, জানেন পিতা? সে আমাদেরই একজন রাজপুত সৈনিকের পুত্র, নাম মালদেব। নিজেও সে আপনার দাসত্ব গ্রহণ করেছিল।

লক্ষ্মণ। পার অজয়? এই বিশ্বাসঘাতককে আমার কাছে ধরে আনতে পার?

অজয়। আমি যাচ্ছি পিতা। মরতে হয় মরব, কিন্তু তার আগে আমি এই মালদেবের মাথাটা দেহচ্যুত করব।

লক্ষ্মণ। না অজয়, তুমি বেঁচে থাক। শত্রু দ্বারদেশে এগিয়ে এসেছে। সৈন্য নেই, অস্ত্র নেই। চিতোর রক্ষা করতে পারব না জানি। তবু আমি মেবারের মহারাণা, বিনাযুদ্ধে শত্রুর হাতে বন্দিত্ব বরণ করব না। শত্রুর সঙ্গে শেষ সম্ভাষণ আমিই করব অজয়। তুমি কৈলোয়ারার দুর্গে পালিয়ে যাও।

অজয়। আমি জীবিত থাকতে আপনি যাবেন নিজে মৃত্যুর মুখে, আর আমি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাব?

লক্ষ্মণ। প্রাণ নিয়ে নয়, চিতোরের মান-মর্য্যাদা নিয়ে তুমি চলে যাও। [সিংহাসনের উপর রক্ষিত রাজদণ্ড তুলিয়া লইলেন] আসুক আলাউদ্দিন খিলজি, বসুক সে চিতোরের সিংহাসনে, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মহান বাপ্পা রাওয়ের এই রাজদণ্ড যেন তার স্পর্শে কলুষিত না হয়।

অজয়। এ রাজদণ্ড নিয়ে আপনিই চলে যান পিতা।

লক্ষ্মণ। এ বংশের ধারা বজায় রাখতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই অজয়। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অরিসিংহের স্ত্রী দুর্জ্জয় অভিমানে তিন বছরের শিশুপুত্রকে নিয়ে কোথায় যে চলে গেল, আর ফিরে এল না। সে শিশু বেঁচে আছে কিনা জানি না। হয়ত তুমিই বংশের শেষ পিণ্ডস্থল। এগার জন চলে গেছে, তুমি আর যেও না। তুমি এই নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ নিও। চিতোর-লক্ষ্মী অশ্রুজলে বিদায় নিয়েছে অজয়। তাকে ফিরিয়ে এনে আমার বংশের কেউ

যেদিন স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে, সেইদিনই যেন শত্রুরক্তে প্রথম আমার তর্পণ করা হয়, তার আগে নয়।

অজয়। পিতা,—

লক্ষ্মণ। বৎস, মেবারের সিংহাসনের তুমিই আজ উত্তরাধিকারী। এই রাজদণ্ড ধারণ করে যেখানে বসবে তুমি, সেই তোমার সিংহাসন।

অজয়। এ রাজদণ্ড আপনারই থাক পিতা। দোহাই আপনার, আমাকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি দিন।

লক্ষ্মণ। না পুত্র। প্রবল ঝটিকায় শাখা-প্রশাখা যার নির্ম্মূল হয়ে গেছে, সে বৃদ্ধ বনস্পতির বেঁচে থেকে আর লাভ নেই। তোমার ভ্রাতৃবধূর যদি সন্ধান পাও, তাকে আশ্রয় দিও; তার পুত্র জীবিত থাকলে তাকে সযত্নে পালন করো।

অজয়। আমায় ক্ষমা করুন পিতা। আপনাকে শত্রুর মাঝখানে একা ফেলে রেখে আমি কোথাও যাব না। যেতে হয়, দুজনেই যাই চলুন।

লক্ষ্মণ। ওরে মূর্খ, পিতার চেয়ে বংশমর্য্যাদা অনেক বড়। দুজনে যদি পালিয়ে যাই, আলাউদ্দিন নিশ্চয়ই আমার পশ্চাদ্ধাবন করবে। ফল হবে দুজনেরই মৃত্যু। তুমি চলে গেলে হয়ত কেউ জানবে না যে চিতোরের কনিষ্ঠ রাজপুত্র আত্মগোপন করেছে। যাও, বিলম্ব করো না। এ তোমার পিতার শেষ আদেশ।

অজয়। তাই হক পিতা; আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য [প্রণাম]

লক্ষ্মণ। দীর্ঘজীবী হও, বংশের মুখ উজ্জ্বল কর। [অজয় সিংহের প্রস্থান। নেপথ্যে চিতোর-লক্ষ্মী—ম্যায় ভুখা হুঁ।] আয় মা আয়,

রাজরক্ত নিবি আয়। এ রক্তে তোর তৃষ্ণা মিটবে না, শুষ্ক রসনায় সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় ব'সে থাক, যেদিন চিতোরের রাজবংশধর মালদেবের রক্তে তোর রসনা সিক্ত করবে। জয় মা চিতোর-লক্ষ্মী, জয় মা চিতোর-লক্ষ্মী।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—জয় সম্রাট আলাউদ্দিনের জয়।]

আলাউদ্দিন ও জালিমের প্রবেশ।

আলাউদ্দিন। শোভন আল্লা, চিত্তোর হামারা, পদ্মিনী হামারা। খোরাসানী ফৌজ, নগর লুণ্ঠন কর, খপসুরৎ আওরৎ বিলকুল গেরেপ্তার কর, মণি মাণিক, সোনে দানা, হাতী ঘোড়া, দিল্লীমে ভেজ দেও। পাঠান ফৌজ, প্রাসাদময় ছড়িয়ে পড়, মর্দ্দানা আদমী সব কৈকো গোলি করকে খতম কর। মন্দির তোড় দেও, ঠাকুর দেওতা আগমে ডাল দেও।

জালিম। ঠাকুর দেবতার কি অপরাধ জাঁহাপনা?

আলাউদ্দিন। চোপরাও বেয়াদপ। কসবীকা বাচ্ছা ভীমসিংকো লে আও।

জালিম। আর তাকে পাবেন না জনাব। যমরাজ তাকে আগেই তুলে নিয়ে গেছে।

আলাউদ্দিন। কৌন বাঁদীকা লেড়কা যমরাজ? গেরেপ্তার করো, হাম উসকো এক দফে দেখ লেঙ্গে।

জালিম। যমরাজকে গ্রেপ্তার করা যায় না শাহান শা, ডাকলেও সে আসবে না। তাকে দেখতে হলে আপনাকেই তার কাছে যেতে হবে।

আলাউদ্দিন। যানে দেও যমরাজ। পদ্মিনী কাঁহা, হামারা পদ্মিনী, মেরি বসরাই গোলাপ, মেরি আশমানকী হুরী? লেয়াও, অভি লেয়াও।

জালিম। পদ্মিনী নেই জাঁহাপনা।

আলাউদ্দিন। নেই? এত সৈন্য-সামন্ত পাইক পেয়াদার চোখে ধুলো দিয়ে কোন্ পথে পালিয়ে গেল পদ্মিনী?

জালিম। যে পথে গেলে রূপলালসার বহ্নিশিখা আর স্পর্শ করতে পারে না; হিংসার ভ্রূকুটি ক্ষমতার বাহুবিস্তার, কামানের গোলা সব যেখানে পরাভূত হয়ে যায়, পদ্মিনী সেই পথেই গেছে জনাব। স্রষ্টার ভুলে রূপের পশরা নিয়ে অক্ষম হিন্দুর ঘরে সে এসেছিল। কোন দোষে সে দোষী ছিল না, তবু লোভীর লালসা রাজস্থানের সেই অপরূপ বিস্ময়কে সইতে পারলে না। শাহান শার ছায়া চিতোর রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার স্পর্শ করবার আগেই পুরনারীদের নিয়ে পদ্মিনী আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছে।

আলাউদ্দিন। মরে গেল? পদ্মিনী মরে গেল, তবু ধরা দিলে না? হিন্দুর মেয়ের এত তেজ। রাজপুতের এত দর্প!

জালিম। হ্যাঁ সম্রাট। এ জাত মরবে, তবু অপমান সইবে না। আর এই রাজপুত নারী—মৃত্যু এদের খেলার সাথী জনাব, এরা মায়ের কোলে বসেই জহরব্রতের দীক্ষা নেয়।

আলাউদ্দিন। আজব চিত্তোরকা মাট্টি।

লক্ষ্মণ সিংহের ছিন্নমুণ্ড লইয়া মালদেবের প্রবেশ।

মালদেব। জাঁহাপনা,—কাজ শেষ। এই নিন, রাণা লক্ষ্মণ সিংহের ছিন্নশির! লোকটা উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে প্রাসাদের বাইরে গিয়ে

দাঁড়িয়েছিল। ওর অস্ত্রাঘাতে আমাদের বিশজন বাছাই বাছাই সৈন্য ধরাশায়ী হয়েছে। আমি তখন কৌশলে পেছন থেকে এক আঘাতে ওর মস্তক দেহচ্যুত করেছি।

আলাউদ্দিন। বেশ করেছ। রাজকুমাদের তুমিই হত্যা করেছ, রাণাকেও খুন করেছ তুমি। মারহাব্বা! তোমার মত ঘরভেদী হিন্দু এদেশে আছে বলেই ত আমরা সংখ্যায় অল্প হয়েও এ দেশটা আরামে শাসন করতে পাচ্ছি।

মালদেব। কি বলছেন জাঁহাপনা?

আলাউদ্দিন। শরম মৎ করো মালদেও। বখশিস্ জরুর মিল যাই। এ বড় ছোটলোকের মুল্লুক। তেরো বছর পদ্মিনীর আশায় আমি চিতোর অবরোধ করে রইলাম, দশ হাজার ফৌজ আমার চিতোরের মাটিতে পড়ে রইল, বিশ হাজার কাণা খোঁড়া পাঁজর ভাঙ্গা হয়ে ফিরে গেল, তব্ ভী পদ্মিনী নেহি মিল গ্যাই?

মালদেব। আপনি ভাববেন না জনাব। একটা পদ্মিনী গেছে, আরও একশ পদ্মিনী আছে।

আলাউদ্দিন। পদ্মিনী দুনিয়ামে একই হ্যায়। লে লেও তোম্ চিত্তোরকা মসনদ।

জালিম। তাই ভাল জাঁহাপনা, হতাবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে আমরা দিল্লীতে ফিরে যাই। যার ইচ্ছা, চিতোরের মসনদে বসুক।

আলাউদ্দিন। না বেয়াকুব, তা হবে না। চিত্তোরের সিংহাসনে আমি ভীমসিংহ লক্ষ্মণ সিংহের বংশধরদের বসতে দেব না। এরা মরেও আমার সঙ্গে শয়তানি করেছে, এদের বংশের শিশুসন্তান পর্য্যন্ত আমার দুশমন। লক্ষ্মণ সিংহের বারোটা ছেলে ছিল না? আর একটা কোথায়?

মালদেব। পালিয়ে গেছে জাঁহাপনা। কোথাও তার সন্ধান পেলাম না। অরিসিংহের একটা শিশুপুত্র ছিল, তাকেও আর দেখতে পাচ্ছি না। জ্যোতিষী বলেছিল, সেই শিশু একদিন রাজস্থানের সেরা বীর হবে।

আলাউদ্দিন। দেশে দেশে গুপ্তঘাতক পাঠিয়ে দাও। তাদের সবার মাথা আমার চাই।

জালিম। পলায়িত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করা আপনার সাজে না জনাব।

আলাউদ্দিন। তুমি চুপ কর বেয়াদপ। এ বংশের একটা কৃমি-কীটকেও আমি বাঁচতে দেব না। শোন মালদেব, আমার প্রতিনিধি হয়ে আজ থেকে তুমি এই চিতোর শাসন করবে।

মালদেব। আজ্ঞে আপনার অনুগ্রহে—

আলাউদ্দিন। চোপরাও রাজপুত কুত্তা। তোমার সহায় হবে আমার এই বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী জালিম, আর আমার ফৌজদার বিসমিল্লা খাঁ। বছরে বছরে দিল্লীর খাজাঞ্চিখানায় তুমি বিশ হাজার আশরফি খাজনা দেবে। এক আশরফি কম হলে তোমার মাথা নিয়ে তা পূরণ করব। সমঝো?

মালদেব। আজ্ঞে হঁ্যা। বিশ হাজার কেন? আমি পঞ্চাশ হাজার দেব।

আলাউদ্দিন। বেয়াদপি মৎ করো উল্লু। এই নাও বাদশাহী পাঞ্জা। প্রাসাদের চূড়া থেকে মেবারী নিশান টেনে ছুঁড়ে ফেলে দাও; আজ থেকে প্রাসাদশীর্ষে উড়বে ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত বাদশাহী পতাকা।

মালদেব। আমি এখনি—

আলাউদ্দিন। [বাধা দিয়া] চোপরাও। আমি জানি তুমি বেইমান। কিন্তু বাদশা আলাউদ্দিনের সঙ্গে যদি তুমি বেইমানি কর, তোমাকে আমি জ্যান্ত কবর দেব।

[প্রস্থান।

মালদেব। তোমার শৌর্য্যবীর্য্য আমি নিজের চোখে দেখেছি জালিম। আজ থেকে তুমি আমার সৈন্যাধ্যক্ষ।

জালিম। মহারাণার জয় হোক। [প্রস্থান।

মালদেব। চিতোরের সিংহাসন, আজ তুমি রাণা বংশের কেউ নও। আজ তুমি আমার। [সিংহাসনে উপবেশনের উপক্রম]

জহর বাঈয়ের প্রবেশ।

জহর। খবরদার, বসিস না ও সিংহাসনে।

মালদেব। কে, মা? বাধা দিচ্ছ কেন?

জহর। বাধা দিচ্ছি কেন? রাজা হবে তুমি? সামান্য একটা সৈনিকের ছেলে তুই, সিংহাসন না হলে তোর বসবার জায়গা হচ্ছে না? জানিস,—তুই যখন জন্মেছিলি, তোর গায়ে চাপা দিতে এক টুকরো কাপড় আমার জোটেনি। তোর বাপ রাজবাড়ীর আস্তাবল থেকে ঘোড়ার জামা নিয়ে গিয়ে তোকে ঢাকা দিয়েছিল। রাণীমা দয়া না করলে কবে তুই যমের বাড়ীর পথ দেখতিস। সেই রাণীমার এগারোটা ছেলেকে তুই গুপ্তহত্যা করলি? মহারাণাকে পর্য্যন্ত বাঁচতে দিলি না?

মালদেব। কেন তুমি হা-হুতাশ কচ্ছ? এসব রাজনীতি, তুমি বুঝবে না মা। সৈনিকের ছেলে বলেই আমিও সৈনিক হব, এমন কথা কোন শাস্ত্রে লেখা নেই।

জহর। তোর বাপ যাদের জুতোর ধূলো জিভ দিয়ে চাটত, তাদের খুন করার বিধি কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে?

মালদেব। আছে সেই শাস্ত্রে, যে শাস্ত্র বলেছে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

জহর। বীর বলে তুই গর্ব্ব করিস? এর নাম যদি বীরত্ব হয়, তবে কাপুরুষতা কার নাম? রাজপুত জাতির কলঙ্ক তুই; কেন তোকে আমি শৈশবে গলা টিপে মারি নি?

মালদেব। যাও মা যাও, কাঁদতে হয় অন্তঃপুরে গিয়ে কাঁদ, দরবার কক্ষ নারীর ক্রন্দনের জন্য নয়। [সিংহাসনে উপবেশন]

জহর। ওরে, ভগবান মরেনি, ধর্ম্ম এখনও ছাই চাপা পড়েনি। ঘাতক লেলিয়ে দিয়ে যে বিষাক্ত তীরে তুই রাজকুমারদের খুন করেছিস, সে তীর তোর নিজের বুকেই ফিরে এসেছে।

মালদেব। তার অর্থ?

জহর। দেখবি পাষাণ, দেখবি? বড় সাধ করে শিশুকন্যার বিয়ে দিয়েছিলি, দেবতার মত জামাই এনেছিলি। তোরই পাপে দেবতা ছাই হয়ে গেছে। দেখ দেখ, তোর মেয়েকে কেমন নতুন সাজে সাজিয়ে এনেছি। ভাল করে দেখ্।

মালদেবের বিধবা শিশুকন্যা কমলমণির প্রবেশ।

মালদেব। একি! কমল—কমল?

কমলমণি।— **গীত।**

ভেঙ্গে গেছে খেলাঘর।
কোন জনমের কত মহাপাপে বহিল প্রলয় ঝড়।
কেড়ে নিল মোর দেহের শক্তি, হরিল চোখের আলো,
মোর স্বরগের দ্বাদশ সূর্য্য সহসা কে গো নিভালো?

আর বেঁচে থাকা হয়ে গেছে মিছে,
সমুখে মরণ শুধুই ডাকিছে,
যত কিছু শুভ, যত কিছু ভালো, কহে সবে, "সর্ সর্।"

মালদেব। মা, দোহাই মা তোমার, এ শুভ্রবাস ওকে পরিও না। আমি জানব, আমার মেয়ে চিরকুমারী।

জহর। একটা আঘাত সইতে পারে না যে, সে কেমন করে রাণার বুকে এগারোটা পুত্র শোকের বাজ হানলে? বল বেইমান, বল্।

মালদেব। কমল,—

কমল। ছুঁয়ো না বাবা, আমি যে অশুচি।

জহর। চল্ দিদি চল্, দুজনে আঁচলে বেঁধে তার চিতার ছাই নিয়ে আসি, তারপর তোর ওই বেইমান দেশদ্রোহী বাপটার মুখে ছড়িয়ে দিস। চল্ চল্।

[প্রস্থান।

মালদেব। আমার দোষ? কে বললে? না না, এ মিথ্যা। জন্মালেই মরতে হবে, দুদিন আগে আর পরে।

[প্রস্থান।

———

আঠারো বছর পরে

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ভীল পল্লী, মুঞ্জের গৃহ।

মুঞ্জর প্রবেশ।

মুঞ্জ। হাঁ, ঠিক আছে। ও আমি বিলকুল সাফ করে দেব। রাণা! কোন ব্যাটা রাণা আছে রে? ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দ্দার! যার খুশী সেলাম দিগে যা, যোদ্ধা মুঞ্জ সর্দ্দার ওসব যার তার কাছে মাথা নোয়াবে না। মাল্‌দেব বলেছে, অজয়সিংহ আর তার ছেলেদুটোকে খতম করতে পারলে আমাকেই রাণা করে দেবে।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।— গীত।

হায়রে! আজব দুনিয়ায়
হুজুর মজুর এক হয়েছে, ছারপোকাটাও উড়তে চায়।
মশামাছি জন্তু হল, আরশোলাটাও পাখী,
কেঁচো বলে, আমার ফণা সাপের চেয়ে কম নাকি,
সবাই যদি রাজা হবে,
প্রজা হবে কে আর তবে?
মাঝ দরিয়ায় ডুবে যাবে, তুললে বোঝা ভাঙ্গা নায়।

মুঞ্জ। তামাসা পেয়েছ? বেরিয়ে যা রাজপুত শয়তানীর দল। [নর্ত্তকীগণের প্রস্থান] এই কুঞ্জ, কুঞ্জ,—

কুঞ্জর প্রবেশ।

কুঞ্জ। ডাকছ দাদা?

মুঞ্জ। শুধু ডাকছি? কিলিয়ে তোকে কাঁঠাল পাকাব। এগুলো কি নাচুনী এনেছিস্?

কুঞ্জ। তা কি করব? তুমি যে বললে, রাজপুত নাচুনী না হলে এখন তোমার চলছে না।

মুঞ্জ। আলবাৎ চলবে না।

কুঞ্জ। তবে আবার লাফাচ্ছ কেন?

মুঞ্জ। লাফাব না? কিছু বলি না বলে তুই যা খুশী তাই করবি?

কুঞ্জ। কি যা খুশী করেছি?

মুঞ্জ। এমন নাচওয়ালী নিয়ে এলি, বেটীরা আমাকে বলে কি না আরশোলা। আর দুদিন বাদে আমি রাণা হব, তা জানিস্?

কুঞ্জ। তুমি রাণা হবে কি? রাণা ত অজয়সিংহ।

মুঞ্জ। রেখে দে তোর অজয়সিংহ না বিজয় শেয়াল। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। মালদেব বলেছে, রাণা বংশের সব কটাকে যদি আমি সাবাড় করতে পারি, আর রাজদণ্ডটা হাত করতে পারি, তাহলে আমিই হব মেবারের রাণা। বাদশা নিজে এই কথা বলে দিয়েছে। মুখ বাঁকাচ্ছিস যে? ভাবছিস কি?

কুঞ্জ। ভাবছি কাঙালের ঘোড়া রোগ। চুরি ডাকাতি করে কম গুছিয়ে নাও নি। রাজ্যের দুধের সর ত তুমিই ভোগ কচ্ছ। এতেও তোমার সাধ মিটল না? এর উপর আবার রাণা হতে চাও? আর তার জন্যে রাণার বংশ নির্ম্মূল করতে হবে?

ওদিকে হাত বাড়িও না দাদা। অজয় সিংহ কেঁচো নয়, গোখরো সাপ।

মুঞ্জ। যা যাঃ, সে যেমন বুনো ওল, আমিও তেমনি বাঘা তেঁতুল। আমাবস্যা কবে?

কুঞ্জ। কাল।

মুঞ্জ। ব্যস, ব্যস, কালই আমরা কৈলোয়ারার কেল্লা লুট করব।

কুঞ্জ। কাজটা ভাল হচ্ছে না দাদা।

মুঞ্জ। তুই ব্যাটা ভয়ঙ্কর ভীতু।

কুঞ্জ। আবার ব্যাটা বললে তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন।

মুঞ্জ। বলছি আর বলব না, তবু লাফালাফি করবে। ডাক তুই হামিরকে ডাক।

কুঞ্জ। হামির কি করবে?

মুঞ্জ। তোর বাপের শ্রাদ্ধ করবে। ব্যাটাকে ছ'মাস ধরে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা মাইনে দিচ্ছি, সৈন্যদের কি গুষ্টীর মাথা শেখালে, একবার পরখ করে নেব না?

কুঞ্জ। তুমি কি এই জন্যেই হামিরকে বহাল করেছ? রাণাকে খতম না করলেই তোমার চলবে না?

মুঞ্জ। শুধু রাণাকে নয়, তার ছেলে দুটোকেও।

কুঞ্জ। কিন্তু তাতে ত রাণার বংশ নির্ম্মূল হবে না। আর একজন যে গোকুলে বাড়ছে, সে খেয়াল আছে তোমার? হাঁ করে রইলে কেন? অরি সিংহের কথা মনে আছে—অজয় সিংহের বড় ভাই? তার বউটা যে বাচ্ছা ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, মালদেব ত তার খোঁজ পায় নি।

মুঞ্জ। আরে, সে ব্যাটা এতদিনে না খেয়ে মরে ভূত হয়েছে।

কুঞ্জ। সেই ভূতেই তোমার ঘাড় মটকাবে। যা খুশী কর গে যাও; আমি যাব না তোমার সঙ্গে।

মুঞ্জ। তোর বাবা যাবে। বেশী বাড়াবাড়ি করলে আমি সব লাথি মেরে ফেলে এক দিগে চলে যাব। তখন বুঝবি মজা। কথা কাণে গেল?

কুঞ্জ। গেল। আমার ওই এক কথা, তোমার ডাকাতির সঙ্গী আর আমি হব না, হব না, হব না।

[প্রস্থান।

মুঞ্জ। ওঃ—ভারী আমার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, পাজী বদমায়েস, ভণ্ড।

হামিরের প্রবেশ।

হামির। আমায় স্মরণ করেছ কেন সর্দ্দার?

মুঞ্জ। মুখখানা অনেকক্ষণ দেখিনি কি না, তাই চোখে আঁধার দেখছিলুম। কি কচ্ছিলে তুমি?

হামির। সৈন্যদের তরবারি চালনা শিক্ষা দিচ্ছিলাম।

মুঞ্জ। ছ'মাস ধরে ত শেখাচ্ছ, আর কদ্দিন শেখাতে হবে?

হামির। অন্ততঃ এক বছর।

মুঞ্জ। ইয়ার্কি পেয়েছ? আরও এক বছর তোমাকে আমি এক কাঁড়ি টাকা মাইনে দেব, তবে তুমি পাঁচশো লোককে তৈরী করে দেবে? তাহলে আমি রাণা হব কবে?

হামির। রাণা হবে?

মুঞ্জ। চোখ ছানাবড়া করলে যে? তোমাকে বহাল করেছি

কি কতকগুলো ডাকাত তৈরী করবার জন্যে? সে ত আমি কবেই করেছি। এই সব বিত্তিব্যাসাৎ ত আকাশ থেকে পড়ে নি, সব রাজা রাজড়াদের বাড়ীর লুটের মাল। এবার যেখানে যাব, সেখানে কাটারি আর শাবলে চলবে না, দস্তুর মত যুদ্ধ করতে হবে। এই-জন্যেই তোমাকে জামাইয়ের মত তোয়াজ কচ্ছি। তুমি ত দেখছি একটি ষাঁড়ের গোবর। ছ মাসেও লোকগুলোকে তৈরী করতে পারলে না! কটমট করে তাকাচ্ছ যে? ভাবছ কি?

হামির। ভাবছি, তুমি দস্যু! এইসব ধন দৌলত সব তুমি লুণ্ঠন করে এনেছ?

মুঞ্জ। নাঃ, পুরুতগিরি করে দক্ষিণা পেয়েছি। কোন মিঞাকে মুঞ্জ সর্দ্দার বাদ দেয় নি। পারিনি শুধু এই কৈলোয়ারার কেল্লায় ঢুকতে। তাই তোমাকে এনেছি একদল সৈন্য গড়ে তুলতে। চল, ঢের শেখানো হয়েছে, আর দরকার নেই। কৈলোয়ারার কেল্লা দখল করা চাই।

হামির। কৈলোয়ারার কেল্লায় রাণা অজয় সিংহ আছেন না?

মুঞ্জ। সে ত আছেই, আরও আছে চিতোরের রাজদণ্ড। তার দাম এক কোটি টাকা। ওটি আমার চাই, আর চাই অজয় সিং আর তার ছেলেদের মাথা।

হামির। কেন? কি করেছে তারা তোমাদের? রাণাকে হত্যা করে তোমার কি লাভ?

মুঞ্জ। মালদেব বলেছে রাণার বংশ খতম করতে পারলে আমিই হব মেবারের রাণা।

হামির। আর মালদেব ফকিরি নিয়ে মক্কায় ফিরে চলে যাবে? মালদেবকে তুমি চেন না। রাজ্যের জন্য সে না পারে এমন কোন

দুষ্কর্ম্ম নেই। সেই রাজ্য সে তোমাকে দান করবে? বৃথা আশা। চিনির বলদের মত সে তোমাকে দিয়ে শুধু চিনিই বহাবে, এক ফোঁটা শরবৎও তোমায় দেবে না।

মুঞ্জ। চোপরাও বেয়াদপ, যা তা বললে ভাল হবে না। আমি তোমার মনিব, তা জান?

হামির। জানি। আমি দিই শ্রম, তুমি দাও বেতন। ভুলেও ভেবো না যে, তুমি দুষ্কর্ম্ম করলেও আমি শতমুখে তোমার প্রশংসা করব।

মুঞ্জ। তাই নাকি?

হামির। কথা শোন মুঞ্জ সর্দ্দার। লোভে অন্ধ হয়ে তুমি পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দিতে যেও না,—নিজে ত মরবেই, আত্মীয় স্বজন সবারই অকালমৃত্যু ডেকে আনবে। চুরি ডাকাতি রাহাজানি করে রাজার ঐশ্বর্য্য তুমি সঞ্চয় করেছ। এবার দস্যুবৃত্তি ত্যাগ কর, ধর্ম্মপথে থেকে এই অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ কর। যদি কেউ তোমার সুখে বাদী হয়, আমার অস্ত্র তার শিরচ্ছেদ করবে।

মুঞ্জ। কত শিরচ্ছেদ করতে পার, দেখিয়ে দেবে চল। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তোমাকেই আগে আগে যেতে হবে।

হামির। কোথায় যাব? ডাকাতি করতে? তা আমি পারব না।

মুঞ্জ। তবে চাকরি নিয়েছিলে কেন?

হামির। তখন যদি জানতাম যে তুমি দস্যু, তাহলে হলকর্ষণ করে মাতা-পুত্রের জীবিকা নির্ব্বাহ করতাম, তবু তোমার অনুগ্রহ চাইতাম না। বেতন যখন নিয়েছি, অবশ্যই আমি তোমার শত্রুর সঙ্গে জীবন পণ করে যুদ্ধ করব। কিন্তু লোভের বশে তুমি যদি

নির্দ্দোষের গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে বল, আমি তা করব না। আমি যুদ্ধ করতে জানি, ডাকাতি করতে জানি না।

মুঞ্জ। তুমি না বলেছ, রাজপুত কখনও বেইমানি করতে জানে না? তুমি তবে কোন জাত?

হামির। আমি রাজপুত।

মুঞ্জ। কে বলেছে? তোমার মা? মিথ্যে কথা বলেছে। রাজপুত তুমি নও।

হামির। রাজপুত নই?

মুঞ্জ। না। এত যার ভয়, সে কখনও রাজপুতের ছেলে নয়। তুমি বোধহয় কোন মুদ্দফরাসের ছেলে।

হামির। মুঞ্জ!

মুঞ্জ। তলোয়ার রাখ ব্যাটা বেইমান।

হামির। বেইমান তুমি, বেইমান তোমার এই ভীল জাতটাই। মার কাছে আমি সব শুনেছি। কোথায় থাকতে তোমরা অন্ত্যজ শূদ্র যদি মেবারের রাণাদের অজস্র করুণা তোমাদের বর্ম্মের মত ঘিরে না রাখত? রাজস্থানের বুক থেকে তোমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে, যেতে দেয়নি এই রাজপুত জাতি আর এই মেবারের রাজ-বংশ। আজ তাদেরই মাথায় তুমি লগুড়াঘাত করতে চাও? ধর্ম্ম কি রসাতলে গেছে?

মুঞ্জ। ধম্মের মাথায় আমি পয়জার মারি। ধম্ম ধম্ম করে অনেক লাফিয়েছিস, এবার থাম্। তুই যাবি কি না, তাই আমি জানতে চাই।

হামির। না—না,—তোমার দাসত্ব আর আমি করব না। এই রইল তোমার অস্ত্র। [তরবারি নিক্ষেপ]

B/B 3046

মুঞ্জ। এই অস্তর দিয়ে তোর মাথাটাই আমি রেখে দেব বাঁদীর বাচ্ছা।

হামির। মুঞ্জ!

লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। উল্টো গাইছ কেন মুঞ্জ সর্দ্দার? বাঁদীর বাচ্ছা হামির নয়, তুমি।

মুঞ্জ। কে তুই শয়তানি?

লক্ষ্মীবাঈ। কে আমি? চিনতে পাচ্ছ না? ভাল করে চেয়ে দেখত, এ মুখ কখনও তুমি দেখ নি? এখানে নয়, চিতোরে, রাজপ্রাসাদে?

মুঞ্জ ও হামির। রাজপ্রাসাদে!

লক্ষ্মীবাঈ। হ্যাঁ। স্মৃতির প্রদীপটা আর একটু উজ্জ্বল করে ধর। মাত্র বিশ বছরের কথা। তোমার তখন গোলাভরা শস্য ছিল না, হাতীশালে হাতী ছিল না, দাস-দাসী লোক-লস্কর কিছুই ছিল না।

হামির। এসব তুমি চুরি ডাকাতি করে—

মুঞ্জ। চোপরাও শয়তান।

লক্ষ্মীবাঈ। ধীরে মুঞ্জ, ধীরে। তোমার মা ছিল সেদিন রাজ-বাড়ীর দাসী—

মুঞ্জ। বেরিয়ে যা বলছি, নইলে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।

হামির। মা, তুমি আদেশ দাও মা, আমি এই পশুটার ভবলীলা শেষ করে দিই।

লক্ষ্মীবাঈ। না হামির, সে সময় এখনও আসেনি। মনে আছে

মুঞ্জ, একদিন রাজবাড়ীর সোনার বিগ্রহ চুরি করে তুমি পুররক্ষীর হাতে ধরা পড়েছিলে। সেইদিনই তোমার পাপমুণ্ড মাটিতে লুটিয়ে পড়ত। দাসীর অনুরোধে বড় বৌরাণী তোমায় রক্ষা করেছিল। তার পায়ে ধরে তুমি শপথ করেছিলে যে জীবনে আর কখনও পরস্বাপহরণ করলে মাথা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে। বৌরাণী আজ সে মাথা নিতে এসেছে। তুমি প্রস্তুত?

মুঞ্জ। তুই শয়তানী কে?

লক্ষ্মীবাঈ। [দক্ষিণ পদ বাড়াইয়া দিলেন] আমি কে? এই পায়ের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কর।

মুঞ্জ। তোমার পায়ে ও কিসের পোড়া দাগ? তুমিই সেই বৌরাণী?

হামির। বৌরাণী! তুমি যুবরাজ অরি সিংহের পত্নী! তাই কি চিতোরের প্রাসাদ দিবানিশি আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে? তাই কি মালদেবকে দেখলে আমার ধমনীতে রক্ত তড়িৎবেগে ছুটে যায়? মা—মা, আমি রাজবংশধর?

লক্ষ্মীবাঈ। তুমি রাজবংশধর। তুমি যুবরাজ অরি সিংহের পুত্র।

হামির। এ কথা কেন এতদিন বল নি মা? কুটির হতে কুটিরে, বন হতে বনান্তরে আশ্রয়ের জন্য তুমি আমাকে নিয়ে ছুটোছুটি করেছ। বর্ষার বৃষ্টিধারা, রৌদ্রের খরতাপ মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে, মৃত্যু এসে বারবার গলা টিপে ধরেছে, তবু তুমি কোন ধনীর প্রাসাদে আমার জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করনি। সে কি মালদেবের ভয়ে? এ কি আনন্দ মা, এ কি অপরিসীম বেদনা! আমি রাজবংশধর, আমি মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহের পৌত্র, আমি দাসত্ব করতে এসেছি আমাদেরই দাসীর পুত্র দস্যু তস্কর নিকৃষ্ট ভীলের গৃহে?

মুঞ্জ। আর তোকে ফিরে যেতে হবে না হামির। রাণাবংশের কাউকে আমি বাঁচিয়ে রাখব না।

হামির। [তরবারি কাড়িয়া লইয়া মুঞ্জের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া] শোন বর্ব্বর ভীল। রাজস্থানের কলঙ্ক তুমি, তবু আমরা তোমাকে ক্ষমা করতে পারি এক সর্ত্তে। আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে তোমার সমস্ত লুণ্ঠিত সম্পদ মহারাণা অজয় সিংহের পায়ে উপহার দেবে, তোমার মা যাদের দাসত্ব করেছে, তুমিও হবে সেই রাজবংশের আজীবন ক্রীতদাস। এ আমার অনুরোধ নয়, আদেশ। আর এ আদেশ যদি প্রতিপালিত না হয় তাহলে তেত্রিশ কোটি দেবতাও তোমায় রক্ষা করতে পারবে না। এস মা।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ।— গীত।

ঘরের ছেলে ঘরে আয়।
মাতৃভূমির অশ্রুজলে দরিয়া যে ভেসে যায়।
সিংহশাবক আপন ভুলে রইবি কত ঘুমে,
করবি কবে মাতৃপূজা চন্দন কুসুমে?
ওঠ রে জেগে, সময় নাহি, শত্রু-রক্তে অবগাহি,
ঘুচাও মায়ের পায়ের নিগড়, আকুল স্বরে ডাকছে মায়।

[হামির ও লক্ষ্মীবাঈসহ প্রস্থান।

মুঞ্জ। ব্যাটা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খেয়ে অমনি অমনি পালিয়ে যাবে? তা হবে না। ওরে কুঞ্জ, ওরে গদা, ধর ব্যাটাকে ধর।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর রাজপ্রাসাদ।

কমলমণির প্রবেশ।

কমলমণি। ধর্ম্ম মরে নি, ভগবান ঘুমিয়ে নেই। একটা দিনও ত গেল না, ধর্ম্মের ভেরী বাতাসে বেজে উঠল। যে গুপ্ত অস্ত্রে বিনাদোষে এগারোটা রাজপুত্র প্রাণ দিলে, সে অস্ত্র তোমার মেয়ের কপালটাও ভেঙ্গে দিয়ে গেল বাবা। ওঃ—

তপনের প্রবেশ।

তপন। পিসি,—আবার তুই কাঁদছিস? তার জন্যে তোর মনটা বড় কাঁদছে, না রে পিসি?

কমলমণি। না তপন; তাঁকে আমার মনেও পড়ে না।

তপন। তবে তোর এত দুঃখ কেন?

কমলমণি। এই নিষ্ঠুর লোকাচার, এই আত্মীয়-স্বজনের অযাচিত কৃপা, আর লুব্ধ পশুর কলুষ দৃষ্টি আমায় পাগল করে তুলেছে। তার উপর এ প্রাসাদের যেখানেই যাই শুধুই শুনতে পাই, কে যেন বলছে,—ম্যায় ভুখা হুঁ। যে রাক্ষসী, রাণা লক্ষ্মণ সিংহের কাছে রাজরক্ত চেয়েছিল, সে এখনও যায়নি তপন, পিপাসা তার এখনও মেটেনি, আরও রক্ত সে চায়।

তপন। কার রক্ত?

কমলমণি। বোধহয় রাণা মালদেবের।

তপন। সে জন্যে তোর চোখ ছল ছল করছে কেন পোড়ামুখি?

পাপ করলে ফল ভোগ করবে না? দেশের সঙ্গে বেইমানি করে সুখে রাজত্ব করবে?

কমলমণি। এ তুই কি বলছিস্ হতভাগা?

তপন। চেয়ে দেখ পিসি, প্রাসাদের চূড়ায় বাদশাহী পতাকা উড়ছে। তোর দুঃখ হচ্ছে না? লজ্জা হচ্ছে না? দেশের মাটি যে বিদেশীর পায়ে উপহার দিলে, সে মরবে না ত মরবে কে? ভগবানকে ডাক দিদি, যম যেন একটু তাড়াতাড়ি আসে।

কমলমণি। চুপ কর তপন। যত অপরাধই করুন তিনি, তিনি যে আমার বাবা।

তপন। তোর মত মেয়ের এমন ছোটলোক বাপ কেন হল পিসি? এর চেয়ে একটা কসাই তোর বাপ হল না কেন? আমাকে একটু তাড়াতাড়ি বড় করে দিতে পারিস পিসি? আমি বড় হয়ে ওই বাদশাহী নিশানটা টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেব। বাদশার মত কর্ম্মচারী চিতোরের মাটিতে বুক ফুলিয়ে চলছে,—রাজপুতের রক্ত সবারই হাতে লেগে আছে, আমি এদের কাউকে বাঁচতে দেব না।

কমলমণি। চুপ্, চুপ্। এ কি সর্ব্বনেশে ছেলে!

তপন।— **গীত।**

আমার ভায়ের বুকের শোণিত করল যারা পান
কবে আমি রক্তে তাদের করব পুণ্যস্নান?

কমলমণি। চুপ চুপ।

তপন।— **পূর্ব্বগীতাংশ।**

আমার মায়ের বোনের শাড়ী
জোরসে যারা নিল কাড়ি,

তাদের মাথায় দিয়ে বাড়ি
যায় যদি যাক এ ছার প্রাণ।

কমলমণি। তপন,—

তপন।— **পূর্ব্বগীতাংশ।**

আকাশ বাতাস উঠছে গাহি,
পরিত্রাহি—পরিত্রাহি,
পশুর সঙ্গে সন্ধি নাহি,
কলঙ্ক যত প্রলেপ দান।

[প্রস্থান।

কমলমণি। হতভাগা ছেলে বেঘোরে মরবে।

হীরাবাঈয়ের প্রবেশ।

হীরাবাঈ। মরবেই ত। যাতে মরে তারই ত আয়োজন কচ্ছ তুমি।

কমলমণি। এ তুমি কি বলছ বৌরাণী? তপনের অমঙ্গল কামনা করব আমি?

হীরাবাঈ। নইলে তাকে এসব ছাঁইপাঁশ শেখাচ্ছ কেন?

কমলমণি। আমি শেখাই নি বৌরাণি। পাখীরা গবাক্ষ পথে শিখিয়ে গেছে, সদাগতি সমীরণ কাণে কাণে মন্ত্র দিয়ে গেছে, রাণী পদ্মিনীর দীর্ঘনিঃশ্বাস শিশুর বুকে দোল দিয়ে গেছে। এ প্রকৃতির প্রতিশোধ বৌরাণি।

হীরাবাঈ। প্রকৃতির নয়, তোমার প্রতিশোধ। আমার সুখ ঐশ্বর্য্য তোমার আর সহ্য হচ্ছে না। তোমার নিজের সর্ব্বনাশ হয়েছে, তুমি চাও আমারও সর্ব্বনাশ হোক।

কমলমণি। এ দুর্ভাগ্য অতি বড শত্রুর জন্যও কেউ কামনা করে না বৌরাণি। তোমার স্বামী আমার ভাই! তাঁর সব আপদ বালাই নিয়ে আমিই যেন আগে মরি, তাঁর পায়ে যেন কুশাঙ্কুর বিদ্ধ না হয়। আর তোমার ওই ছেলে—কি আর বলব বৌরাণি? তুমি তাকে শুধু পেটেই ধরেছ, আর কিছুই কর নি। তার যদি অমঙ্গল হয় তুমি দুটো দিন বুক চাপড়ে কাঁদবে, কিন্তু আমার মাথায় আকাশটা ভেঙ্গে পড়বে।

হীরাবাঈ। থাক থাক, খুব দেখেছি।

কমলমণি। কিছুই দেখনি। পেটে না ধরেও যে মা হওয়া যায়, এ তোমার কাছে অলীক কল্পনা। অপরের মুখ হাসি ভরা দেখে যে নিজের কান্না ভুলে যাওয়া যায়, এ শিক্ষা নিয়ে তুমি আমাদের ঘরে আসনি।

হীরাবাঈ। কি, শিক্ষা আমার নেই, আছে তোমার বেরিয়ে যাও তুমি আমার চোখের সামনে থেকে।

কমলমণি। তোমার চোখের সামনে আমি ত গিয়ে দাঁড়াই নি; আমার কাছেই তুমি এসেছ পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করতে।

হীরাবাঈ। পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া কচ্ছি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? কেন আমার ছেলে ফাঁক পেলেই তোমার কাছে আসবে?

কমলমণি। মানুষের কাছেই মানুষ আসে।

হীরাবাঈ। আমি হাজারবার ডাকলেও ত আমার কাছে গিয়ে দুদণ্ড বসে না।

কমলমণি। তুমি বনমানুষ বলে বসতে ভয় পায়।

হীরাবাঈ। কি? আমার ছেলের মাথা খাবে, আবার আমাকেই

হেনস্তা? যুবরাজের ছেলে খাবে, ঘুমুবে, খেলবে। কেন সে ছোট-লোকের মত দেশের গান গাইবে? সবাই যাবে এক পথে, আর ও যাবে অন্য পথে?

কমলমণি। গোবরেও যে পদ্মফুল ফোটে বৌরাণি, মরুভূমির মধ্যেও যে পান্থপাদপ গজিয়ে ওঠে। সংসারের সবাই যদি তোমার মত কূয়োর ব্যাং হত, তাহলে পৃথিবী আজ নব নব আবিষ্কারের ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠত না। সবাই যখন গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়, তখন ছু একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়ে এসে পুরাতন ব্যবস্থাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে যায়। এমনি একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তোমার ঘরেও ঠিকরে এসে পড়েছে। আঁচল-চাপা দিয়ে একে লুকিয়ে রাখতে পারবে না। তুমি দাদাকে বুঝিয়ে বল, আমিও বাবাকে বলছি,—যাঁর রাজ্য তাঁকে ছেড়ে দিয়ে আমরা আমাদের পাতার কুটিরে চলে যাই।

[প্রস্থান।

হীরাবাঈ। গর্দ্দান নিয়ে ছেড়ে দেব।

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। দিন রাতই ত গর্দ্দান নিচ্ছ। আবার কার মাথা গেল?

হীরাবাঈ। তোমার ওই শয়তানী বোনটার।

বনবীর। আবার সে কি করেছে?

হীরাবাঈ। দেখতে পাচ্ছ না? চোখ নেই তোমার? দিনরাত জপিয়ে জপিয়ে আমার ছেলের মাথা বিগড়ে দেবে। তুমি যে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছ। জান, ছেলেটা ছোটলোকের মত

দেশের গান গায়? বলে, দেশের শত্রু যারা, তাদের রক্তে আমি পুণ্যস্নান করব।

বনবীর। বল কি হীরাবাঈ?

হীরাবাঈ। যুবরাণী বল।

বনবীর। রাজদ্রোহের অপরাধে কত রাজপুতের মাথা আমি নিয়েছি, আর আমারই পুত্র রাজদ্রোহী? পিতা জানতে পারলে তার কাঁধে মাথা থাকবে না যে।

হীরাবাঈ। ওর কি দোষ? দোষ তোমার ওই শয়তানী বোনটার।

বনবীর। হুঁ।

হীরাবাঈ। হুঁ বলে চেপে গেলে হবে না। হয় এর বিহিত কর, না হয় আমি যা খুশী তাই করব।

বনবীর। তাই ত কচ্ছ হীরাবাঈ।

হীরাবাঈ। যুবরাণি বল?

বনবীর। আর কি করবে যুবরাণি? গলায় দড়ি দিতে চাও ত বল, দড়ি সংগ্রহ করে এনে দিচ্ছি।

হীরাবাঈ। তুমি অতি ইতর।

বনবীর। বটে!

হীরাবাঈ। আর অখাদ্য।

বনবীর। ওই পিতা আসছেন। তোমার মহৎ ইচ্ছা আমি পিতাকে জানাব। আপাততঃ তুমি চুপ কর।

হীরাবাঈ। কেন চুপ করব?

বনবীর। কারণ বাড়ীতে কাক চিলেরা বসতে পাচ্ছে না। আমারও কাণ দুটো বিশ্রাম চাইছে হীরাবাঈ।

হীরাবাঈ। আবার হীরাবাঈ? তুমি অত্যন্ত অপদার্থ। তোমার স্ত্রী হওয়ার চেয়ে বিয়ে না হওয়া অনেক ভাল।

[প্রস্থান।

বনবীর। এ কি অন্যায়?

মালদেবের প্রবেশ।

মালদেব। কি অন্যায়?

বনবীর। আজ্ঞে এই অজয় সিংহের কথা বলছি। লোকটা আজ বিশ বছর মহারাণা উপাধি নিয়ে কৈলোয়ারার দুর্গে বসে আছে। কিছুতেই সে উপাধি ত্যাগ করবে না, আর কোটি টাকা মূল্যের রাজদণ্ডও ফিরিয়ে দেবে না?

মালদেব। এতদিন তাকে উন্মাদ বলে আমি অবজ্ঞা করেছি। কিন্তু আর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা চলবে না বনবীর। পলায়িত সর্দ্দারেরা একে একে সবাই কৈলোয়ারায় এসে অজয় সিংহের বশ্যতা স্বীকার করেছে। দুর্গ অধিকার করবার জন্য আমি মুঞ্জ সর্দ্দারকে নিয়োজিত করেছি।

বনবীর। জানি।

মালদেব। আমি তাকে বলেছি, কৈলোয়ারার দুর্গ অধিকার করে অজয় সিংহ আর তার দুটো ছেলের ছিন্নমুণ্ড যদি সে আমায় এনে দিতে পারে, তাহলে সেই হবে চিতোরের মহারাণা। নির্ব্বোধ মুঞ্জ লোভের বশে কৈলোয়ারার দুর্গে হানা দিতে এগিয়ে গেছে।

বনবীর। পরের ঘটনা জানেন পিতা?

মালদেব। না। জানবার জন্যে আমি দূত পাঠিয়েছি।

বনবীর। দূত এইমাত্র ফিরে এসেছে পিতা। মুঞ্জ সর্দ্দার

কৈলোয়ারায় দুর্গ প্রায় অধিকার করেছিল। এমনি সময়ে পেছন থেকে অমিত-শক্তিধর এক যুবক তাকে আক্রমণ করলে। অমনি তার অর্দ্ধেক অনুচর যুবকের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। উপায়ান্তর না দেখে হতাবশিষ্ট দলবল নিয়ে মুঞ্জ গৃহে ফিরে এসেছে।

মালদেব। শক্তিধর যুবক? আমার কারাগারের বাইরে কে আছে এমন শক্তিধর যুবক?

বনবীর। শুনেছি সে অজয় সিংহের আত্মীয়।

মালদেব। অজয় সিংহের আত্মীয় এত বড় শক্তিমান যে মুঞ্জ সর্দ্দারকে সদলবলে হটিয়ে দেয়। কোথা থেকে এল এই আত্মীয়? সন্ধান কর, সন্ধান কর। রাজবংশের একটা প্রাণী যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিত থাকবে, ততক্ষণ আমার বিশ্রাম নেই। চারিদিকে গুপ্তচর পাঠিয়ে দাও, হত্যা কর এই নকল রাণাকে, হত্যা কর, যে যেখানে তার আত্মীয়-স্বজন আছে।

জহর বাঈয়ের প্রবেশ।

জহরবাঈ। কেন বল দেখি? রাণা লক্ষ্মণ সিংহের এগারোটা ছেলেকে গুপ্তহত্যা করেছ, তার বাড়ী ঘর ঐশ্বর্য্য সবই ত তুমি নিয়েছ বাবা। এত করেও তোমার সাধ মিটল না?

বনবীর। না, মিটল না।

জহরবাঈ। দুটো ছেলেকে নিয়ে পাহাড়ী দুর্গে বসে অজয় সিংহ কত কষ্টে দিন কাটাচ্ছে; তাও তোদের সইবে না?

মালদেব। না। আগুনের শেষ আমি রাখব না।

বনবীর। জান, সে পাহাড়ী দুর্গে রাণা নাম দিয়ে বসে আছে?

জহরবাঈ। তাতে তোর বাবার কি পাজি নচ্ছার? সে যদি নিজেকে বাদশা বলে খুশী হয় হক; তোদের ভোগে ত ভাগ বসাতে আসছে না।

বনবীর। আজ আসছে না, কাল আসবে।

জহরবাঈ। আসেই যদি, তাতেই বা কি? মনে করেছিস, তাদের রাজ্য চিরদিনই তোরা ভোগ করবি, আর এমনি করে রাজপুতের রক্তে দেশের মাটি রাঙিয়ে দিবি? তা হয় না। ধর্ম্মের ঢাক যে বাতাসে বাজে, দেখিস নি তা এতদিন? আরও দেখবার সাধ আছে?

মালদেব। আবার সে কথা কেন মা? হাজারবার ত বলেছ, তবু কি তোমার ক্লান্তি নেই?

জহরবাঈ। না, নেই। লজ্জা করে না তোমার? অতটুকু মেয়ে তোমার চোখের সামনে একাদশী করে মচ্ছে, আর তুমি রাজভোগ নিয়ে কামড়া-কামড়ি কচ্ছ? বেরিয়ে আয় বলছি। আমার ঘরে তোর আর মন বসে না? তোর বাপ-ঠাকুর্দ্দা কটা রাজ্যি নিয়ে জন্মেছিল? পাতার ঘরে তাদের ঘুম হত না? তোর চেয়ে তারা কি বেশী সুখী ছিল না? বুকে হাত দিয়ে বল্ দেখি,—এই আঠারো বছরে কটা রাত তুই ভাল করে ঘুমিয়েছিস্, কবার প্রাণ খুলে হেসেছিস?

মালদেব। মা,—

জহরবাঈ। কোথায় গেল তোর মুখের হাসি? কে নিলে তোর চোখের জ্যোতি? সব থাকতে কেন আজ তুই এত কাঙ্গাল? গভীর রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, তুই কেন তখন প্রাসাদের চূড়ায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকিস?

মালদেব। না—না, কে বললে?

জহরবাঈ। আমি দেখেছি। আয় বাবা, রাজ্যটা ভোগ করতে হয়, ওরা করুক। তুই মেয়ের হাত ধরে আমার কাছে চলে আয়। আমি আবার তোর চোখে ঘুম এনে দেব, বুকে শান্তির প্রলেপ দিয়ে দেব।

মালদেব। তা যদি দিতে চাও; পর্ণকুটির ত্যাগ করে তুমি আমার কাছে এস মা। আমি চিতোরের মহারাণা, আমি থাকব রাজপ্রাসাদে; আর তুমি আমার মা, তুমি থাকবে পর্ণকুটিরে এ দুরপনেয় লজ্জা থেকে তুমি আমায় রক্ষা কর মা।

জহরবাঈ। তা হয় না মালদেব।

বনবীর। না হয় তুমি আর এখানে এস না। তোমার প্রলাপ শোনবার আমাদের সময় নেই।

জহরবাঈ। শুনবি, শুনবি। কাঙ্গালের কথা আজ ভাল লাগছে না; বাসী হলে মিষ্টি লাগবে, ওঃ, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত। মনে করেছিস্,—তোদের হিসেব নিতে কেউ নেই? আছে, আছে। দেখিস নি ছোঁড়া, যে বাজ রাণার বুকে হেনেছিলি, সে বাজ তোদের বুকেই ফিরে এসেছে? আরও আসবে। কিছু থাকবে না তোদের। আমি অভিশাপ দিচ্ছি—

বনবীর। আমি তোমাকে হত্যা করব।

মালদেব। তাহলে তোমাকে হত্যা করব আমি।

জহরবাঈ। কথা শোন্ বাবা। রাজবাড়ী ছেড়ে চলে আয়, আর মেয়েটার আবার বিয়ে দে।

বনবীর। তুমি উন্মাদ হয়েছ।

জহরবাঈ। হব না? কত সয় আর? বুকটা চিরে দেখ্ রাবণের

চিতা জ্বলছে। জ্বলে গেল, ছাই হয়ে গেল সব। উঃ—ঠাকুর, এ জ্বালার অবসান কর, অবসান কর।

[প্রস্থান।

বনবীর। পিতা; যুবরাণী বলছিল—

জহরবাঈ। যা বলছিল, তা তুমিই শোন, আমার শোনবার সময় নেই।

বনবীর। আপনি জানেন না, কমলমণির ব্যবহার—

মালদেব। কারও কারও সহ্য হচ্ছে না। যার অসহ্য হচ্ছে, তিনি যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারেন। মেয়ের যদি মত হয়, আমি আবার তার বিবাহ দেব। যদি তা না হয়, সে এখানেই থাকবে; প্রয়োজন হলে তার জন্যে অপরকে সরে যেতে হবে, অপরের জন্যে সে সরে যাবে না।

বনবীর। কমল যদি এমনি করেই বৌরাণীকে অপমান করে—

মালদেব। তুমি তাহলে তাকে চুলের মুঠি ধরে বের করে দেবে। তা তুমি দিও, তবে তার পরে তোমার হাতখানা আর তোমার থাকবে না, সে কথাটাও ভেবে রেখো। বৌরাণীকেও বলে দিও, তোমাদের সব দৌরাত্ম্য আমি সয়েছি, আরও সইব। কিন্তু আমার ভাগ্যবিড়ম্বিত ওই স্নেহের দুর্গ চূর্ণ করতে হাত বাড়িও না,—অপঘাতে মরবে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

ছদ্মবেশে হামিরের প্রবেশ।

হামির। অভিবাদন মহারাণা মালদেব।

মালদেব। কে তুমি?

হামির। আমি এই দেশেরই মানুষ, নাম হামির। শৈশবে

মায়ের সঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। যাবার সময়ে মনে পড়ে চিতোরের প্রাসাদ শীর্ষে রাজপুতনার রক্তনিশান দেখে গিয়েছিলাম। আজ সে নিশান দেখতে পাচ্ছি না কেন মহারাণা?

মালদেব। সে নিশান কৈলোয়ারার দুর্গে দেখতে পাবে।

হামির। চিতোরের মহারাণা তবে আপনি নন, কৈলোয়ারার দুর্গাধিপতি?

বনবীর। আমি তোমার রসনাচ্ছেদন করব।

হামির। আমার রসনা যদি তোমাদের কোন কাজে লাগে, আমি নিজের হাতে কেটে তোমাদের উপহার দিয়ে যাব। তার আগে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দাও ওই অর্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত বাদশাহী ঝাণ্ডা। কে দিল্লীর বাদশাহ? কি সম্পর্ক তার সঙ্গে রাজপুতানার?

মালদেব। রাজদ্রোহ আমি সহ্য করব না যুবক।

হামির। রাজদ্রোহ? মহারাণা মালদেব,—আপনি না রাজপুত? রাজপুত পিতা-মাতার রক্ত না আপনার ধমনীতে প্রবাহিত? বাপ্পারাও থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত আপনি ছাড়া কবে কোন্ রাজপুত বিদেশীর পাদুকা পিঠ পেতে নিয়েছে? চিতোরের কোন্ রাণার প্রাসাদ চূড়ায় বিধর্ম্মীর নিশান এমনি করে উড্ডীন হয়েছে?

বনবীর। বেরিয়ে যাও শয়তান।

হামির। যাচ্ছি, যাচ্ছি। পতাকাটা নিয়ে এস আমি টুকরো টুকরো করে রাজপথে ফেলে দিয়ে যাই।

মালদেব। কে তুমি উন্মাদ? তোমার কি প্রাণের ভয় নেই?

হামির। না। প্রাণের ভয় থাকবে তাদের, যারা দেশবাসীর সঙ্গে বেইমানি করে, তুচ্ছ রাজ্যের লোভে বিজাতি বিধর্ম্মীর পাদুকা

জিভ দিয়ে লেহন করে। আমি মনে প্রাণে রাজপুত, অন্যায় কখনও করি নি, অন্যায় সহ্য করতেও শিখি নি। শুনুন মহারাণা মালদেব, মেবারবাসী ভয়ে আপনাকে রাজকর দেয়, কিন্তু মনে মনে কেউ আপনাকে রাণা বলে স্বীকার করে না। আমি মহারাণা অজয়-সিংহের কাছে ভিক্ষা চেয়ে রাজদণ্ড আপনাকে এনে দেব। মেবারের ঘরে ঘরে গিয়ে আপনার জন্য রাজভক্তির অর্ঘ্য নিয়ে আসব। কিন্তু তার আগে ওই বাদশাহী পতাকা ফেলে দিয়ে তার স্থানে রাজপুতানার স্বাধীন পতাকা উড্ডীন করতে হবে।

মালদেব। তোমার মত বহু উন্মাদ আমাকে হিতোপদেশ দিতে এসেছিল। তারা কেউ গেছে কারাগারে, কেউ গেছে যমালয়ে। তোমাকেও আমি যমালয়ে পাঠাব যুবক।

বনবীর। কিন্তু তার আগে একটা একটা করে, তোমার অঙ্গচ্ছেদন করব।

হামির। তাতেও আমি বাধা দেব না। কিন্তু তার আগে আমি দেখতে চাই চিতোরের প্রাসাদ শীর্ষে উড়ছে রাজস্থানের স্বাধীন পতাকা। যে কামান্ধ বর্ব্বর মহীয়সী রাজপুত বীরাঙ্গনা পদ্মিনীকে অপমান করেছে, তার নিশান আমাদের মাথার উপরে থাকবে না, থাকবে পায়ের তলায়।

[প্রস্থান।

কমলমণির প্রবেশ।

কমলমণি। কে এল বাবা? কে ওই গৌরকান্তি যুবক? কারও বাধা সে মানলে না। সদর্পে প্রাসাদের চূড়ায় উঠে গিয়ে বাদশাহী নিশান ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সৈন্য-সামন্ত প্রহরী রক্ষী সবাই তার পেছনে

পেছনে ছুটছে, আর সে কি করেছে জান বাবা? শত শত লোকের বিস্ফারিত চোখের সামনে প্রাসাদের চূড়া থেকে রাজপথে লাফিয়ে পড়ে বাতাসে মিশে গেল। সবাই বলছে লোকটা অজয় সিংহের আত্মীয়।

মালদেব। তা নইলে এত সাহস আর কার হতে পারে? বনবীর, দুশো সৈন্য নিয়ে আজই তুমি কৈলোয়ারায় যাত্রা কর। অজয় সিংহকে বলবে, তার এই আত্মীয়কে আমার হাতে সমর্পণ করতে হবে। দন্তে তৃণধারণ করে তাকে আমার বশ্যতা স্বীকার করতে হবে; আর অবিলম্বে চিতোরের মণিময় রাজদণ্ড চিতোরে পাঠিয়ে দিতে হবে। যদি না দেয়, তাহলে কি করবে জান?

বনবীর। রক্তে ভাসিয়ে দেব কৈলোয়ারার দুর্গ।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

কমলমণি। পিঠে কুলো বেঁধে যেও দাদা।

বনবীর। এর উত্তর ফিরে এসে দেব শয়তানি।

[প্রস্থান।

মালদেব। বিদ্রোহীর রক্তে নদী বইয়ে দিলাম, মুঠো মুঠো অর্থ দেশময় ছড়িয়ে দিলাম, তবু কেউ আপন হল না? এরা অর্থ নেয় আমার রাজকোষ থেকে, আর গুণগান করে অজয় সিংহের।

কমলমণি। তাই ত হয় বাবা। ভয় দেখিয়ে দেহটা জয় করা যায়, মন জয় করা যায় না। [প্রস্থান।

মালদেব। এই আর এক মূর্ত্ত অভিশাপ। অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে এ এক দুঃখের দাবানল।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

খোশবাগ।

বিসমিল্লা ও জালিমের প্রবেশ।

জালিম। আদাব ফৌজদার সাহেব।

বিসমিল্লা। আরে রাখ তোমার আদাব। লড়াইয়ের খবর-টবর এনেছ কিনা বল।

জালিম। লড়াইয়ের জন্যে মিঞা বড় হাঁপিয়ে উঠেছেন দেখছি।

বিসমিল্লা। উঠব না? আমরা হচ্ছি লড়ুয়ে জাত, লড়াই না পেলে আমাদের মেজাজ ঠিক থাকে না।

জালিম। আজ পর্য্যন্ত কটা লড়াই করেছেন ফৌজদার সাহেব?

বিসমিল্লা। কটা কি বলছ? হাজার হাজার।

জালিম। কত গণ্ডায় এক হাজার হয় মিঞা?

বিসমিল্লা। সে তুমি বুঝবে না। কে তোমায় পাঠিয়েছে?

জালিম। মহারাণা মালদেব।

বিসমিল্লা। কেন? আজে বাজে খবর আমি শুনতে চাই না। লড়াইয়ের খবর থাকে ত বল।

জালিম। খুব যে লড়াই লড়াই কচ্ছেন? এ দেশের লোকেরা কি বলে জানেন?

বিসমিল্লা। কি বলে?

জালিম। বলে যেমন বাদশা, তেমনি তার ফৌজদার। যুদ্ধ যদি লাগে, বিসমিল্লা খাঁ কেলে হাঁড়ি মাথায় দিয়ে পুকুরে ডুবে থাকবে।

বিসমিল্লা। কি, এত বড় কথা বলে শয়তানের দল?

জালিম। এর চেয়ে আরও বড় কথা বলে খাঁ সাহেব। বলে,—বিসমিল্লা আবার যুদ্ধ করবে কি? ওর সাত পুরুষে কেউ কখনও যুদ্ধ করেছে? শত্রু সৈন্য দেখলেই ওর পাজামা ছিঁড়ে যাবে। বাদশাকে জরু আর গরু দান করে তবে ও ফৌজদার হয়েছে।

বিসমিল্লা। খবরদার বেয়াদপ; ঠিকসে বাতচিৎ কর।

জালিম। একটু আস্তে ফৌজদার সাহেব। মানুষ এসেছে?

বিসমিল্লা। কি এসেছে?

জালিম। মানুষ।

বিসমিল্লা। মানুষ। এদেশে আবার মানুষ আছে না কি? বিশ বছর আমি এখানে আছি, আজ পর্য্যন্ত কোন মানুষ ত দেখতে পেলুম না, সব জানোয়ার।

জালিম। জানোয়ার আপনি ঠিকই দেখেছেন হুজুর, তবে সাদা চোখে নয়, আয়নার ভেতর দিয়ে।

বিসমিল্লা। তার মানে?

জালিম। এবার সাদা চোখেই আপনি মানুষ দেখতে পাবেন। দেখবার পর কিন্তু আর ফৌজদারি করতে হবে না। একেবারে শানকী বদনা নিয়ে কবরের তলায় গিয়ে ঢুকবেন।

বিসমিল্লা। চোপরাও কম্বক্ত।

জালিম। আরে মিঞা, বাজে কথার সময় নেই। তলোয়ার যদি থাকে ত শান দিয়ে বেরিয়ে পড়। সে লোকটা নাকি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলে গেছে,—জুতিয়ে আমি ফৌজদারের দাঁত ভাঙ্গব। যাকে জরু গরু দিয়ে ও ফৌজদার হয়েছে, সেই আলাউদ্দিন যে কবরে গেছে, ওকে আমি সেই কবরে পাঠাব।

বিসমিল্লা। কোথায় সে শয়তানের বাচ্ছা?

জালিম। তা কি করে জানব মিঞা? আপনাকে যখন সে জুতিয়ে দাঁত ভাঙতে চাইলে, তখনই আমি কাণে আঙ্গুল দিয়ে পালিয়ে এসেছি। লোকটা কি দুঃসাহসী জানেন? চিতোরের প্রাসাদে ঢুকে সিপাই শাস্ত্রীদের ঠেলে তর্ তর্ করে ওপরে উঠে গেল। কেউ কিছু বলবার আগেই লাথি মেরে বাদশাহী নিশান ফেলে দিয়েছে হুজুর।

বিসমিল্লা। কোতল করব, একধার থেকে সব কোতল করব। বাদশাহী নিশানের এত বড় অপমান আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না। রক্তে ভাসিয়ে দেব আমি রাজপুতানার মাটি। কোথায় সে মালদেব? সে কি চোখ বুজে খোয়াব দেখছিল? বোলাও উসকো।

মালদেবের প্রবেশ।

মালদেব। চেঁচিয়ে শক্তি ক্ষয় করছো কেন ফৌজদার সাহেব? এখন কি করতে চাও, তাই বল। সব ত শুনেছ। বাদশাহী পতাকা গরুতে খেয়ে ফেলেছে।

বিসমিল্লা। আপনার মাথাটাও বাঘে খাবে।

মালদেব। যাতে না খায়, সেই জন্যই তো তোমার কাছে এসেছি।

বিসমিল্লা। আপনারা কি সবাই বসে বসে খোয়াব দেখছিলেন? সৈন্য-সামন্ত সেপাই-শাস্ত্রী সবাই কি দাওয়াদ খেতে গিয়েছিল?

মালদেব। কেউ যায় নি ফৌজদার সাহেব, সবাই প্রাসাদে ছিল।

বিসমিল্লা। সবার চোখের উপর দিয়ে একটা রাজপুত কুত্তা প্রাসাদের চূড়ো থেকে বাদশাহী ঝাণ্ডা নামিয়ে আনলে, আর আপনারা বাধা দিতে পারলেন না? বেইমান, নেমকহারাম—

মালদেব। নেমকহারাম তুমি।

বিসমিল্লা। আমি তোমাদের সবাইকে কোতল করব।

জালিম। আপনি তো বিশ বছর ধরেই আমাদের কোতল কচ্ছেন। আপনি লড়াইয়ের জন্য হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, করুন না এবার লড়াই। সে বলেছে আপনার দাঁত—

বিসমিল্লা। আবার দাঁত? আমি তোমাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াব। তোমাকে আর তোমার এই রাণাকে। যার প্রাসাদে বাদশাহী নিশানের অপমান হয়, তার বাঁচবার অধিকার নেই।

মালদেব। তুমিও তবে মরার জন্যে প্রস্তুত হও।

বিসমিল্লা। আমি ত ভুট্টা খেকো খোট্টার ভয়ে কাঁথা মুড়ি দিই নি।

মালদেব। না, তুমি বোরখা পরে অন্দরে লুকিয়েছিলে। আমার প্রাসাদ থেকে শুধু বাদশাহী নিশান অপহৃত হয়েছে, আর তোমার খোশবাগে যে বাদশাহী পতাকার স্থানে মেবারের ঝাণ্ডা উড়ছে তা বুঝি লক্ষ্য কর নি? ওই চেয়ে দেখ।

বিসমিল্লা। তাই ত,—অ্যাঁ! ও মহারাণা, এ সর্ব্বনাশ কে করলে?

মালদেব। এও নিশ্চয়ই সে যুবকের কাজ।

বিসমিল্লা। কোথায় সে হারামজাদা?

জালিম। কাছেই সে আছে হুজুর। হয়ত বোরখা পরে অন্দর মহলে আপনার বিবির সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে।

বিসমিল্লা। কি?

জালিম। লোকটা শুনেছি বহুরূপী। মালী সেজে হয়ত আপনার বাগানেই সে জল দিচ্ছে। নয়ত যে বাবুর্চ্চি আপনার রসুই করে,

সেই হয়ত হামির। ওই দেখুন ফৌজদার সাহেব, একটা ভিখিরী রাস্তা থেকে এইদিকে চেয়ে ফ্যা-ফ্যা করে হাসছে, ওই ব্যাটাই হয়ত সে।

বিসমিল্লা। গুলি কর রাণা, রাগে আমার নিশানা ঠিক থাকছে না।

মালদেব। আরে, তুমি কাঁপছ কেন মিঞা?

জালিম। ভয়ে।

বিসমিল্লা। তুমি ব্যাটা ভয়ঙ্কর পাজী। যাকে তাকে ভয় করব আমি। এমন লড়াই করব যে তামাম রাজস্থান চোখে সর্ষে ফুল দেখবে।

মালদেব। তাহলে আর দেরী করো না বিসমিল্লা খাঁ। তুমি দস্যু মুঞ্জ সর্দ্দারের সঙ্গে মিলিত হয়ে একযোগে কৈলোয়ারার দুর্গ আক্রমণ কর। অজয় সিংহ আর তার এই আত্মীয়কে যদি বধ বা বন্দী করে নিয়ে আসতে পার, তাহলে বাদশা ত তোমার উপর খুশী হবেনই, আমিও তোমায় যা চাও তাই দেব।

বিসমিল্লা। বহুৎ খুব। আদাব মহারাণা।

মালদেব। আল্লাতালা তোমার সহায় হন।

[প্রস্থান।

বিসমিল্লা। রাণা খুব খারাপ লোক নয়।

জালিম। হাসি যে মুখে ধরে না, কাজ হাসিল করতে পারবেন ত?

বিসমিল্লা। আমি পারব না তো পারবে কে? একটা ভুট্টা-খেকোকে বেঁধে আনব, এ আবার একটা কাজ না কি?

জালিম। আজ্ঞে না, কাজ খুব সোজা,—তবে—

বিসমিল্লা। তবে কি?

জালিম। তবে বিশ বছর ত আপনি লড়াই করেন নি, খেয়ে আর ঘুমিয়ে বেতন নিয়েছেন। দেখবেন, দুশমনের গায়ে হাতিয়ার মারতে গিয়ে নিজের গলায় যেন বসিয়ে দেবেন না।

বিসমিল্লা। কেন বকবক কচ্ছ বেয়াদপ?

জালিম। বিবি সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হত না খাঁ সাহেব?

বিসমিল্লা। কেন?

জালিম। বলা ত যায় না। আপনি যাবেন সে ছোকরাকে বেঁধে আনতে, এর মধ্যে সে এসে হয়ত আপনার বিবিকে বেঁধে নিয়ে হাওয়া।

বিসমিল্লা। চোপরাও ইতর। আমি তার গায়ের চামড়া খুলে নেব।

জালিম। তবে ত আপনি পুরস্কার পেয়ে গেছেন।

বিসমিল্লা। রাণা যা বললে, দেবে ত?

জালিম। কাজ করতে পারলে নিশ্চয়ই দেবে। কি পুরস্কার চাইবেন বলুন ত?

বিসমিল্লা। বেশী কিছু চাইনে। ওর একটা খপসুরৎ মেয়ে আছে না? ওকে আমি আমার বেগম করব।

জালিম। সেও হাত ধুয়ে বসে আছে। এমন খসম পাবে কোথায়? কিন্তু, সে যে বিধবা খাঁয়ের পো।

বিসমিল্লা। যানে দেও। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। খোদ্দা ওকে আমি মনে মনে বিবি করে রেখেছি। এই জন্যেই রাণাকে আমি পেয়ার করি। নইলে এতবড় কসুর আমি মাফ করতুম না।

জালিম। তা ত বটেই। আচ্ছা, তাহলে আপনি প্রস্তুত হন; আমরা আজই যাত্রা করব।

বিসমিল্লা। তুমিও যাবে? যেতে চাও, যেতে পার। কিন্তু মনে রেখো, সৈন্যচালনা করব আমি।

জালিম। আর আমি আপনাকে চালনা করব। আদাব।

[প্রস্থান।

বিসমিল্লা। ইস, আমার আর তর সইছে না। ইচ্ছা কচ্ছে এখনই সাদি করে ফেলি। সব খোদার মর্জ্জি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কৈলোয়ারা দুর্গ।

অজয়সিংহ ও দুর্গাসিংহের প্রবেশ।

অজয়। সন্ধান পেয়েছ দুর্গাসিং?

দুর্গাসিং। না মহারাণা। যুবক যেমন অতর্কিতে দস্যু দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তেমনি অতর্কিতে দস্যুদল বিধ্বস্ত করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

অজয়। কি আশ্চর্য্য দুর্গাসিং; হৃতসর্ব্বস্ব মেবারের মহারাণা আমি, আমার কাছে আজ কারও ত কোন প্রত্যাশা নেই, তবে কিসের আশায় এই যুবক অযাচিত ভাবে আমার শত্রু সৈন্য বিধ্বস্ত

করে চলে গেল? একটা মুখের ধন্যবাদও নিয়ে গেল না? কে এই নির্ব্বোধ যুবক?

দুর্গাসিং। বোধহয় মেবারের কোন রাজভক্ত প্রজা।

অজয়। এও এক বিচিত্র নাটক।

দুর্গাসিং। মহারাণা—

অজয়। বিশ বছর চলে গেল দুর্গাসিং। চিতোরের সিংহাসনে বাদশার ক্রীতদাস মালদেব কায়েম হয়ে বসেছে; মনে প্রাণে রাজপুত যারা ছিল, তারা সবাই মালদেবের হাতে প্রাণ দিয়েছে, না হয় দেশ ছেড়ে চলে গেছে। শুধু তোমরা কয়েকজন নির্ব্বোধ সর্দ্দার ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছ। ঐশ্বর্য্য সম্পদ কিছুই আর আমার নেই, তবু তোমরা মহারাণা বলে আমার জয়ধ্বনি দাও। এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার মনটা চিতোরের প্রাসাদে ফিরে যায়। এ অভিনয়ের অবসান কর দুর্গাসিং।

দুর্গাসিং। কিসের অভিনয় মহারাণা?

অজয়। আবার মহারাণা? দুর্গাসিং, যৌবনে চিতোরের প্রাসাদ ত্যাগ করে কৈলোয়ারার কেল্লায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম। যৌবনের উন্মাদনা তখন কাণে কাণে বলেছিল, আবার ফিরে যাব আমি আমার শৈশবের খেলাঘরে, প্রজারা জয়ধ্বনি দেবে, বন্দীরা স্তুতিগান করবে, স্বর্গ থেকে পিতৃপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ পুষ্পবৃষ্টির মত ঝরে পড়বে।

দুর্গাসিং। আপনার আশা অপূর্ণ থাকবে না মহারাণা।

অজয়। দেহে শক্তি নেই, বুকে ভরসা নেই, দুটো ছেলের একটাও মানুষ হল না। তবু তুমি আশা কর, চিতোরের সিংহাসন আমি অধিকার করব? বৃথা আশা। বিশ বছরে যা পারি নি, আর আমি তা পারব না।

দুর্গাসিং। পারতেই হবে মহারাণা। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক মালদেবের যূপকাষ্ঠে মেবারবাসীদের আর আমরা মরতে দেব না।

অজয়। মালদেবের পেছনে আছে বাদশাহী ফৌজ। কাকে নিয়ে এত বড় শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান করবে পাগল? পুত্রদের দিকে চেয়ে দেখ। এক একটি দিকপাল। মুঞ্জ দুর্গ আক্রমণ করলে। আর সুজন সিংহ পলায়নের পথ খুঁজতে লাগল। আজিম সিংহ তরবারি নিয়ে এগিয়ে গেল বটে, কিন্তু একটা মশাও মারতে পারলে না। এদের কাপুরুষতা যত আমি দেখছি, ততই আর একটা শিশুর কথা আমার মনে পড়ছে। সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। তিন বছরের শিশু, তার চোখে কি দীপ্তি! পিতা বলেছিলেন,—এই শিশু বড় হয়ে রাজবংশের মুখোজ্জ্বল করবে। কোথায় হারিয়ে গেল!

দুর্গাসিং। আপনাকে এত নিস্তেজ ত কখনও দেখি নি মহারাণা। নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমার মনে হয়, মুঞ্জ আবার আসবে।

অজয়। কেন সে আসে? কি আছে আমার?

দুর্গাসিং। আপনার যা আছে, মালদেবেরও তা নেই। সিংহাসন আপনি ফেলে এসেছেন বটে, কিন্তু রাজদণ্ড ত আপনার সঙ্গেই এসেছে মহারাণা।

অজয়। সেই রাজদণ্ড চায় একটা জংলী দস্যু?

দুর্গাসিং। নিজের জন্য চায় না। আমি তাকে মালদেবের প্রাসাদে দেখে এসেছি। বোধহয় মালদেবই তাকে প্ররোচনা দিয়েছে।

অজয়। নিয়ে যাবে? বাপ্পারাওয়ের বংশের এমন অমূল্য সম্পদ দস্যুতে নিয়ে যাবে? দুর্গাসিং,—

দুর্গাসিং। মহারাণা!

অজয়। আমার জন্য অশেষ দুঃখ সয়েছ তোমরা। কতদিন উদরে অন্ন ছিল না, মাথার ওপর আচ্ছাদন জোটেনি। বিশ বছর তোমাদের শুধু দুঃখই দিয়েছি, সুখের আশ্বাস দিতে পারি নি। তোমরা চলে যাও দুর্গাসিং। যাবার সময় এই মহামূল্য রাজ-দণ্ডটিকে নিয়ে যাও। এ আর আমি রাখতে পারব না। যারা আমার জন্য সর্ব্বস্ব হারিয়েছে। এই স্বর্ণদণ্ড ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে তারা যেন গ্রহণ করে তাদের দরিদ্র মহারাণার শেষ দান।

দুর্গাসিং। এ আপনি কি বলছেন মহারাণা? আমরা রাজপুত, মৃত্যু আমাদের নিত্য সহচর, দুঃখ আমাদের কণ্ঠহার। আমরা প্রয়োজন হলে অনাহারে মৃত্যু বরণ করব। তবুও আপনাকে ত্যাগ করব না।

অজয়। কেন এ মরণের সাধ দুর্গাসিং? রাজদ্রোহের অপরাধে তোমাদের ঘর-বাড়ী জমি-জমা সব মালদেব রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করেছে।

দুর্গাসিং। করুক।

অজয়। তোমাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের কারাগারে নিক্ষেপ করেছে—

দুর্গাসিং। কারাগার তাদের বিশ্রামাগার মহারাণা।

অজয়। তোমাদের এ মহত্ত্বের প্রতিদান দিতে আমার কিছুই নেই দুর্গাসিং।

দুর্গাসিং। মহত্ত্ব এ নয়, এ আমাদের কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য পালন করে কেউ প্রতিদান চায় না মহারাণা। আপনি হতাশ হবেন না। আমি দেখতে পাচ্ছি ঘুমন্ত সিংহের ঘুম ভেঙেছে।

অজয়। নূতন কি সংবাদ এনেছ চন্দাবৎ সর্দ্দার?

দুর্গাসিং। সংবাদ শুভ মহারাণা। গুপ্তচর এইমাত্র বলে গেল, কে এক যুবক চিতোরের প্রাসাদশীর্ষ থেকে বাদশাহী পতাকা নামিয়ে দিয়েছে।

অজয়। সে কি?

দুর্গাসিং। দুঃখের দিন বুঝি শেষ হল মহারাণা। চিতোর আর ঘুমিয়ে নেই।

অজয়। তাই ত দুর্গা সিং। এ অসম্ভব কে সম্ভব করলে?

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। সে আপনারই প্রশ্রয়-পুষ্ট এক রাজপুত।

দুর্গাসিং। কে বাপু তুমি?

বনবীর। আমি মহারাণার পুত্র বনবীর।

দুর্গাসিং। মহারাণা বলতে আমরা একজনকেই জানি,—তিনি তোমার সম্মুখে।

বনবীর। আমরা এ নকল মহারাণাকে মানি না।

অজয়। মনে হচ্ছে তুমি মালদেবের পুত্র।

বনবীর। আপনার অনুমান সত্য।

দুর্গাসিং। অনুমতি না নিয়েই রাজ-দর্শনে এসেছ?

বনবীর। রাজদর্শন! বলতে লজ্জা হয় না আপনাদের? আপনিই বুঝি রাজদ্রোহী চন্দ্রাবৎ সর্দ্দার দুর্গা সিং?

দুর্গাসিং। হ্যাঁ বাপু। তবে রাজদ্রোহী নই, রাজভক্ত। রাজদ্রোহী তোমার পিতা মালদেব।

বনবীর। আপনাকে আমরা জীবন্ত সমাধি দেব!

দুর্গাসিং। বিশ বছর ধরেই ত দিচ্ছ।

বনবীর। এ শয়তানি চক্রের আপনিই মহানায়ক। এক নিঃস্ব রিক্ত ভিক্ষুককে এনে আপনিই কৈলোয়ারার দুর্গে রাণা সাজিয়ে বসে আছেন। আমার মহামান্য পিতা মহারাণা মালদেব বারবার তাকে চিতোরে তলব করেছেন, আপনি তাকে যেতে দেননি, রাজদণ্ড সমর্পণ করতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন, আপনারই বিরোধিতায় সে নির্দ্দেশ পালিত হয় নি। কেন?

অজয়। আমি ত বলেছি, রাজপুতের চিরশত্রু আলাউদ্দিনের ক্রীতদাস মালদেবকে আমি রাজদণ্ড দেব না, দিতে পারি আমার ছিন্নপাদুকা।

বনবীর। অজয় সিংহ!

দুর্গাসিং। বল 'মহারাণা'। অভিবাদন কর যুবক! নইলে তোমার পিতার কাছে তুমি আর ফিরে যাবে না, যাবে তোমার ছিন্নমুণ্ড।

অজয়। থাক দুর্গা সিং। এ শৃগাল শাবক, এর কাছে সিংহের ব্যবহার প্রত্যাশা করো না।

বনবীর। রসনা সংযত কর।

দুর্গাসিং। ঔদ্ধত্যের সীমা ছাড়িও না যুবক। কি বলতে এসেছ বল।

বনবীর। হামির কোথায়?

অজয়। হামির কে?

বনবীর। আপনার কোন্ পরমাত্মীয়, তা আপনিই জানেন। তাকে আমি এই মুহূর্ত্তে চাই। এতবড় দুঃসাহস তার, চিতোরের রাজপ্রাসাদ থেকে বাদশাহী পতাকা টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, ফৌজদারের খোশবাগে মেবারের স্বাধীন পতাকা উড্ডীন করেছে? কোথায় সে পাষণ্ড?

অজয়। জানি না।

বনবীর। মিথ্যা কথা। সে আপনার আত্মীয়।

অজয়। এমন একটা আত্মীয় যদি আমার থাকত, তাহলে এই অপরিসীম সৈন্যের মধ্যেও আমার চেয়ে সুখী কেউ হত না।

বনবীর। সে আপনার দুর্গের মধ্যে নেই?

দুর্গাসিং। না রে বাপু, না।

বনবীর। আপনার আত্মীয় সে নয়?

অজয়। আমি ত জানি না।

বনবীর। আপনি মিথ্যাবাদী।

দুর্গাসিং। আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব। [তরবারি নিষ্কাসন]

হামিরের প্রবেশ।

হামির। না চন্দ্রাবৎ সর্দ্দার; আপনি বীর, দূতের রক্তে অসি কলঙ্কিত করবেন না। এ নরপশু আলাউদ্দিনের ক্রীতদাসের পুত্র। পশুর পরিবেশে এরা মানুষ, দেশদ্রোহিতার পাঠশালায় এদের শিক্ষা, সভ্য মানুষের ভাষা এরা কোথায় পাবে সর্দ্দারজি?

অজয়। কে এল দুর্গা সিং?

দুর্গাসিং। লাঞ্ছিত জনগণের পুঞ্জীভূত আর্ত্তনাদে যে জনার্দ্দন যুগে যুগে স্বর্গ হতে নেমে আসেন, বুঝি সেই এল মহারাণা।

বনবীর। তুমি কে?

হামির। আমি রাজপুত, আমি নির্য্যাতিত জনশক্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস, আমি দেশদ্রোহী বেইমানের সুখের ঘরে মূর্ত্ত অভিশাপ। আমি হামির।

সকলে। হামির!

বনবীর। চিতোরের রাজপ্রাসাদ থেকে বাদশাহী নিশান সরিয়ে দিয়েছে কে?

হামির। আমি।

বনবীর। ফৌজদারের খোশবাগে মেবারের স্বাধীন পতাকা প্রোথিত করেছে কোন্ শয়তান?

হামির। আমি শয়তান।

বনবীর। সেদিন আমাদের প্রাসাদে তোমাকেই না দেখেছিলাম? যম তোমায় স্মরণ করেছে রাজদ্রোহি।

হামির। রাজদ্রোহী তোমরা, রাজদ্রোহী তোমার পিতা মালদেব। আমার রাজা, সমগ্র মেবারের ভাগ্যবিধাতা মহারাণা অজয় সিংহ। বনে-জঙ্গলে বৃক্ষতলে কি পর্ব্বতগুহায় যেখানেই তিনি থাকুন,—না-ই থাক তাঁর মাথায় রাজমুকুট, না-ই থাক ঐশ্বর্য্য সম্পদ, হক তাঁর সিংহাসন মৃত্তিকার স্তূপ, তবু তিনিই আমাদের মহারাণা।

বনবীর। আমি তোমাকে বন্দী করে চিতোরে নিয়ে গিয়ে জীবন্ত দগ্ধ করব।

হামির। হামির মরতে জানে, বন্দী হতে জানে না। বল গিয়ে আলাউদ্দিনের ক্রীতদাস তোমার দেশদ্রোহী পিতাকে,—যদি সে বাঁচতে চায়, তাহলে দন্তে তৃণ ধারণ করে যেন মহারাণা অজয় সিংহের হাতে রাজ্যরশ্মি তুলে দেয়। নইলে তার বংশে বাতি দিতে আমি কাউকে জীবিত রাখব না।

বনবীর। নিজেরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। আমি একা আসি নি, আমার সঙ্গে এসেছে দুশো সৈনিক, কৈলোয়ারার দুর্গ ধূলিসাৎ করে দিয়ে আমি তোমাদের সবাইকে পাথর-চাপা দিয়ে যাব।

[প্রস্থান।

অজয়। চন্দ্রাবৎ সর্দ্দার!

দুর্গাসিং। যাচ্ছি মহারাণা। আমি ওদের একজনকেও ফিরে যেতে দেব না।

[প্রস্থান।

অজয়। তুমি কে যুবক, তুমি কে? তোমার নাম হামির? রাজপুত তুমি? কে তোমার পিতা? কোথায় তোমার পিতা?

হামির। পরলোকে।

অজয়। তোমার মা কোথায়?

লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। তোমার সম্মুখে মহারাণা।

অজয়। এ কি, বৌরাণী লক্ষ্মীবাঈ নয়? তুমি বেঁচে আছ?

লক্ষ্মীবাঈ। মরতে পারিনি মহারাণা। বারবার মৃত্যু থাবা তুলে এগিয়ে এসেছে, বারবারই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। বজ্রাঘাত বুক পেতে সহ্য করেছি,—অগ্নির সহস্র সায়ক, বর্ষার প্রবল বারিধারা মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে—তবু রাজবংশের একটা ক্ষীণ প্রদীপকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যমের সঙ্গে বিশ বছর যুদ্ধ করেছি। যে শিশুকে বুকে করে একদিন অনিশ্চিতের অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছিলাম, আজ তাকে ফিরিয়ে এনেছি।

অজয়। কোথায় সে বৌরাণি?

হামির। সন্তান আপনার পদতলে মহারাণা।

অজয়। তুমি! তুমিই যুবরাজ অরি সিংহের পুত্র?

লক্ষ্মীবাঈ। বুকে তুলে নাও রাণা। বিশ বছর রোদে পুড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজিয়ে দুঃখের পাঠশালায় শিক্ষা দিয়ে আমি একটা লৌহ-

মানব তৈরী করে নিয়ে এসেছি। যে গুপ্তঘাতক আমার শ্বশুরের বংশের এগারটা দিকপালকে হত্যা করে চিতোরের সিংহাসন অধিকার করেছে, তার মৃত্যুবাণ তোমায় দিয়ে গেলাম রাণা।

হামির। কোথায় যাচ্ছ মা?

লক্ষ্মীবাঈ। বাইরে গিয়ে একটা আর্ত্তনাদ করে আসি, দেখি আকাশটা ফেটে চৌচির হয়ে যায় কি না। বিশ বছর কাঁদবার অবসর পাইনি বাবা। আজ চোখের জল বাঁধ ভেঙ্গে ছুটে আসছে।

অজয়। অন্তঃপুরে যাও মহাদেবি।

লক্ষ্মীবাঈ। যাব রাণা, যাব; তোমার ছেলেদের আশীর্ব্বাদ করব বই কি? আজ নয়, এখনও আমার অশৌচ শেষ হয় নি।

হামির। মা,—

লক্ষ্মীবাঈ। ঘুমিয়ে থেকো না হামির। পিতৃহন্তার রক্ত এনে তোমার মাতৃঋণ পরিশোধ কর। যতদিন তা না পারবে, ততদিন তোমার বিশ্রাম নেই। ছলে বলে কৌশলে যেমন করে হোক, চিতোরের সিংহাসন তোমার অধিকার করা চাই। মালদেবের ছিন্নমুণ্ড এনে আমায় উপহার দেওয়া চাই।

[প্রস্থান।

অজয়। এস, কাছে এস রাজস্থানের নবীন ভাস্কর, পদানত জাতির কাছে মুক্তির বাণী নিয়ে এসেছ তুমি। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। আমি নিঃস্ব নাম সর্ব্বস্ব মহারাণা। তবু আমি রাজবংশধর। যুবরাজ অরি সিংহের পুত্র তুমি, মেবারের সিংহাসনের তুমিই উত্তরাধিকারী। সিংহাসন পরহস্তগত, রাজপ্রাসাদ শত্রুর অধিকারে। আছে শুধু রাজপুরীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ মণিময় রাজদণ্ড।

সুজনের প্রবেশ।

সুজন। পিতা, মুঞ্জ ডাকাত আবার সদল বলে কৈলোয়ারার দুর্গ আক্রমণ করতে আসছে। এবার তার সঙ্গে মালদেবের সৈন্যরাও যোগ দিয়েছে।

হামির। আবার আসছে সে নরাধম? এবার আর তাকে তার বন্য আবাসে ফিরে যেতে হবে না। মহারাণা, আপনার যত সৈন্য আছে, আমার হাতে তুলে দিন। আমি তাদের চালনা করব।

সুজন। কে তুমি মহারাণার সৈন্য চালনা করতে চাও?

হামির। আমি দাদা, তুমি আমার ছোটভাই।

অজয়। প্রণাম কর সুজন।

সুজন। কাকে প্রণাম করব? কে এ প্রবঞ্চক?

হামির। প্রবঞ্চক নই, ওরে আমি ভাই; তোমার আর আমার মধ্যে একই বংশের রক্ত; একই গৃহতলে একই পিতার স্নেহের ছত্র ছায়ায় তোমার পিতা আর আমার পিতা আরও দশজন ভাগ্যহীন রাজকুমারের সঙ্গে পরিবর্দ্ধিত হয়েছিলেন। একই দুর্ভাগ্য আমাদের সবাইকে ঘরছাড়া করেছে, একই কর্ত্তব্য আমাদের সবাইকে আহ্বান কচ্ছে,—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত।" আমি আগে আগে রণভেরী বাজিয়ে যাব, তোমরা আসবে আমার পশ্চাতে। মৃত্যু যদি আসে, আমি তাকে আগে বরণ করব।

অজয়। হামির,—

হামির। ওই দূরে আরাবল্লী পর্ব্বতের ছায়ায় ঘেরা আমাদের পিতা-পিতামহের আবাসভূমি, আমাদের শৈশবের খেলাঘর, বার্দ্ধক্যের বিশ্রামাগার। সিংহের শূন্য গুহায় আজ শৃগালেরা কলরব কচ্ছে।

ওই প্রাসাদ আমরা আবার অধিকার করব, আমাদের যাত্রাপথে মুঞ্জ সর্দ্দারের মত যে সব দুষ্ট কণ্টক বাধার সৃষ্টি করবে, তাদের আমরা ঝটিকা-তাড়িত শুষ্ক পত্রের মত সরিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেব। চল চল, চিতোরে চল, চিতোরে চল। [প্রস্থান।

সুজন। এই আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র? আমার বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়ই এ মালদেবের গুপ্তচর। কৌশলে আমাদের সবাইকে হত্যা করে রাজদণ্ড লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে।

অজয়। তুমি তবে কি করতে বল?

সুজন। মালদেবের সঙ্গে সন্ধি করুন।

অজয়। সন্ধি করব ভ্রাতৃহন্তা দেশদ্রোহীর সঙ্গে?

সুজন। নইলে মুঞ্জর হাতেই আমাদের সবাইকে মরতে হবে।

অজয়। রাজপুতের এত মরার ভয়। রাণা লক্ষ্মণ সিংহের পৌত্র তুমি? না কোন প্রবঞ্চক এসে আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছ?

সুজন। আপনার মতিভ্রম হয়েছে?

অজয়। শোন যুবক; শূন্যগর্ভ আস্ফালন আমি শুনতে চাই না। রাণা লক্ষ্মণ সিংহের পৌত্র বলে যদি পরিচয় দিতে চাও, মুঞ্জকে বধ অথবা বন্দী করে আমার কাছে নিয়ে এস। যদি পার, তুমিই হবে আমার রাজদণ্ডের অধিকারী। যদি না পার তাহলে বুঝব, মালদেবের পাদুকা বহন করতেই তোমার জন্ম, রাজদণ্ড ধারণ করতে নয়।

[প্রস্থান।

সুজন। রাজ্যসম্পদ ত্যাগ করে চোরের মত যে প্রাসাদ থেকে পালিয়ে আসে, এ কথা তার মুখেই সাজে।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনবীথি—শিবির।

বিসমিল্লার প্রবেশ।

বিসমিল্লা। আরে বাপ্, জেরা সরাপ।

কুঞ্জের প্রবেশ।

কুঞ্জ। কি হল ফৌজদার সাহেব, পালিয়ে এলে যে?

বিসমিল্লা। পালাব কেন বেয়াদপ? আমি একটু বিশ্রাম করতে এসেছি। সরাপ লে আও।

কুঞ্জ। তা ত আনব। কিন্তু তোমার যে হয়ে এসেছে দেখছি। সারা গায়ে রক্ত ঝরছে, পাজামা ছিঁড়ে দোফালা হয়ে গেছে।

বিসমিল্লা। হবে না? ঘোড়াটা এমন বেইমানি করে লাফিয়ে উঠল—

কুঞ্জ। যে তুমি তুলোর বস্তার মত মাটিতে পড়ে গেলে, আর হামির এসে তোমায় লাথির পর লাথি।

বিসমিল্লা। এই, ঝুট বাত বলো না বলছি। কোতল করব। [ভগ্ন তরবারি নিষ্কাসন]

কুঞ্জ। এ কি ফৌজদার সাহেব? এমন মার দিয়েছে তোমায় যে তলোয়ারখানাও আধখানা হয়ে গেছে?

বিসমিল্লা। হবে না? তুমি ব্যাটা সাঁওতাল, যুদ্ধের খবর কি জানবে? ঘোড়া লাফ মারলেই তলোয়ার ভাঙ্গতে হবে।

কুঞ্জ। আর পাজামাও ছিঁড়তে হবে। ছি-ছি-ছি, এত বড় একটা প্রকাণ্ড ফৌজদার তুমি বাদশার ডান হাত বললেই হয়, একটা ফচকে ছোঁড়াকে গ্রেপ্তার করতে এসে তুমি এমন মার খেয়ে ফিরে এলে।

বিসমিল্লা। ফের মার মার করবে?

কুঞ্জ। বারবার গালে হাত দিচ্ছ কেন খাঁ সাহেব? ডান গালটা যে ফুলে ঢোল হয়েছে দেখছি। গালে চড় মেরেছে বুঝি?

বিসমিল্লা। চোপরাও শয়তান।

কুঞ্জ। আরে মিঞা, আমাকে খিঁচুলে কি হবে? সে তোমাকে মেরে পিলে ফাটিয়ে দিলে, আর তুমি তার পায়ের ধূলো গায়ে মেখে ফিরে এলে? তোমার সৈন্যসামন্তগুলোই বা কি রকম? হামির তাদের মনিবকে ধোলাই দিচ্ছে, আর তারা ইয়া আল্লা ইয়া আল্লা করতে করতে পালিয়ে গেল? তোমাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে আসতে পারলে না? জালিমেরই বা কি বুদ্ধি?

বিসমিল্লা। সব ব্যাটাকে দেখে নেব।

কুঞ্জ। কিন্তু এই ছেঁড়া পাজামা নিয়ে তুমি বাড়ী যাবে কি করে? লোকে যে কুকুর লেলিয়ে দেবে।

বিসমিল্লা। কাকেই বা ডাকি, পাজামাটা একটু সেলাই করে দিত। বাদশার নজরে পড়লে যে আবার ধোলাই দেবে। মালদেবেরই বা কি আক্কেল? নিজে এল না, ছেলেকে পাঠালে না, গোটাকতক কোমরভাঙ্গা সৈন্য আর জালিমকে সঙ্গে দিয়ে তোমাকে পাঠালে হামিরকে গ্রেপ্তার করতে? তুমি মরে গেলে তোমার জরুকে হয়ত সে রাণী করে নেবে।

বিসমিল্লা। শির উতার দেগা বেয়াদপ।

কুঞ্জ। আরে মিঞা, কি দিয়ে উতার দেবে? আছে ত একখানা ভাঙ্গা তলোয়ার। যাও মিঞা, ঘরে যাও। হেলে ধরতে পার না, কেউটে ধরতে এসেছ! হামিরকে বন্দী করা কি তোমার কাজ?

বিসমিল্লা। আমি ওকে খুন করব।

কুঞ্জ। কেন বেঘরে প্রাণটা দেবে মিঞা? লোকটা অত্যন্ত অভদ্র, মানী লোকের মান রাখে না, নইলে তোমার মত লোককে চড়িয়ে দেয়?

বিসমিল্লা। কসবীর বাচ্ছাকে আমি—

কুঞ্জ। আবার পাজামা ছিঁড়ছে।

মুঞ্জর প্রবেশ।

মুঞ্জ। এ কি খাঁ সাহেব? আমাদের সবাইকে এগিয়ে দিয়ে তুমি একা এসে এখানে আরাম কচ্ছ?

বিসমিল্লা। আরাম কচ্ছি কে বললে? আমার ঘোড়াটা বেইমানি করে—

কুঞ্জ। বিপক্ষে যোগ দিয়েছে,—

বিসমিল্লা। আমি আর একটা ঘোড়া নিয়ে যেতে এসেছি।

কুঞ্জ। কোন ঘোড়াই ওকে চাপাতে রাজী হচ্ছে না, বলে ও মালদেবের গাধা।

মুঞ্জ। থাম হতভাগা।

বিসমিল্লা। আমি এসব বেয়াদপি বরদাস্ত করব না বলে দিচ্ছি।

মুঞ্জ। যুদ্ধ যদি করবি না, কেন এসেছিলি তুই?

কুঞ্জ। তোমাদের বীরত্ব দেখতে এলুম। তোমরা যে এতবড়

বীরপুরুষ, তা জানতুম না। তুমি জান চুরি রাহাজানি করতে, আর তোমার পেয়ারের দোস্ত বিসমিল্লা খাঁ জানে লুটতরাজ করতে।

বিসমিল্লা। খবরদার বাঁদীর বাচ্ছা।

মুঞ্জ। আমরা বাঁদীর বাচ্ছা, আর তুমি বেগমের বাচ্ছা! পাঁঠী বেচার ব্যাটা ফৌজদার হয়েছে।

বিসমিল্লা। কি বললে কম্‌বক্ত্‌?

মুঞ্জ। কেন তুমি আমাদের এগিয়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছ, তার জবাব দাও।

বিসমিল্লা। কাকে জবাব দেব?

মুঞ্জ। আমাকে দেবে।

কুঞ্জ। জবাব দেবে কি করে? দেখছ না, খাঁ সাহেবের গাল ফুলে ঢোল হয়েছে? ভদ্রলোক কথা বলতে পারছে না, আর তুমি খালি খিঁচুচ্ছ। দেখ না পাজামার কি হাল হয়েছে।

বিসমিল্লা। তোমরা সব পাজি লোক, আমি বাদশাকে বলে তোমাদের সবাইকে শূলে দেব।

মুঞ্জ। তোমাকে আমি কেটে দশখানা করব মালদেবের গাধা।

বিসমিল্লা। হুঁসিয়ার শয়তান।

মুঞ্জ। শয়তান তুমি। তুমিই আমাকে ভরসা দিয়ে যুদ্ধে নামিয়েছ। আমার সাকরেদরা তোমার ফৌজের ভরসায় এগিয়ে গিয়ে যখন দলে দলে মরছে, তুমি তখন মুসলমান সৈন্যগুলোকে পালিয়ে যেতে হুকুম দিয়ে নিজে এসে গা ঢাকা দিয়েছ। তোমার কথায় গোটা সাঁওতালের দল মরে শেষ হয়ে গেল, আর তোমার ফৌজের গায়ে হাত পড়ল না, তোমার নিজের গায়ে একটা আঁচড়ও লাগল না? কেন?

বিসমিল্লা। কেন আবার কি? তোমরা কাপুরুষ, মরবেই ত।

মুঞ্জ। আর তুমি বড় বীরপুরুষ। কুঞ্জ, এই পাতি শেয়ালটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে আগুন ধরিয়ে দে। হতভাগা মরার আগে জেনে যাক যে সাঁওতালের সঙ্গে বেইমানি করলে তারা গুরুকেও রেহাই দেয় না।

বিসমিল্লা। কি, এতবড় হিম্মত তোমাদের? আমি গোটা রাজস্থান রক্তে ভাসিয়ে দেব।

কুঞ্জ। আরে চল না চাচা। [ধাক্কা দিল, বিসমিল্লা পড়িয়া গেল]

মুঞ্জ। আর শুনে যা। অজয় সিংহের ব্যাটা সুজনকে নিয়ে এসে ওই ছাতিমতলায় বেঁধে ফেলে রেখেছি, ব্যাটার জ্ঞান হলে এখানে নিয়ে আসবি, বলি দেব।

কুঞ্জ। এ তুমি করেছ কি দাদা? [বিসমিল্লার হামাগুড়ি দিয়া পলায়ন]

মুঞ্জ। কি করেছি?

কুঞ্জ। লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে, তাকে তুমি বেঁধে নিয়ে এলে?

মুঞ্জ। আলবৎ নিয়ে আসব। ও আমাদের শত্তুর।

কুঞ্জ। হামিরের মত শত্রু ত তোমার কেউ নেই। তার গায়ে ত একটা কাঁটা ফোটাতে পারলে না। যত বীরত্ব দেখাচ্ছ এই বেচারার উপর? এই তোমার ধর্ম্ম?

মুঞ্জ। ধর্ম্ম শিকেয় তুলে রাখ। না খেয়ে শুকিয়ে মরলে ধর্ম্ম এসে কোল পেতে দেয় না, ছোটলোক বলে পিঠের উপর ভদ্র-লোকেরা যখন লাথি মারে, তখন ধর্ম্ম গায়ে হাত বুলিয়ে দেয় না।

জানিস, আমাদের মা যখন ওদের ঘরে দাসীবিত্তি করত, তখন ওরা উঠতে বসতে ঝাঁটা লাথি মারত। দেখবি ওদের কীর্ত্তি? আমার পিঠে ওরা লোহা পুড়িয়ে দাগ কেটে দিয়েছে।

কুঞ্জ। সে কথাটা ত খুব মনে রেখেছ? আর মাথাটা যে তারা দয়া করে রেখে দিয়েছে, সে কথাটা মনে নেই? বেইমান কোথাকার?

মুঞ্জ। চোপরাও শূয়ার। নিয়ে আয় সুজন ব্যাটাকে।

কুঞ্জ। তাকে খুন করলেই মালদেব তোমায় রাণা করে দেবে, না? আজিমের কি করবে? হামিরকে কি দিয়ে ঘায়েল করবে? দল বল যা ছিল, তার অর্দ্ধেক হামিরের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বাকি যারা ছিল, মরে হেজে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে।

মুঞ্জ। হক; তবু রাণার গুষ্টী আমি শেষ করব। যে উঁচু আসনে বসে এরা আমার পিঠে দাগ কেটে দেয়, আমাদের মাকে করে অপমান, সেখানে বসে আমরা একবার দেখব কত বড় দেখায় এই ভদ্রলোকদের। কে আমায় রুখবে? মালদেব? টেনে ছুঁড়ে নর্দ্দামায় ফেলে দেব।

কুঞ্জ। না দাদা, চল আমরা ফিরে যাই। আমরা সাঁওতাল; মাটি কাটব, ফসল ফলাব, জন খাটব,—আর রাত্রিবেলা মাদল বাজিয়ে গান গাইব। কি হবে আমাদের রাজ্যি-পাটে? চোখে আসবে না ঘুম, পেটে থাকবে না ক্ষিধে, মনে থাকবে না শান্তি। রাণা আমাদের কতটুকু অপমান করেছে? অপমান করেছে বাদশা আলাউদ্দিন। আমাদের দেশের মেয়েদের সে বেইজ্জৎ করেছে। যুদ্ধ যদি করতে হয়, চল দু-ভাই রাণার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাদশার উপর প্রতিশোধ নিই, আর এই বেইমান মালদেবটাকে জ্যান্ত কবর দিই।

মুঞ্জ। বেরিয়ে যা তুই হতভাগা।

কুঞ্জ। যাচ্ছি দাদা, যাচ্ছি। কথা যখন শুনলে না, তখন কুঞ্জ তোমার কেউ নয়। দেশের দুশমন যারা, তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তুমি দেশের আরও সর্ব্বনাশ করবে, তা আমি হতে দেব না। সাঁওতালদের সবাইকে নিয়ে আমি রাণার কাছে গিয়ে মাপ চেয়ে নেব, তার সঙ্গে একজোট হয়ে দেশের দুশমনদের সঙ্গে তোমাকেও যমের বাড়ী চালান করব। [প্রস্থানোদ্যোগ]

মুঞ্জ। কুঞ্জ,—

কুঞ্জ। দাও, পায়ের ধূলো দাও। এর পর থেকে তুমি আর আমার ভাই নও, শত্রু।

[প্রস্থান।

মুঞ্জ। সত্যি সত্যি চলে গেল! যা যাঃ, বেইমান নেমকহারাম, ইতর। চাইনে আমি অমন ভাই। বাপের ব্যাটা হলে ফের আসবে, যাবে কোথায়? কিচ্ছু রেখে যাব না; কার জন্যে রাখব? সব উড়িয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে যাব। এই গদা, এই বাঘা, আগুন ধরিয়ে দে, আগুন ধরিয়ে দে। এ ব্যাটা ফৌজদার কোথায় পালাল, দেখ।

শৃঙ্খলিত সুজনের প্রবেশ।

সুজন। তাইত, এ আমি কোথায়?

মুঞ্জ। যমের বাড়ী। বুঝতে পাচ্ছ না? একটা একটা করে তোমাদের আমি সবাইকে বলি দেব।

সুজন। দস্যু হলেও তুমি মানুষ। নিরস্ত্র বন্দীকে হত্যা করা মানুষের ধর্ম্ম নয়।

মুঞ্জ। ধম্ম! ধম্মের নিকুচি করেছে। অনেক ধম্ম দেখেছি তোমাদের রাজবাড়ীতে। এবার আমি ধম্ম দেখাব। তৈরী হও।

সুজন। আমি ক্ষত্রিয়, মরতে আমার ভয় নেই মুঞ্জ। একখানা অস্ত্র আমাকে দাও, তারপর দেখব তুমি কত বড় বীর।

মুঞ্জ। সে তোমার বাবা দেখেছে। তুমি আবার কি দেখবে ছোকরা? আমি তোমাকে—

সুজন। মুঞ্জ,—

মুঞ্জ। সারা জীবনের জন্যে তোমরা আমার পিঠে কলঙ্কের দাগ কেটে দিয়েছ। এ ধুলে যায় না, ঘসলে ওঠে না, চামড়া কেটে ফেললেও মিলিয়ে যায় না। তার উপর তোমাদের জন্যে আমার ভাই আমার পর হয়ে গেছে। কে আমায় রুখবে? একটা একটা করে তোমাদের সবাইকে আমি নিকেশ করব। এই রাম—

তরবারি উত্তোলন, সহসা হামির আসিয়া মাঝখানে দাঁড়াইল।

মুঞ্জ। কে?

হামির। হামির।

মুঞ্জ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। মেঘ না চাইতে জল! ওরে, আসন নিয়ে আয়; যুবরাজের পো এসেছে। ও গণপতি, ও বাঘা, ওরে ব্যাটা পদা,—

হামির। কেউ নেই সর্দ্দার। সবাই আমার হাতে প্রাণ দিয়েছে।

মুঞ্জ। কি, এতবড় তোর বুকের পাটা? তাহলে ঠাকুর-দেবতাকে ডেকে নে।

হামির। ঠাকুর দেবতা আমার জন্মভূমি, তাঁর মন্দিরেই আমি দাঁড়িয়ে আছি, আর তার বাতাসের গানে, পত্রের মর্ম্মরে, বিহঙ্গের কূজনে প্রতিনিয়ত শুনতে পাচ্ছি,—"ম্যায় ভুখা হুঁ।" আমার লাঞ্ছিতা নিপীড়িতা পরপদদলিতা জননী আজ নিদারুণ ক্ষুধায় তাদেরই রক্ত চায়, যারা মায়ের কোলে বসে মাকে চেনে না, যারা দেশের ঠাকুরকে ফেলে বিদেশী কুকুরের পদলেহন করে। তুমি তাদেরই একজন। যম তোমায় স্মরণ করেছে দস্যু।

মুঞ্জ। আমাকে নয়, তোদের সব কটাকে।

[উভয়ের যুদ্ধ; মুঞ্জ বন্দী হইল।]

হামির। [সুজনের বন্ধন মোচন] বন্দীকে মহারাণার কাছে নিয়ে যাও সুজন সিং।

সুজন। কোন প্রয়োজন নেই। আমি ওকে হত্যা করব।

হামির। না। এত বড় একটা শক্তিমান পুরুষকে বিনা বিচারে আমি মরতে দেব না।

সুজন। এ দস্যু যে আমাকে হত্যা করতে হাত বাড়িয়েছিল?

হামির। দস্যু যা করতে পারে, আমরা তা পারি না। যারা বীর, তারা নির্বিচারে বীরের মাথায় অস্ত্রাঘাত করতে পারে না।

সুজন। তোমার কথা কেন আমি শুনব?

হামির। কারণ আমি সেনানী, আর তুমি আমার সৈনিক।

সুজন। মানি না আমি তোমার সৈনাপত্য।

হামির। বড় ভাই বলেও ত মানবে?

সুজন। না-না, কিসের ভাই তুমি? অরি সিংহের পুত্র তুমি নও; তুমি প্রবঞ্চক। তোমার কথায় আমি এই দস্যুটাকে—
[মুঞ্জকে হত্যার উদ্যোগ]

হামির। [ক্ষিপ্র হস্তে সুজনের তরবারি কাড়িয়া নিয়া তাহাকে পুনরায় শৃঙ্খলিত করিল]

সুজন। হামির!

হামির। অভিবাদন কর সৈনিক।

সুজন। অভিবাদন! চল পিতার কাছে। তোমার মুখে আমি পদাঘাত করব।

[প্রস্থান।

মুঞ্জ। বাঁধন খুলে দাও বলছি।

হামির। যা বলতে হয়, মহারাণাকে বলো, আমাকে নয়।

মুঞ্জ। বেইমান, নেমকহারাম।

হামির। এ বিদ্যে তোমার কাছেই শিখেছি মুঞ্জ। তুমি তোমার অন্নদাতা প্রভুকে পদাঘাত করবে, দেশের সঙ্গে নেমকহারামি করবে, আর আমি দেব তোমায় বিল্বপত্র পুষ্পাঞ্জলি, এত ভদ্র আমি নই। চল, মহারাণা যদি তোমায় ক্ষমা করেন, বাঁচবে, নইলে মরবে।

[মুঞ্জ সহ প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চিতোর রাজপ্রাসাদ।

তপন গাহিতেছিল।

গীত।

তিমির বিদারি ওঠ রে সূর্য্য আবার মেবার গগনে,
বিদলিত হিয়া মরিছে ডাকিয়া জাগ্রতে নিশা স্বপনে।

[কমলমণি আসিয়া অলক্ষ্যে দাঁড়াইল]

কত রক্তের বহিল বন্যা, মেবার শোণিতে রাঙা,
কত মা হারাল নয়নের মণি, কত শাঁখা গেল ভাঙা ;
আশা পথ চাহি লক্ষ নয়ন,
কবে আসিবে গো জাগার লগন ;
আলোর প্লাবন নিয়ে এস রবি, শঙ্কা-মুদিত নয়নে।

কমলমণি। তপন,—

তপন। কি রে পিসি ?

কমলমণি। এ গান কার কাছে শিখেছিস্ ?

তপন। শুনিস নি তুই ? চারণ কবি আরাবল্লীর পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে এই গান গাইছে, আর চেঁচিয়ে বলছে,—"ওঠ মেবার-বাসি রাত ভোর হয়েছে, মেবারের আকাশে নবীন সূর্য্যের সপ্তাশ্ব রথ দেখা দিয়েছে। তাকে বরণ করে নাও।"

কমলমণি। বলিস কি রে ? তারপর ?

তপন। সান্ত্রীরা তাকে ধরবার জন্যে ছুটোছুটি কচ্ছে, গুলি

ছুঁড়ছে, কিন্তু কেউ তার নাগাল পাচ্ছে না। গুলির শব্দ ছাপিয়ে চারণের ডাক পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, "ওঠ জাগো, রাত ভোর হয়েছে।"

কমলমণি। আশ্চর্য্য!

তপন। সে কি এসেছে পিসি?

কমলমণি। কে?

তপন। কারাগারের অন্ধকারে বসে দেশপ্রেমিক রাজপুতেরা যাকে দিবানিশি ডাকছে, বীরাঙ্গনা পদ্মিনীর নিঃশ্বাস থেকে যে বেরিয়ে এসেছে, এগারোটা রাজকুমার মরার সময় যাকে ডাক দিয়ে গেছে।

কমলমণি। চুপ চুপ, বাবা শুনতে পেলে অনর্থ হবে।

তপন। বয়ে গেল। হ্যাঁরে পিসি,—

কমলমণি। কি তপন?

তপন। তুই তাকে দেখেছিস্?

কমলমণি। কাকে?

তপন। যে লোকটা বাদশাহী পতাকা রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেছে, দেখেছিস তাকে?

কমলমণি। তা—দেখেছি বললেও হয়।

তপন। কেমন দেখতে পিসি?

কমলমণি। অত শত আমি লক্ষ্য করি নি।

তপন। তুই কি রে? অমন একটা লোককে ভাল করে দেখলি না?

কমলমণি। ময়ূর-ছাড়া কার্ত্তিক বুঝি?

তপন। আরে না না, তা নয়। কিন্তু গায়ে কি জোর পিসি!

হরবখৎ খাঁ তার একটা হাত ধরেছিল,—বাঁ হাত দিয়ে এমন এক চড় মারলে যে খাঁ সাহেব গালে হাত দিয়ে "তোবা তোবা" করতে লাগল। তোর যদি বিয়ে না হত, তাহলে এই লোকটির সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দিতুম।

কমলমণি। বেরিয়ে যা হতভাগা ছেলে।

তপন। তুই চটছিস্ কেন? কথার কথা বলছি।

কমলমণি। কেন বলবি? জানিস না আমি বিধবা?

তপন। ওঃ,—ভারী ত বিধবা। তুই ত বলছিস, তাকে তোর মনেও নেই। ও আবার বিয়ে নাকি? তুই বল না একবার, আমি ঠিক তাকে খুঁজে নিয়ে আসব।

কমলমণি। ও কথা বলতে নেই তপন।

তপন। কেন বলতে নেই? তুই চিরকাল এমনি করে একাদশী করবি, আর এখানে পড়ে থেকে এই ছোটলোকগুলোর ঝাঁটা লাথি খাবি?

কমলমণি। কে ছোটলোক হতভাগা ছেলে?

তপন। ছোটলোক তোর বাবা, তোর মা, তোর বড় ভাই।

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। কি বললি? আমরা সবাই ছোটলোক, আর তুই একা ভদ্রলোক?

তপন। একা নই, আমি আর পিসী।

বনবীর। বেরিয়ে যা তুই রাজবাড়ী থেকে।

তপন। তুমি তোমার বাবাকে নিয়ে বেরিয়ে যাও। বাদশার গোলাম তোমরা। রাজস্থানের মাটিতে তোমাদের ঠাঁই হবে

না। হয় বাদশার কাছে চলে যাও, না হয় যমের বাড়ী যেতে হবে।

বনবীর। তার আগে তুই-ই যমের বাড়ী যা। [অসি নিষ্কাসন ; কমলের বাধা দান।]

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ। গীত।

হিসাব দেবার দিন এসেছে, দেশদ্রোহীর দল,
অরির মাথা নিলি কত, বুক ঠুকে তাই বল।
পাপের অঙ্কে ভরল খাতা,
মরে নি রে বিশ্বপিতা,
মাথা নুয়ে চেয়ে দেখ, পায়ের তলায় রসাতল !
চার ভুজে চার অস্ত্র ধরি, এল নেমে চক্রধারী,
উঠল বেজে দুন্দুভিনাদ যমালয়ে যাবি চল।

[প্রস্থান।

বনবীর। কে এ রাজদ্রোহী ?

তপন। রাজদ্রোহী নয় বাবা,—খাস যমদূত। তৈরী হও বাবা, তৈরী হও। রাজপুতের রক্তে তুমিই বেশী হাত রাঙিয়েছ। এবার তোমার রক্তে রাজপুত জাতি হোরি খেলবে।

[প্রস্থান।

বনবীর। এই বালকের মাথা এমনি করে বিগড়ে দিয়েছে কে ?

কমলমণি। আমি তা কি করে জানব ?

বনবীর। সবই জান তুমি, জান না শুধু সত্য কথা বলতে।

কমলমণি। কোথা থেকে শিখব দাদা ? চারদিকেই দেখতে পাচ্ছি

মিথ্যার ব্যাসাতি, গুপ্তঘাতকের ধারালো ছুরি, আর সত্যের কণ্ঠরোধ। দেশপ্রেমের পূতবহ্নি বুকের মধ্যে চেপে রাজভক্তির অভিনয় করতে যারা জানে না, তাদের রক্তে তোমাদের রাজপ্রাসাদ লাল হয়ে যায়; যারা দেশের কেউ নয়, এ দেশের ঘি দুধ কণ্ঠায় কণ্ঠায় উদরসাৎ করে চেয়ে থাকে দিল্লীর দরবারের দিকে, তারাই পায় তোমাদের কাছে উচ্চাসন। এই ভণ্ডামির লীলাভূমিতে সত্য ধর্ম্ম ন্যায় কার কাছে আশা কর দাদা?

বনবীর। আমি তোর জিভটা উপড়ে ফেলব।

কমলমণি। সাধ্য থাকলে অনেক আগেই উপড়ে ফেলতে।

বনবীর। কবে তুই রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবি অলক্ষ্মি?

কমলমণি। তুমি যেদিন রাণা হবে। তবে এ কথাও মনে রেখো দাদা। আমি যদি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাই, রাজলক্ষ্মীকেও নিয়ে যাব।

[প্রস্থান।

বনবীর। পিতা যে অন্ধ, নইলে—

মালদেবের প্রবেশ।

মালদেব। এই যে বনবীর। কখন এসেছ?

বনবীর। এইমাত্র এসেছি পিতা।

মালদেব। রাজদ্রোহীর সন্ধান পেয়েছ?

বনবীর। কেন পাব না? আমি নিজে যখন—

মালদেব। আত্ম প্রশংসা থাক। সে অজয় সিংহের আশ্রিত?

বনবীর। শুধু আশ্রিত নয়, ভ্রাতুষ্পুত্র।

মালদেব। ভ্রাতুষ্পুত্র! বুঝেছি, এ সেই অরি সিংহের পুত্র। সেই

শিশু এখনও বেঁচে আছে? গুপ্তঘাতক যে আমাকে তার ছিন্নশির এনে দেখিয়েছিল, সে তবে ছলনা! নিজের দক্ষিণ হস্তকেও কি বিশ্বাস করা চলবে না? তুমি তাকে বন্দী করে এনেছ?

বনবীর। না পিতা।

মালদেব। না? দুশো সৈন্য সঙ্গে নিয়ে তুমি কি তবে অজয় সিংহকে অভিবাদন করে ফিরে এসেছ?

বনবীর। ফিরে আমিই এসেছি পিতা। সৈন্যরা কেউ ফেরেনি। হামিরকে বন্দী করতে গিয়ে তারা তারই জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

মালদেব। আর তুমি প্রাণের ভয়ে মাথা নীচু করে ঘরে ফিরে এলে। অপদার্থ, অকর্মণ্য, কাপুরুষ।

বনবীর। আমাকে ত আপনি চিরদিনই কাপুরুষ বলে জানেন। পাঁচশো সৈন্য নিয়ে ফৌজদার আর জালিম খাঁ কৈলোয়ারার দুর্গ আক্রমণ করতে গেছে। তার সঙ্গে আছে আপনার পরম সুহৃদ মুঞ্জর সাঁওতালের দল। দেখি তারা কত বীরপুরুষ।

মালদেব। বক্তৃতা রাখ। কি বললে অজয় সিংহ?

বনবীর। বললে, আলাউদ্দিনের গোলাম মালদেবকে গিয়ে বলো, রাজদণ্ড তাকে দেব না, দেব আমার ছিন্ন পাদুকা। কাল পূর্ণ হয়েছে। আমি সেই নকল মহারাণাকে চিতোরের সিংহাসন থেকে টেনে ছুঁড়ে পথের ধুলোয় ফেলে দেব।

মালদেব। নকল মহারাণা আমি! উত্তম, আসল মহারাণাকে আমি কৈলোয়ারার দুর্গেই পাথর চাপা দেব। সৈন্যদের তলব দাও। আজই আমি কৈলোয়ারায় যাত্রা করব। একদিকে মুঞ্জ আর ফৌজদার, আর একদিকে আমি, এই তিনজনের আক্রমণে কৈলোয়ারার দুর্গ কি ধূলিসাৎ হবে না?

জালিমের প্রবেশ।

জালিম। না মহারাণা।

মালদেব। কি বলছ তুমি জালিম?

জালিম। বিসমিল্লা খাঁ ফিরে এসেছে মহারাণা। তার সৈন্যরা অর্দ্ধেক মরেছে, আর অর্দ্ধেক ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেছে।

মালদেব। মুঞ্জ? মুঞ্জ কোথায়?

জালিম। মুঞ্জ বন্দী।

বনবীর। বন্দী!

মালদেব। কে বন্দী করলে মুঞ্জ সর্দ্দারকে?

জালিম। অজয় সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র হামির।

মালদেব। এখানেও হামির? এ যুবক কি লৌহ দিয়ে গড়া? কোন অস্ত্র তার দেহ ভেদ করতে পারলে না? এতগুলো সৈন্য একটা সামান্য দুর্গ অধিকার করতে গিয়ে অর্দ্ধেক প্রাণ দিলে, আর অর্দ্ধেক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে? বিশ বছর ধরে অজয় সিংহকে আমি দেখে আসছি। এত শক্তি তার যে ফৌজদার আর মুঞ্জ সর্দ্দারের মিলিত শক্তি এমনি করে চূর্ণ করে দিলে?

জালিম। শক্তি অজয় সিংহের নয় মহারাণা, শক্তি তার ভ্রাতুষ্পুত্র হামিরের।

মালদেব। তাহলে সত্যই সে অরি সিংহের পুত্র?

বনবীর। কত সৈন্য আছে তার?

জালিম। একজনও ছিল না মহারাণা। তার সমস্ত সৈন্য মুঞ্জ সর্দ্দারের দস্যুদলের মধ্যে, আরাবল্লীর গুহায় গুহায়, রাজস্থানের পথে-প্রান্তরে। যাদের আত্মীয় স্বজন আপনার কারাগারে আবদ্ধ, যাদের

সম্পদ, রাজশক্তি জোর করে কেড়ে নিয়েছে, বিশ বছর ধরে যাদের পেছনে আপনার গুপ্তচর চক্র শিকারী কুকুরের মত পথ শুঁকে শুঁকে ফিরছে, তাদেরই মধ্যে মিশে আছে হাজার হাজার হামিরের সৈনিক।

বনবীর। তোমরা সব ভীরু, কাপুরুষ।

জালিম। আপনি ত কাপুরুষ নন রাজকুমার। হামিরের সঙ্গে আপনারও ত মুখোমুখি দেখা হয়েছিল। আপনি তাকে করায়ত্ত করতে পারেন নি। আপনি অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে হেঁট মুখে ফিরে এসেছেন, আর আপনার অনুচরেরা সেই দুশমনেরই দাসত্ব কচ্ছে। অথচ তারা বেতন পায় না, বোধ হয় পেট ভরে খেতেও পায় না।

মালদেব। এর অর্থ কি? বলতে পার?

জালিম। পারি মহারাণা। যদি অভয় দেন তাহলে বলব, রাজ্যলোভে রাজপুত জাতির যে গরিমা আপনি হারিয়েছেন, এ সেই রাজপুত গরিমা বিশ বছর অবিশ্রাম চেষ্টা করেও আপনি এ আগুন একটুও নেভাতে পারেন নি। বরং আপনার আর ওই রাজকুমারের অমানুষিক অত্যাচার তাদের বাহুতে আরও শক্তি সঞ্চার করেছে।

বনবীর। তুমিও বুঝি সেই শক্তির পায়ে মাথা নত করে বিনা যুদ্ধে ফিরে এসেছ?

জালিম। মাথা নত করেছি বটে, তবে বিনাযুদ্ধে ফিরে আসি নি। দিল্লীর দরবারে বসে রাজপুতের অসংখ্য বীরত্ব কাহিনী শুনেছি। এই দুর্দ্ধর্ষ জাতটাকে ভাল করে দেখবার বড় সাধ ছিল। সম্রাট আলাউদ্দিনের সঙ্গে রণক্ষেত্রে যাদের যুদ্ধ করতে দেখেছি, তারা মরতেই শুধু জানত, বাঁচতে জানত না। তারপর বিশ বছর যে রাজপুত পরিবারের দাসত্ব করেছি, তারা রাজপুত জাতির প্রেতমূর্ত্তি।

বনবীর। জালিম খাঁ!

জালিম। রাজপুত প্রথম দেখলাম কৈলোয়ারার কেল্লার ধারে। প্রাণপণে যুদ্ধ করেছি মহারাণা। ফৌজদার যখন পলায়িত, মুঞ্জ যখন বন্দী, তখনও আমি স্থান ত্যাগ করি নি। কখন আমার হাত থেকে তরবারি খসে পড়েছে, বুঝতে পারি নি। ইচ্ছা করলে সে আমায় বধ করতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি। বললে, নিরস্ত্র শত্রুকে বধ করতে পারত আলাউদ্দিন, আর তার ক্রীতদাস মালদেব, রাজপুতের রক্ত যার ধমনীতে আছে, সে তা পারে না।

মালদেব। এত দর্প এ যুবকের? আমি দেখব কেমন সে শক্তিমান।

জালিম। দেখে কোন লাভ হবে না মহারাণা। মেবার জেগে উঠেছে। আরাবল্লী পাহাড় ভূমিকম্পে নড়ে উঠেছে। আর এদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারবেন না। যদি সুখে রাজত্ব করতে চান, সন্ধি করুন।

মালদেব। সন্ধি!

বনবীর। শত্রুর সঙ্গে সন্ধি।

জালিম। সন্ধি ত শত্রুর সঙ্গেই করতে হয় যুবরাজ। মিত্রের সঙ্গে সন্ধির প্রশ্নই ওঠে না। অকারণ সমগ্র জাতিটাকে পর করে রাখবেন না মহারাণা। এই হামিরকে যদি আপনি আপন করে নিতে না পারেন, তাহলে সমগ্র রাজস্থান একদিন এরই পদানত হবে। আর সেদিনের বেশী বিলম্ব নেই।

মালদেব। সুতরাং রাজস্থানের শাসনদণ্ড আগে থেকেই তার হাতে তুলে দিতে হবে।

বনবীর। যার জন্য সন্ধি, তাই যদি তাকে আমরা উপঢৌকন দিই, তাহলে সন্ধির কি প্রয়োজন মূর্খ?

জালিম। প্রয়োজন আছে বুদ্ধিমান। তোমাদের শাস্ত্রেই বলেছে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হলে পণ্ডিতেরা অর্দ্ধেক ত্যাগ করেন।

মালদেব। তাহলে বাকি অর্দ্ধেকটার সঙ্গে প্রাণটাও তুলে দিতে হবে বাদশার হাতে।

জালিম। কে বাদশা মহারাণা? কি সম্পর্ক তার আপনার সঙ্গে? কিসের চক্ষুলজ্জা, কিসের কৃতজ্ঞতা আপনার? আপনারই মাটি তিনি আপনাকে দান করে গেছেন। দিল্লী থেকে ত কিছু এনে দেন নি। বিশ বছর বাদশাকে আপনি কর দিয়েছেন। এবার বন্ধ করুন রাজকর, দূর করে দিন ওই অকর্মণ্য বেইমান বাদশাহী ফৌজকে। গোটা রাজপুতজাতি একজোট হয়ে দাঁড়ালে কি করবে আপনার বাদশা? আলাউদ্দিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহী হিম্মৎ কবরে ঢুকেছে মহারাণা। আপনি একবার ফণা তুলে দেখুন, মাথায় লাঠি মারতে হয়ত কেউ এগিয়ে আসবে না।

মালদেব। এ কি জালিম? তুমি বাদশার বিরুদ্ধে আমাকে উত্তেজিত কচ্ছ?

জালিম। আমি ত বলেছি রাণা, আমি যখন যার দাসত্ব করি, তখন তার ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম, তার স্বার্থরক্ষাই আমার একমাত্র ব্রত। মহারাণা, বিশ বছর রাজস্থানের ফল জল খেয়ে রাজস্থানকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। রাজপুত জাতিকে আমি আপন বলে গ্রহণ করেছি। ভারতের বিস্ময় এই দুর্দ্ধর্ষ জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেবেন না। সবাই একজোট হয়ে হাতিয়ার নিয়ে রুখে দাঁড়ান, দিল্লীর বাদশা তার সিংহাসনের উপর ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বেন।

মালদেব। তাই বলে রাজদ্রোহীকে ডেকে এনে অর্দ্ধরাজ্য দান করব?

বনবীর। তুমি উন্মাদ হয়েছ।

জালিম। সত্য যুবরাজ, আমি উন্মাদ হয়েছি। ঘুমন্ত জাতির এই নবজাগরণের মহোৎসবে তোমরা যে সাড়া দিলে না, এ চিন্তা আমায় পাগল করে তুলেছে। আরও পাগল করেছে একখানা অশ্রুভারাক্রান্ত করুন মুখ। বিশ বছর ধরে সে আমার চোখের উপর বেড়ে উঠেছে। কখনও তার জন্যে মনটা এমন কাঁদে নি। আজ অকস্মাৎ তাকে দেখে মনে হল, আপনার এ রাজত্ব অভিশাপ, এ ঐশ্বর্য্য নিষ্ফল যদি ওই অভাগা মেয়েটা ভোগৈশ্বর্য্যের মাঝখানে এমনি উপবাসী রয়ে যায়।

মালদেব। তোমার কথা অপ্রিয় হলেও সত্য জালিম। কিন্তু—

জালিম। কিন্তু নয় মহারাণা। গোলামের অনধিকার চর্চ্চা মাফ করবেন। এক ঢিলে দুই পাখী মরবে। হামিরের হাতে আপনার কন্যাকে তুলে দিয়ে অর্দ্ধরাজ্য যৌতুক দিন। দেশের মঙ্গল হবে, মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

[প্রস্থান।

মালদেব। বনবীর, মায়েরও আদেশ আবার আমি কমলের বিবাহ দিই।

বনবীর। তাই দিন পিতা। কিন্তু হামিরকে আমরা অর্দ্ধরাজ্য যৌতুক দেব না, দেব মৃত্যু।

মালদেব। মৃত্যু!

বনবীর। হ্যাঁ—বাসর শয্যায় মৃত্যু।

মালদেব। তার অর্থ? আমার আহ্বানে সে এসে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করবে, আর আমি তাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেব? এত বড় অধর্ম্ম তুমি আমায় করতে বল?

বনবীর। এর চেয়ে বড় অধর্ম্ম ত আপনি করেছেন পিতা। ভেবে দেখুন, এ ছাড়া অন্য উপায় নেই। রাজ্য ত থাকবেই না, তার উপর বাদশার হাতে আমাদের সবাইকে প্রাণ দিতে হবে।

মালদেব। তা বটে। আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। তুমি যা ভাল বোঝ কর।

বনবীর। আমি তাহলে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আজই যাত্রা কচ্ছি।

মালদেব। তুমি নও, তুমি নও,—ভট্টঠাকুরকে সঙ্গে দিয়ে জালিমকে পাঠাও।

বনবীর। তাই পাঠাচ্ছি পিতা। আপনি মনে দুঃখ করবেন না। সে রাজদ্রোহী, মৃত্যুই তার একমাত্র পথ।

[প্রস্থান।

মালদেব। না-না-না, বনবীর—যাক যাক, রাজপুতের কিছুই ত আর আমার অবশিষ্ট নেই, এইটুকু আর থাকে কেন? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। কৌশলে যে রাজ্য অধিকার করেছি, কৌশলেই তা রক্ষা করব।

জহর বাঈয়ের প্রবেশ।

জহরবাঈ। হ্যাঁ বাবা মালদেব, এ কি সত্যি বাবা?

মালদেব। কিসের কথা মা?

জহরবাঈ। কমলকে তুই আবার বিয়ে দিচ্ছিস বাবা?

মালদেব। হ্যাঁ মা। ভেবে দেখলাম, তোমার কথাই সত্য। স্বামীর ঘর যে করেনি, শৈশবে যার স্বামী মরেছে, পৃথিবীর ভোগ সুখে তাকে চিরবঞ্চিত করে রাখার কোন অধিকার আমার নেই।

জহরবাঈ। ওরে, কি বলে তোকে আশীর্ব্বাদ করব? আমার মাথায় যত চুল, তত বছর তোর পরমায়ু হোক।

মালদেব। কিন্তু কমল যে সম্মতি দিলে না।

জহরবাঈ। সে জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। আমি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাব। তুই বিয়ের আয়োজন কর, দেরী করিস নি। বিলম্বে অনেক বাধা আসতে পারে। হ্যাঁ বাবা, পাত্র ঠিক হয়েছে?

মালদেব। তা হয়েছে।

জহরবাঈ। কে বাবা পাত্র?

মালদেব। যুবরাজ অরি সিংহকে তোমার মনে আছে?

জহরবাঈ। আছে বই কি? অমন একটা মানুষকে তুই গুপ্ত-হত্যা করে মহাপাপ করেছিস?

মালদেব। আজ আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করব মা। যুবরাজ অরি সিংহের পুত্রের সঙ্গে আমি কন্যার বিবাহ দিয়ে অর্দ্ধরাজ্য যৌতুক দেব। বিবাহের প্রস্তাব করে আমি লোক পাঠাচ্ছি। জানি না, অজয় সিংহ সম্মতি দেবে কি না।

জহরবাঈ। দেবে—দেবে, আমি বলছি দেবে। তাদের তুই চিনিস না। যত শত্রুতাই থাক, রাণার বংশধর কখনও বিয়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে পারে না। অর্দ্ধরাজ্য কেন বাবা? সবটাই তাকে দিয়ে দে। তারপর আমার হাত ধরে চলে আয় আমার পাতার ঘরে, যেখানে তোর সাত পুরুষের পায়ের ধূলো মাটিতে মিশে আছে। বিশ বছর ধরে রাজত্ব করেছিস,—কিন্তু একটা রাতও নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারিস নি। আমি তোকে আবার কোলে শুইয়ে ঘুম পাড়াব, আবার তোর বিষণ্ণ মুখে হাসি ফোটাব।

ভয় কি? ভুট্টার খেত ত জলে পুড়ে যায় নি। দিয়ে দে, সব দিয়ে দে। [প্রস্থান।

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। পিতা,—

মালদেব। কি বনবীর?

বনবীর। এক নারী চিতোরের ঘরে ঘরে গিয়ে প্রজাদের ডেকে ডেকে বলছে—ওঠ জাগো, সময় হয়েছে, রাণা অজয় সিংহের পতাকা তলে মিলিত হও, বিদেশী বাদশার শাসনদণ্ড ভেঙ্গে চূরে পথের ধূলোয় ছড়িয়ে দাও।

মালদেব। কে সে নারী?

বনবীর। পরিচয় দিলে না, শুধু বললে,—আমি রাজপুতের মেয়ে, আমি পদ্মিনীর সগোত্র। তার ডাকে হাজার হাজার রাজপুত ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

মালদেব। মানুষের ডাকে মানুষ বেরিয়ে আসবেই ত। তুমি তাদের মাথাগুলো কেটে আন নি ত?

বনবীর। আপনি যদি অনুমতি দেন—

মালদেব। তাহলে এখনি মাথা নিতে ছুটবে। অনেক মাথা ত নিয়েছ, এবার একটু বিশ্রাম কর। সবাই যদি মরেই যায়, শাসন করবে কাকে? শ্মশানের উপর রাজত্ব করা চলে না।

বনবীর। কিন্তু এই নারী—

মালদেব। যেতে দাও। নারীর কণ্ঠ কতটুকু উঠতে পারে? সে যদি পঞ্চমে ওঠে, তুমি সপ্তমে গলা চড়িয়ে বল,—আমরা আরাম চাই, স্বাধীনতা চাই না।

বনবীর। আপনি যে কি বলছেন, আমি বুঝতে পাচ্ছি না পিতা।

মালদেব। মেয়েটা সব গোলমাল করে দিয়েছে বাবা। তার উপবাসক্লিষ্ট মুখ দেখে সময় সময় মনে হয়,—এ সবই মিথ্যা, এ রাজত্বের কোন মূল্য নেই। কে?

লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। আমি রাজপুতের মেয়ে, আমি পদ্মিনীর সগোত্র।

বনবীর। প্রজাদের তুমি ক্ষেপিয়ে তুলছিলে কোন্ সাহসে?

লক্ষ্মীবাঈ। যে সাহসে রাখাল বালক বাপ্পারাও একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হাত বাড়িয়েছিল, সেই সাহসে। রাজপুত দেখনি রাজকুমার? দেখবে কোথা থেকে? চারিদিকে দেখছ রাজপুত নামধারী ঘৃণ্য কুকুরের দল; আর দেখছ তোমার পিতাকে। যে তার মনিবের অশেষ অনুগ্রহে অবগাহন করেও প্রতিদানে তার বংশনাশ করেছে।

বনবীর। এ কি পিতা, আপনি নিশ্চল হয়ে কি শুনছেন?

মালদেব। যা সত্য তাই শুনছি।

বনবীর। আমি এ নারীর জিহ্বা উৎপাটন করব।

মালদেব। থাক থাক, পুরুষের কাছে হেরে গিয়ে নারীর জিহ্বা উৎপাটন করতে সব বীরপুরুষেই পারে।

কমলমণির প্রবেশ।

কমলমণি। কোথায় ছিলে তুমি সেদিন, যেদিন তোমাদের মত শত শত বীরপুরুষের চোখের উপর দিয়ে এক যুবক বাদশাহী পতাকা নামিয়ে দিয়ে চলে গেল?

বনবীর। তুমি আবার এখানে কেন?

কমলমণি। দেখতে এলাম, যে অস্ত্র পুরুষের বক্ষ ভেদ করতে পারে না, নারীর কাঁধ থেকে মাথাটা নামিয়ে দিতে তার কতখানি উৎসাহ।

বনবীর। তুমি জান না, এ নারী রাজদ্রোহিনী।

লক্ষ্মীবাঈ। কে রাজা? রাজা কে? বিশ্বাসঘাতক বাদশার পাদুকাবাহী রাজপুত-কুলকলঙ্ক মালদেব, না রাণা লক্ষ্মণ সিংহের পুত্র অজয় সিংহ? আমি তারই নামে চিতোরের ঘরে ঘরে গিয়ে প্রজাদের ডাক দিয়ে এসেছি। তোমাদের নগররক্ষীরা আমাকে অপমানিত লাঞ্ছিত করে প্রাসাদে ধরে নিয়ে এসেছে। অন্যায় যদি করে থাক, তোমরা করেছ, আমি করি নি। আমার বিচার করবে তোমরা? বিশ বছর চুরি করে রাজ্য ভোগ করেছ, আরও ভোগ করতে চাও? তা হবে না দেশদ্রোহীর দল।

বনবীর। আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব।

কমলমণি। [মাঝখানে দাঁড়াইয়া] আগে আমার শিরশ্ছেদ কর, তারপর ওঁর মাথা নিও।

বনবীর। কমলমণি!

কমলমণি। অনেক পাপ করেছ দাদা; নারীহত্যার পাপ আর করো না। এস মা, আমার সঙ্গে এস। আমি তোমায় প্রাসাদের বাইরে রেখে আসব। দেখি কার সাধ্য তোমার কেশ স্পর্শ করে।

লক্ষ্মীবাঈ। তোমার নাম কমলমণি নয়? রাজকন্যা তুমি? সুখে থাক মা, সুখে থাক, পতি সোহাগিনী হও।

কমলমণি। এ তুমি কি বলছ? আমি—

লক্ষ্মীবাঈ। তুমি যার ঘরে যাবে, তার কুল পবিত্র হবে, কৃতার্থ হবে।

[প্রস্থান।

বনবীর। আমি এই নারীকে—

কমলমণি। ওদিকে হাত বাড়িও না দাদা, মরবে।

[প্রস্থান।

বনবীর। এ কি পিতা? এক নারী আপনাকে চোখ রাঙিয়ে সদম্ভে চলে গেল, আর আপনি একটা অঙ্গুলি হেলনও করলেন না? কারণ কি?

মালদেব। কারণ যাকে কন্যাদান করতে চাই, তার জননীকে আমি অসন্তুষ্ট করতে পারি না।

[প্রস্থান।

বনবীর। জননী! এ তাহলে হামিরের মা? ও, আচ্ছা দেখা যাক, কেমন হামির, আর কেমন তার মা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কৈলোয়ারার দুর্গ।

অজয়সিংহ ও দুর্গাসিংহের প্রবেশ।

অজয়। মুঞ্জ বন্দী!

দুর্গাসিং। হ্যাঁ মহারাণা। মুঞ্জর হতাবশিষ্ট অনুচরগণও প্রায় সবাই হামিরের বশ্যতা স্বীকার করেছে। কৈলোয়ারায় আর আপনার কেউ শত্রু নেই মহারাণা।

অজয়। মুঞ্জর একটা ভাই ছিল না? সেও কি বন্দী?

দুর্গাসিং। তাকে বন্দী করার প্রয়োজন নেই মহারাণা। সে কোনদিন আমাদের শত্রু ছিল না।

অজয়। কৈলোয়ারায় এত লোক কোথা থেকে এল দুর্গাসিং? এরা কারা?

দুর্গাসিং। এরা চিতোরের রাজভক্ত প্রজা। অপরিসীম নির্য্যাতনের মধ্যেও এরা নিজেদের ঘরে মুখ বুজে সুদিনের অপেক্ষা কচ্ছিল। যে মুহূর্ত্তে শুনেছে হামিরের কীর্ত্তিকাহিনী, অমনি ছুটে এসেছে তাকে দর্শন করতে। দুঃখের রাত্রি বুঝি ভোর হল মহারাণা; উদয়াচলে নবজীবনের অরুনাভা দিনের আগমন ঘোষণা কচ্ছে।

অজয়। আমার রাজদণ্ড নিয়ে এস দুর্গা সিং।

দুর্গাসিং। কেন মহারাণা?

অজয়। হামির যুবরাজ অরি সিংহের পুত্র! তারই প্রাপ্য এই রাজদণ্ড। আমি এই দিনটির জন্য বুক দিয়ে রক্ষা করেছি। এ রাজসম্পদ আর এ রাণা উপাধিতে আর আমার কোন অধিকার

নেই। কুলপ্রদীপ হামিরকে আজ আমার যা আছে, সবই দান করব।

দুর্গাসিং। এ আপনারই যোগ্য কথা মহারাণা। কিন্তু—

অজয়। কিন্তু কি?

দুর্গাসিং। অধীর হবেন না মহারাণা। মহাযজ্ঞ সবে আরম্ভ হয়েছে, এর মধ্যে অন্তবিপ্লবের সূত্রপাত করবেন না। আপনার পুত্র সুজন সিংহ আপনার এ মহত্ত্বের কোন মূল্য দেবে না।

অজয়। সুজন সিংহ বা আজিম সিংহের মুখ চেয়ে আমি আমার কর্ত্তব্য ভুলে যেতে পারি না দুর্গা সিং। যাও তুমি রাজদণ্ড নিয়ে এস।

দুর্গাসিং। যাচ্ছি মহারাণা! কিন্তু কথাটা আপনি আর একবার ভেবে দেখবেন।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—জয় কুমার হামিরের জয়]

হামিরের প্রবেশ।

হামির। না-না, বল বন্ধুগণ,—জয় মহারাণা অজয় সিংহের জয়। আমি এসেছি পিতৃব্য। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি দস্যু মুঞ্জকে বন্দী করে এনেছি, কৈলোয়ারার অনার্য্য শক্তিকে দস্যুর কবল থেকে মুক্ত করে আপনার পতাকাতলে মিলিত হবার জন্য নিয়ে এসেছি। বাইরে গিয়ে দেখুন, দশ বছর ধরে যারা বার বার আপনার কেল্লার উপর হানা দিয়েছে, তারা আজ আপনার আদেশ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে মেবারের শত শত রাজভক্ত প্রজা।

অজয়। এস বিজয়ি পুত্র, এস মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহের কুলপ্রদীপ, দশ বছর ধরে যে পাশব শক্তির দম্ভ চূর্ণ করতে কেউ পারে নি, তুমি তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছ। কি বলে তোমায় আশীর্ব্বাদ করব, আমি জানি না। তুমি দীর্ঘজীবী হও, তুমি কীর্ত্তিমান হও, রাজবংশের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করে তুমি অমর হও হামির। আমার যা কিছু অবশিষ্ট আছে, সব তোমাকে—

সুজনের প্রবেশ।

সুজন। বিচার করুন পিতা।

অজয়। তোমাকে বন্দী করলে কে সুজন সিং?

হামির। আমি করেছি পিতৃব্য। সৈন্য-চালনার ভার আপনি আমাকেই দিয়েছিলেন, সুজন সিং ছিল আমার অধীনস্থ সৈনিক। একটা শত্রুর মাথাও সে নিতে পারে নি, বরং পদে পদে আমার বাধা সৃষ্টি করেছে। আমার নির্দ্দেশ অমান্য করে সুজন সিং মুঞ্জর মাথা নিতে গিয়ে নিজেই তার হাতে বন্দী হয়েছিল।

সুজন। অচেতন অবস্থায় মুঞ্জ আমাকে বন্দী করে নিয়ে যায়।

হামির। দস্যু ওর শিরশ্ছেদ করতে হাত বাড়িয়েছিল, আমিই তাকে বন্দী করে ওর প্রাণরক্ষা করেছি। তার প্রতিদানে সুজন সিং আমারই কাঁধের উপর তরবারি তুলেছিল।

অজয়। এ কথা সত্য?

সুজন। সত্য পিতা। পরম শত্রু মুঞ্জকে আমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।

হামির। বাধা দিয়েছি আমি। ভেবেছিলাম এত বড় একটা পাশব শক্তিকে যদি দেশের কাজে নিয়োজিত করতে পারি, তাহলে

চিতোর-লক্ষ্মী আর হয়ত মুখ ফিরিয়ে থাকবেন না। তাই আমি তাকে বন্দী করে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।

অজয়। গুরুতর অপরাধ করেছ।

সুজন। সেই জন্যই ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে আমি ওর মাথার উপর তরবারি তুলেছিলাম।

অজয়। রাজপুতের উপযুক্ত কাজই করেছ।

সুজন। আপনি এই মুহূর্ত্তে মুঞ্জের শিরশ্ছেদ করুন।

অজয়। আর কি করতে হবে বল।

সুজন। আর আত্মীয় বলে পরিচিত এই পরম শক্রটাকে এই মুহূর্ত্তে পাহাড়ের উপর থেকে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করুন।

অজয়। কারণ সে আমারই শক্রদের দমন করে এসেছে, তুমি বা আজিম যাদের কেশ স্পর্শ করতে পার নি।

সুজন। আপনার জন্যে আপনার শক্রকে সে দমন করতে যায় নি পিতা।

হামির। তবে কার জন্যে সুজন সিং?

সুজন। নিজের জন্য।

হামির। এ কথা মিথ্যা।

সুজন। তুমি শক্রদের বাঁচিয়ে রেখেছ কেন, পিতা না জানলেও আমি তা জানি। তুমি তাদের করায়ত্ত করে মহারাণার সব অধিকার হরণ করতে চাও, একথা কে না জানে?

হামির। সবাই জানলেও আমি জানি না। মহারাণা, যদি মনের কোণে আমার এতটুকু দুরভিসন্ধি থাকে, আমার মাথায় বজ্রাঘাত হক। ঈশ্বর জানেন, কত রঙ্গিন কল্পনার তুলিকায় আমি ভবিষ্যতের ছবি এঁকেছি। মেবারের ঘুম ভেঙ্গেছে, দলে দলে রাজভক্ত প্রজা

কৈলোয়ারায় ছুটে আসছে। অনার্য্য শক্তি আজ আমাদের করতল-গত। এদের নিয়ে বিজয়ডঙ্কা বাজিয়ে আমি চিতোরে যাব, বিশ্বাস-ঘাতক মালদেবকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেব আস্তাকুঁড়ের আবর্জ্জনায়। তারপর চিতোরের সিংহাসনে আপনাকে বসিয়ে আমিই প্রথম জয়ধ্বনি দেব,—"জয় মহারাণা অজয় সিংহের জয়।"

সুজন। তোমার এমনি অভিনয় আমি অনেক দেখেছি।

অজয়। আমিও দেখেছি সুজন সিং। দুর্গের প্রাকারে দাঁড়িয়ে দেখেছি বাপ্পারাও সহস্র গুণ শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছে কৈলোয়ারার রণক্ষেত্রে, দেখেছি তার অপূর্ব্ব অসি চালনা, অসাধারণ রণকৌশল আর দুর্দ্দমনীয় সাহস। আরও দেখেছি আর এক রাজপুত যুবককে ভীরু শৃগালের মত প্রতি মুহূর্ত্তে পলায়নের পথ অনুসন্ধান করতে। গর্ব্বে আমার বুক ভরে উঠেছে যে এই হামির আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, আর লজ্জায় আমার মাথা নত হয়েছে এই ভেবে যে এই কাপুরুষ আমারই পুত্র।

রাজদণ্ড লইয়া দুর্গাসিংহের প্রবেশ।

দুর্গাসিং। [বিস্ময়ে]
হামির। [শ্রদ্ধায়] } মহারাণা!
সুজন। [ক্রোধে]

অজয়। উপকারীর উপকার যে ভুলে যায়, সে রাজপুত নয়, মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহের কুলপাবন বংশধরের গায়ে যে অস্ত্রাঘাত করতে হাত বাড়িয়েছে, সে আমার পুত্র হলেও শত্রু; আমি তার শিরশ্ছেদ করব।

দুর্গাসিং। করেন কি মহারাণা?

হামির। পিতৃব্য,—আমাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য বাইরে প্রবল শত্রু ছুরি শানাচ্ছে, দিল্লীর শাহীতক্তে বসে মহম্মদ খিলজি শ্যেন দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। এ সময় আমাদের অন্তর্বিবাদ সাজে না। ভুল মানুষেই ত করে, সে ভুল সংশোধন করবার অবসর না দিলে পৃথিবীটা বধ্যভূমিতে পরিণত হবে। সুজনকে আপনি ক্ষমা করুন মহারাণা। শুধু এইবার। দ্বিতীয়বার অপরাধ করলে আর আমি কোন অনুরোধ করব না। [সুজনের বন্ধন মোচন]

দুর্গাসিং। সুজন সিং, আশা করি এত বড় উপকার তুমি ভুলবে না।

সুজন। আমি আশা করি, আপনি আমাকে উপদেশ দিয়ে সময়ের অপব্যয় করবেন না।

অজয়। এই মহাপুরুষের হাতে মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহের গচ্ছিত সম্পদ তুমি আমায় সমর্পণ করতে বল?

দুর্গাসিং। মহারাণা,—

অজয়। তা হবে না। চন্দাবৎ সর্দ্দার। আমার সব গেছে, তবু আমি রাজপুত। অধর্ম্ম আমি করব না, অধর্ম্মের প্রশ্রয়ও দেব না। কাছে এস হামির, রাণা লক্ষ্মণ সিংহের শ্রেষ্ঠ বংশধর তুমি,—আমি জানি—একদিন তুমি চিতোরের সিংহাসন অধিকার করবে। সেদিন তোমার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিতে আমি হয়ত আর বেঁচে থাকব না। সন্তানের জন্য পিতার বুকে যতখানি আশীর্ব্বাদ থাকতে পারে, সব আমি তোমায় দিচ্ছি, আর সেই সঙ্গে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি তোমার পিতামহের গচ্ছিত সম্পদ এই মণিময় রাজদণ্ড।

হামির। পিতৃব্য!

অজয়। শুধু রাজদণ্ড নয়, এতদিন যে মহারাণা উপাধি আমি ধারণ করে এসেছি, তাও আমি এই মুহূর্ত্তে—

লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। ক্ষান্ত হও রাণা।

হামির। মা এসেছ ?

অজয়। তুমিও সাক্ষী থাক যুবরাণি। সহায় সম্বলহীন আমি, আমার সিংহাসন নেই, উৎসব আড়ম্বরের সঙ্গতি নেই ; কর তোমরা শঙ্খনাদ, দাও তোমরা জয়ধ্বনি, রাজবংশের এ গচ্ছিত সম্পদ যুবরাজ অরি সিংহের পুত্রকে—

সুজন। যুবরাজ অরি সিংহের পুত্রের বহুদিন মৃত্যু হয়েছে। মালদেবের অনুচরেরা তাকে বহুদিন পূর্ব্বেই হত্যা করেছে।

লক্ষ্মীবাঈ। মিথ্যা কথা।

সুজন। না, সবাই জানে, এ সত্য। এ যদি তোমার পুত্র হয়, তাহলে আমি বলব, যুবরাজ অরি সিংহ এর পিতা নয়, এ তোমার জারজ সন্তান।

সকলে। সুজন সিং !

হামির। ক্ষমার অযোগ্য তুমি ; আমি তোমাকে হত্যা করব।

লক্ষ্মীবাঈ। না হামির ! ভ্রাতৃহত্যা করে নয়, চিতোর উদ্ধার করে তুমি প্রমাণ কর যে তোমার পিতামহ রাণা লক্ষ্মণ সিংহ ; তোমার পিতা যুবরাজ অরি সিংহ।

হামির। মা, আমার বুকটা কি পাথর দিয়ে গড়েছ ? এত লাঞ্ছনা, এত দুঃখ, এত বজ্রাঘাত সয়েও ত সে বিদীর্ণ হল না ? সবাই আমার মাথায় লগুড়াঘাত করবে, আর আমি কি করব শুধু ক্ষমা ?

সুজন। তোমার ক্ষমায় আমি পদাঘাত করি। [প্রস্থান।

দুর্গাসিং। রাজদণ্ড আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি মহারাজ। আগে এ অন্তর্বিপ্লব শান্ত হক, তারপর যা হয় করবেন।

হামির। কেন তুমি বাধা দিলে মা? এত বড় অপমান তুমি মুখ বুজে সহ্য করলে?

লক্ষ্মীবাঈ। ও যে আপনারজন পাগল। আজ করেছে অপমান, কাল নেবে পায়ের ধূলো। শিশু সন্তান না বুঝে মাকে কত পদাঘাত করে, মা কি পারে তার পা দুটো ভেঙ্গে দিতে? ঘরের মান-অপমানের বিচার করবে তখন, যখন বাইরের শত্রু আর থাকবে না।

হামির। জানি না কোন্ দধীচির বক্ষ-পঞ্জর দিয়ে হৃদয় তোমার গড়া জননি। চোখে কখনও জল দেখিনি, পা-দুটো কখনও টলতে দেখিনি, মুখে কখনও হতাশার কালিমা চোখে পড়েনি। তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য্য মা। দাও মা আমায় অভীঃমন্ত্র, হৃদয়টা আমার বজ্রকঠিন কর মা, আমায় দেশহিতব্রতে দীক্ষা দাও।

লক্ষ্মীবাঈ। মন্ত্র নাও সন্তান,—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। স্বর্গ থাক, মোক্ষ থাক, ভগবানও এখন দূরে থাক, আজ থেকে তোমার একমাত্র ব্রত চিতোর-লক্ষ্মীকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করা। প্রথম কথা চিতোর, দ্বিতীয় কথা চিতোর, শেষ কথা চিতোর।

জালিমের প্রবেশ।

জালিম। বান্দার সেলাম পৌঁছে জনাব।

অজয়। কে?

জালিম। চিতোরাধিপতি মহামান্য মালদেবের অনুচর।

হামির। জালিম খাঁ! তুমি এখানে!

অজয়। কি সংবাদ পাঠিয়েছেন মহামান্য মালদেব?

জালিম। জনাব, বাইরে ভট্টঠাকুর নারিকেল নিয়ে অপেক্ষা কচ্ছেন। যদি অনুমতি হয়, তাকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করি।

হামির। নারিকেল কেন?

লক্ষ্মীবাঈ। রাজপুতেরা নারিকেল দিয়েই বিবাহের প্রস্তাব করে বাবা।

অজয়। কে প্রস্তাব করেছে?

জালিম। মহামান্য মালদেব।

অজয়। কার সঙ্গে কার বিবাহের প্রস্তাব?

জালিম। আমাদের রাজকন্যার সঙ্গে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র হামিরের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আমরা এসেছি জনাব।

হামির। বটে!

অজয়। মালদেব দেখছি সাপ হয়ে ছোবল মারতে জানে, আবার রোজা হয়ে ঝাড়তেও এগিয়ে আসে। যার প্রাপ্য সিংহাসনে জোর করে সে চেপে বসে আছে, তাকেই কন্যাদান করতে চায়—একি তার ব্যঙ্গ, না ছলনা?

জালিম। মহারথী কুমার হামিরকে ব্যঙ্গ করার স্পর্দ্ধা রাজস্থানে কারও নেই জনাব। আর এ যদি ছলনা হত, জালিম খাঁ এর মধ্যে আসত না। বিশ বছর ধরে বাদশার নামে মালদেব রাজ্যশাসন করে আসছেন। ভয়ে সবাই রাজকর দিয়েছে, কিন্তু ভাল তাঁকে কেউ বাসেনি। প্রজারা করেছে ঘৃণা, বাদশা করেছেন কশাঘাত। আজ প্রথম আঘাতে তাঁর রাজত্বের মহিমা ধূলিসাৎ হতে চলেছে। এ বিবাহ নয়, সন্ধি।

হামির। সন্ধি! বাদশার পদলেহী জাতিদ্রোহীর সঙ্গে সন্ধি

আমরা করব না। চিতোরের সিংহাসন আমরা জোর করে অধিকার করব।'

জালিম। পারবে না ভাইসাহেব, পারবে না। কতকগুলো মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, আবার কতকগুলো নারী আগুনে পুড়ে মরবে, খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত রাজপুতানার বুকের উপর বাদশাহী পতাকা চির-দিনের জন্য প্রোথিত হবে। মালদেব মরবে সত্য, তোমরাও জীবিত থাকবে না। তার চেয়ে সমগ্র রাজপুত জাতি সঙ্ঘবদ্ধ হও, দেশের বুক থেকে বাদশাহী শাসন শেকড় শুদ্ধ উপরে ফেলে দাও।

হামির। কি আশ্চর্য্য! তুমি বাদশার স্বজাতি নও?

জালিম। স্বজাতি হলেও স্বধর্ম্মী নই। যে দেশ আমায় দানা-পানি দেয়, তার ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম। শোন কুমার—

হামির। কি শুনব? দেশদ্রোহী মালদেবের সঙ্গে আমাদের সন্ধি হবে রণক্ষেত্রে।

[প্রস্থান।

অজয়। ফিরে যাও তুমি দূত।

লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। নারিকেল ফিরিয়ে দেবে রাজপুত? পিতৃপুরুষের আচারে পদাঘাত করবে? ছিঃ রাণা, তোমার পূর্ব্বপুরুষকে তুমি অন্ততঃ অপমান করো না।

অজয়। কি বলছ তুমি? মালদেবের কন্যা হবে আমাদের পুত্রবধূ?

লক্ষ্মীবাঈ। ছেলেদের পর করে দিয়েছ, মেয়ে নেই, গৃহিণীকে চিতায় তুলে দিয়েছ; বৃদ্ধ বয়সে তোমার সেবা করবে কে?

অজয়। মালদেবের কন্যা করবে আমার সেবা?

লক্ষ্মীবাঈ। তোমারও করবে, আমারও করবে। আমি তাকে দেখেছি। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। তুমি অমত করো না রাণা। তোমার কথা হামির অমান্য করবে না।

জালিম। মর্য্যাদা না দিয়ে আমরা কিছু নেব না জনাব।

অজয়। কি মর্য্যাদা দিতে পার তোমরা?

জালিম। সালঙ্কারা কন্যা, অর্দ্ধেক রাজত্ব।

সকলে। অর্দ্ধেক রাজত্ব!

জালিম। চিতোর হবে আপনাদেরই রাজধানী, বাদশা হবেন আপনাদের উভয়েরই দুশমন। বিনা রক্তপাতে কুমার অর্দ্ধরাজ্যের অধীশ্বর হন। আমি বলছি, একদিন বিনা রক্তপাতে সমগ্র মেবার তাঁর পদানত হবে।

লক্ষ্মীবাঈ। এর পরেও কথা আছে অজয় সিংহ?

অজয়। যাও জালিম খাঁ, ভট্টঠাকুরকে ডেকে আন।

জালিম। মহারাণা অজয় সিংহের জয় হক।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মীবাঈ। এস রাণা। কি ভাবছ?

অজয়। ভাবছি, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মীবাঈ। ফলেন পরিচীয়তে।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

বিসমিল্লার প্রবেশ।

বিসমিল্লা। শির উতার দেগা। এত বড় হিম্মৎ, আমাকে না জানিয়ে যার তার সঙ্গে সন্ধি! এই, কে আছ এখানে?

জহর বাঈয়ের প্রবেশ।

জহরবাঈ। চ্যাচাচ্ছিস কেন? আস্তে কথা বলতে পারিস না?

বিসমিল্লা। কেন আস্তে কথা বলব? আমার গতরে আগুন জ্বলছে তা বোঝ?

জহরবাঈ। বুঝি রে বাপু, বুঝি। আগুন না জ্বললে কি এত ধোঁয়া বেরোয়? তা সকালবেলায় এখানে মরতে এলি কেন? যে তোকে মেরেছে, তার মাথায় লাঠি মারগে যা। এখানে নালিশ করলে কি হবে?

বিসমিল্লা। আমাকে মেরেছে? কোন্ মারেগা হামকো?

জহরবাঈ। সে আমি কি করে জানব? মার না খেলে অমন চোখ মুখ লাল হয়? যা, ঘরে যা; ভয়ে সর্ব্বশরীর কাঁপছে দেখ না।

বিসমিল্লা। ভয়ে কাঁপছে? মাথা লিয়ে ছেড়ে দেব।

জহরবাঈ। আয় না, এগিয়ে আয়; গায়ে হাত দিয়ে দেখ, তোকে যদি জ্যান্ত কবর না দিয়েছি ত আমার নাম জহরবাঈ নয়। মুখপোড়া পাতিশেয়াল।

বিসমিল্লা। এই, ভাল হবে না বলছি, আমার নাম বিসমিল্লা খাঁ!

জহরবাঈ। গুষ্ঠীর মাথা খাঁ। কি চাই তোর এখানে?

বিসমিল্লা। রাণাকে চাই।

জহরবাঈ। হবে না, ভাগ্।

বিসমিল্লা। আলবাৎ হবে। আমি ওর দফা-রফা করব।

জহরবাঈ। তোর বাপের শ্রাদ্ধ করবি পাতিশেয়াল।

বিসমিল্লা। আবার পাতিশেয়াল? রাজপুত জাতটাই এমনি ইতর, আর বে—আদপ।

জহরবাঈ। বেয়াদপ তুই, বেয়াদপ তোদের বাদশা সেই ছুঁচো আলাউদ্দিন। কি চাস তুই এখানে?

বিসমিল্লা। বললুম ত আমি রাণাকে চাই।

জহরবাঈ। কি দরকার তোর?

বিসমিল্লা। বাদশার নামে আমি কৈফিয়ৎ চাই, কেন রাণা আমাদের না জানিয়ে যার তার সঙ্গে সন্ধি কচ্ছে। ওই কসবীর বাচ্ছা হামিরের সঙ্গে রাণা তার লেড়কীর সাদি দেবে?

জহরবাঈ। একশোবার দেবে। তার পাঁঠা সে ল্যাজের দিকে কাটবে, তোর তাতে কি?

বিসমিল্লা। আমার তাতে কি? আমি যে মনে মনে—কি যে বলি ছাই? আমার এতে ভয়ঙ্কর আপত্তি আছে।

জহরবাঈ। তুই লোকটা কে?

বিসমিল্লা। আমি ফৌজদার।

জহরবাঈ। তুমিই ফৌজদার! অরি সিংহের ব্যাটা হামির তোমাকেই জুতিয়ে লম্বা করেছে?

বিসমিল্লা। এই খবরদার,—

জহরবাঈ। তোমারই চামড়া দিয়ে সে জুতো বানাবে বলেছে?

বিসমিল্লা। চোপরাও কমবক্ত্।

জহরবাঈ। কৈলোয়ারার লোকেরা তোমারই গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দিয়েছিল?

বিসমিল্লা। আমি তোকে কোতল করব কসবি। [তরবারি নিষ্কাসন]

জহরবাঈ। তবে রে পাতিশেয়াল; [তরবারি কাড়িয়া লইল] হামির তোকে জুতিয়ে লম্বা করেছে, আমি তোকে কবরে পাঠাব।

জালিমের প্রবেশ।

জালিম। করেন কি হুজরাইন, করেন কি? মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেবেন না। হামিরের মার খেয়ে ওর দেহের আর কিছু নেই। আপনি এখন যান। ভদ্রলোক ভয়ে কাঁপছেন দেখছেন না?

বিসমিল্লা। হুঁসিয়ার বেতমিজ।

জালিম। আরে দূর মিঞা। যত আমি আড়াল দিই, ততই এগিয়ে যায়। এ হচ্ছে রাজপুতের মেয়ে, আপনার মত দশটা ফৌজদারকে উনি একলাই জ্যান্ত কবর দিতে পারেন।

বিসমিল্লা। কে এই কসবী?

জহরবাঈ। কি বললি? আমি কসবী? তবে আজ তোরই একদিন, কি আমারই একদিন। আমি এই উঠোনেই তোকে আজ কবর দেব। [প্রস্থান।

বিসমিল্লা। কেন আমায় বাধা দিলে বেয়াদপ? আমি এই বাঁদীটার মাথা নিয়ে ছেড়ে দিতুম।

জালিম। বাঁদী ও নয় জনাব, মহারাণার গর্ভধারিণী।

বিসমিল্লা। গর্ব্বধারিণী! অর্থাৎ মা? তোবা, তোবা,—

জালিম। দেখে ভক্তি হল না বুঝি?

বিসমিল্লা। ভক্তি! ফুঃ—এই ছোটলোক মাগীর গর্ব্বে মালদেবের পয়দা হয়েছে? এ ত বিলকুল জানোয়ার।

জালিম। মুখ সামলে বাৎচিৎ করবেন ফৌজদার সাহেব। রাণা যদি শুনতে পায় তার মাকে আপনি অপমান করেছেন, তাহলে আপনাকে হয়ত ডালকুত্তা লেলিয়ে দেবেন।

বিসমিল্লা। আমি ওকে শূলে চড়াব।

জালিম। সে ত আপনি হামিরকেও চড়াতে গিয়েছিলেন। উল্টে হামির আপনাকে চিৎ করে ফেলে—

বিসমিল্লা। ঝুট বাৎ বলো না। আমি রেগে গেলে বিশ্রী কাণ্ড করব।

জালিম। থাক—থাক, রাগের অপব্যয় করবেন না হুজুর। আমার গণ্ডারের চামড়া, কোপ দিলে অস্ত্র ভাঙ্গবে, চামড়া বিঁধবে না। কিন্তু আপনি আর এখানে অপেক্ষা করবেন না। এতক্ষণে রাণার কাছে খবর পৌছে গেছে যে তার মাকে আপনি "কসবী" বলেছেন?

বিসমিল্লা। আমি বলেছি না তুমি বলেছ?

জালিম। রাণার এখন মাথা গরম। হিন্দুর মেয়ের বিয়ে সোজা কথা ত নয়।

বিসমিল্লা। আরে দূর মেয়ের বিয়ে। মেয়ের বিয়ে হবে না।

জালিম। হয়ে গেছে ধরে নিন। আমি সব ঠিক করে এসেছি।

বিসমিল্লা। তুমি ঠিক করে এসেছ? আমি তোমার ছাল তুলে লিব।

জালিম। আপনার মর্জ্জি হলে আমি নিজে তুলে দেব।

বিসমিল্লা। হামির তাহলে আসবে?

জালিম। এসে গেল বলে। শুনে সুখী হবেন, মালদেব তাকে অর্দ্ধেক রাজ্য, যৌতুক দেবেন।

বিসমিল্লা। কার রাজ্য? কে যৌতুক দেবে?

মালদেবের প্রবেশ।

মালদেব। আমার রাজ্য, আমি যৌতুক দেব।

বিসমিল্লা। আপনার রাজ্য! বাদশার নেমক খেয়ে আপনি তাঁর সঙ্গে নেমকহারামি করতে চান?

মালদেব। সে কথা বাদশার সঙ্গেই হবে।

বিসমিল্লা। সে ত পরের কথা। আগে আমি এর কৈফিয়ৎ চাই।

মালদেব। তুমি কৈফিয়ৎ দাও বিসমিল্লা খাঁ, কোন সাহসে তুমি আমার প্রাসাদে দাঁড়িয়ে আমারই জননীকে অসম্মান কর।

জালিম! যেতে দিন মহারাণা। মিঞা ভয়ে কাঁপছেন।

বিসমিল্লা। ভয়ে নয়, রাগে। শুনুন রাণা, বাদশার নামে আমি তার ফৌজদার আপনাকে হুকুম দিচ্ছি, এ রাজ্যের এক কণা জমিন আপনি কাউকে দান করতে পারেন না।

মালদেব। আর কি হুকুম জনাবের?

বিসমিল্লা। আরও আছে। হামির আমাদের দুশমন, তার সঙ্গে আপনার মেয়ের সাদী হবে না।

মালদেব। সাদীও হবে, যৌতুকও দেব।

বিসমিল্লা। আমি রক্তে ভাসিয়ে দেব চিতোরের মাটি।

মালদেব। সেদিন কৈলোয়ারা ভাসিয়ে এসেছ, আজ চিতোরের মাটি ভাসাবে? সাধ্য থাকে, তোমার শৃগালবাহিনী নিয়ে এগিয়ে এস। হামির একবার তোমাকে প্রহার করে ছেড়ে দিয়েছে, এবার দেবে জীবন্ত সমাধি।

জালিম। পালান হুজুর, পালান। রাজমাতা এদিকে আসছেন।

বিসমিল্লা। আচ্ছা, আমি বাদশাকে খবর দিচ্ছি, দেখি কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে মরে। [প্রস্থান।

মালদেব। কি সংবাদ জালিম?

জালিম। সংবাদ শুভ মহারাজ। হামির নারিকেল গ্রহণ করেছে। আপনি বিবাহের দিন স্থির করুন।

মালদেব। হামিরকে তুমি ভাল করে দেখেছ জালিম?

জালিম। দেখেছি মহারাণা। যেমন বীর, তেমনি গুণবান। এমন জামাইকে সমগ্র রাজ্য যৌতুক দিলেও বেশী দেওয়া হয় না। মেবারের রাণা হওয়ার উপযুক্ত সমগ্র রাজস্থানে এই একজনকেই দেখলাম।

মালদেব। আমি তবে তোমার কাছে অযোগ্য রাণা?

জালিম। মাপ করবেন। রাণা আপনাকে আমরা মুখে বলি বটে, কিন্তু আসলে আপনি—

মালদেব। আমি কি?

জালিম। আপনি বাদশার নফর।

মালদেব। খবরদার রাজদ্রোহি।

জালিম। জনাব, এই রাজদ্রোহী না থাকলে বহু পূর্বেই আপনার মাথাটা হাওয়ায় উড়ে যেত।

[প্রস্থান।

মালদেব। কে দাঁড়িয়ে আছে ওই স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যে? মালদেব? এত কুৎসিত? কে নিয়ে গেল তোমার চোখের দীপ্তি, মুখের লাবণ্য, বাহুর শক্তি? কে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলছে? যুবরাজ অরি সিং? ওই যে তোমার বুকে আমারই নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত অস্ত্র! কি বলছ যুবরাজ? বিষবৃক্ষ রোপন করেছি, বিষফল আমাকেই খেতে হবে? পুত্র-কন্যা আত্মীয়-বান্ধব কেউ আপন হবে না আমার? না—না, আমি ফিরে যাব, যার রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আমি আমার মায়ের কোলে ফিরে যাব।

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। পিতা!

মালদেব। কে? বনবীর? কি বলছ?

বনবীর। বিসমিল্লা খাঁ দিল্লীতে দূত পাঠাচ্ছে, আপনি তাকে কি বলেছেন?

মালদেব। বলেছি যে হাম্বিরকে আমি কন্যাদান করে অর্দ্ধেক রাজ্য যৌতুক দেব।

বনবীর। এ আপনি করেছেন কি? বাদশা শুনলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন।

মালদেব। হবারই কথা।

বনবীর। বিপুল বাদশাহী সৈন্য হয়ত দেশটাকে দলে চষে দিয়ে চলে যাবে।

মালদেব। চষে ত দিয়েছে, আর কত দেবে?

বনবীর। কেন আপনি বললেন না যে এ বিবাহ শুধু অভিনয়?

মালদেব। অভিনয় নয় বলেই বলি নি।

বনবীর। আপনি সত্য সত্যই হামিরের সঙ্গে কমলমণির বিবাহ দেবেন ?

মালদেব। কমল মত দিয়েছে, আর কোন বাধা নেই। বিবাহের আয়োজন কর।

বনবীর। আয়োজন করব বই কি? বাসর-শয্যাই হবে হামিরের মৃত্যু-শয্যা।

মালদেব। ও অভিসন্ধি ত্যাগ কর বনবীর। অধর্ম্ম করে তার পিতাকে আমি মৃত্যু দিয়েছি, তাই বলে আদর করে ডেকে এনে কন্যাদান করে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে আমি পারব না।

বনবীর। আপনি না পারেন আমি পারব।

মালদেব। তাহলে তোমার মাথাটাও অক্ষত থাকবে না।

বনবীর। এত ধর্ম্ম জ্ঞান আপনার কবে থেকে হল পিতা ?

মালদেব। যেদিন দেখেছি, ধর্ম্মের ঢাক বাতাসে বেজে উঠেছে, আমার নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত শর আমারই কন্যার বক্ষ ভেদ করেছে, সেদিনই প্রথম বুঝেছি—কোন পাপ বৃথা যায় না। বিশ বছর ঘুমন্ত পৃথিবীর শিয়রে বসে আমি শুনেছি বাদশাহী ফৌজের হাতে লাঞ্ছিত দেশবাসীর আর্ত্তনাদ, দেখেছি আমারই জন্য সর্ব্বহারা ওই একফোঁটা মেয়ের উপবাসক্লিষ্ট বিষণ্ণ মুখ। একজন পাপপুণ্যের হিসাব ঠিকই রাখছে বনবীর। তার চোখ দুটোকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না। কি ছার এ রাজত্ব? এ শুধু দেহের ক্ষুধা মেটাতে পারে, মনের ক্ষুধা মেটাতে পারে না।

বনবীর। আপনি তাহলে হামিরকে অর্দ্ধেক রাজ্য দান করবেন ?

মালদেব। ভাবছি, সবটাই দেব কি না।

বনবীর। সে কি বলেছে জানেন? অর্দ্ধেক রাজ্য হাতে পেলে বাকি অর্দ্ধেক সে জোর করে ছিনিয়ে নেবে?'

মালদেব। জোর করে ছিনিয়ে নেবে?

বনবীর। তারপর আপনাকে সবংশে হত্যা করবে।

মালদেব। এই কথা হামির বলেছে?

বনবীর। শুধু এই নয়, আরও আছে। আপনার কন্যাকে চুলের মুঠি ধরে পাষানে আছড়ে মারবে!

মালদেব। কে বলেছে তোমায়?

বনবীর। ভট্টঠাকুর নিজের কাণে শুনেছে। ডাকব তাঁকে?

মালদেব। না থাক, আমি পাগল হয়ে যাব। আমি ভাবতে পাচ্ছি না। যা ভাল বোঝ কর। শুধু দেখো, মেয়েটা যেন আগুনের বেড়াজাল থেকে নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত না হয়। [প্রস্থান।

বনবীর। কোথাকার কে হামির, সে এসে বসবে চিতোরের সিংহাসনে আর আমি হব তার অনুগত প্রজা?

হীরাবাঈয়ের প্রবেশ।

হীরাবাঈ। কি বললে? হামির হবে রাণা, তোমার বোন হবে রাণী, আমরা হব তাদের প্রজা? এই জন্যেই কি বাবা আমায় তোমার হাতে তুলে দিয়েছিল? এর চেয়ে আমার গলায় কলসী বেঁধে জলে ফেলে দেয় নি কেন?

বনবীর। আমিও ত তাই ভাবছি।

হীরাবাঈ। বলি তুমি পুরুষ না মেয়ে?

বনবীর। সব পুরুষই যদি রাণা হয় ত প্রজা হবে কে?

হীরাবাঈ। প্রজা হবে ওই সব ছোটলোকেরা—

বনবীর। আমাকেও ত তুমি দিনে দশবার ছোটলোক বল।

হীরাবাঈ। ছোটলোক হলেও তুমি রাজপুত্র ত বটে। তুমি হাতে মাথা নেবে।

বনবীর। কার মাথা নেব?

হীরাবাঈ। হামিরের মাথা নেবে।

বনবীর। সেই আয়োজনই ত কচ্ছি। পিতা যে বড় গোলমাল কচ্ছেন।

হীরাবাঈ। তাহলে পিতার মাথাটাই আগে নাও।

বনবীর। তবু তোমার রাণী হওয়া চাই?

হীরাবাঈ। নইলে ছোটলোকের ঘরে এলুম কি করতে? আমি চন্দাবৎ সর্দ্দারের ভাগ্নী; আর তুমি একটা—

বনবীর। আমি একটা রাণার ছেলে।

হীরাবাঈ। ওই নামেই তালপুকুর, ঘটিও ডোবে না। বিশ বছর রাজত্ব করে চুলে পাক ধরে গেল, তবু কৈলোয়ারার দুর্গ থেকে রাজদণ্ডটা ছিনিয়ে আনতে পারলে না? আর তুমি এমন বীরপুরুষ, দুশো সৈন্য নিয়ে গিয়েও কৈলোয়ারার এক টুকরো পাথর খসিয়ে আনতে পারলে না? তুমি যে এত কাপুরুষ, এ কথা জানলে আমি তোমায় বিয়েই করতুম না।

বনবীর। তুমি যে এত বড় বীরপুরুষের মেয়ে, একথা জানলে আমিও তোমায় ঘরে আনতুম না।

হীরাবাঈ। বটে! দিনে দশবার আমার বাবার কাছে কে জানু পেতে ভিক্ষে করেছিল?

বনবীর। তখন ভেবেছিলাম, তোমাকে পেলে তোমার মাতুল চন্দাবৎ সর্দ্দারকেও করায়ত্ত করা যাবে। তুমি যে দুর্গা সিংহের এত বড় স্নেহের পুতলী, তা জানতুম না।

হীরাবাঈ। বাজে কথা রাখ। আমার বাবার কাছে তুমি বলেছিলে, দশ বছরের মধ্যে আমি হব রাণী। তোমার পিতার ত মরবার কোন লক্ষ্মণই দেখতে পাচ্ছি না,—তার উপর হামিরও দেখছি তোমাদের সিংহাসনের ভিত শুদ্ধ কাঁপিয়ে তুলেছে। তাহলে এখন কি করতে চাও?

বনবীর। আমি মাদল নিই, আর তুমি খঞ্জনী নাও। তারপর চল শ্রীবৃন্দাবনে।

হীরাবাঈ। শ্রীবৃন্দাবনে কেন, তুমি যমের বাড়ী যাও, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সিংহাসনটি আমার চাই। তার জন্যে প্রয়োজন হয়, তোমার ওই অনাবশ্যক অকর্ম্মণ্য বাপটাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও। ছোটলোক হলেও তুমি ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দাও, শপথ করে যে রাখে না, সে আর যাই হক, ক্ষত্রিয় নয়।

বনবীর। আমার শপথ আমি রক্ষা করব ভদ্রলোকের মেয়ে। পিতার ব্যবস্থাও করব। কিন্তু তার আগে হামির যখন আসবে, তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারবে তুমি?

হীরাবাঈ। কেন পারব না?

বনবীর। তাহলে এক মাসের মধ্যে তুমি রাণী হয়ে বসে আছ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। [প্রস্থান।

হীরাবাঈ। দেখা যাক, ছোটলোকের কত দৌড়। সিংহাসনটা একবার হাতে পেলে হয়! এই ছোটলোকের ঝাড় শেকড়-শুদ্ধ উপড়ে ফেলব, তবে আমার নাম হীরাবাঈ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বন্দিশালা।

বন্দী মুঞ্জের প্রবেশ।

মুঞ্জ। কোন দিকে কি একটু পথ নেই? পারব না এই গারদ-খানা থেকে বেরিয়ে যেতে? যার ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়, সেই মুঞ্জ ডাকাত এমনি করে গারদখানায় শুকিয়ে কুঁকড়ে মরবে? না তা হবে না। একবার যদি বেরুতে পারি, রাণাকে আমি তুলে আছাড় মারব।

কুঞ্জর প্রবেশ।

কুঞ্জ। এখনও তোমার বিষদাঁত ভাঙ্গল না দাদা? সারাজীবন ধরে কত মাথা ভেঙ্গেছ, কত ধনীকে ফকির বানিয়েছ, কত শিশুকে তুলে আছাড় মেরেছ।

মুঞ্জ। বেশ করেছি, তাতে হয়েছে কি?

কুঞ্জ। ভোগ ত করতে পারলে না দাদা। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে গেল। ডাকাতির নেশায় শুধু পরের ব্যাসাত লুট করেছ, পেট ভরে বোধহয় কখনও খাও নি। হাতী ঘোড়াগুলোর পিঠে শুধু হাত বুলিয়েই গেলে, চড়তে কখনও দেখলুম না।

মুঞ্জ। দেখবি, রাণা হয়ে যখন গ্যাঁট হয়ে বসব, তখন দেখবি।

কুঞ্জ। সেদিন আর এ জন্মে আসবে না। শুনেছ, মালদেবের সঙ্গে হামিরের সন্ধি হচ্ছে?

মুঞ্জ। কিসের ফন্দী হচ্ছে?

কুঞ্জ। ফন্দী নয়, সন্ধি। মালদেবের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে।

মুঞ্জ। তাতে তোর বাবার কি?

কুঞ্জ। কথাটাই শোন না। কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে জান? হামিরের সঙ্গে।

মুঞ্জ। হামিরের সঙ্গে মালদেবের মেয়ের বিয়ে! তা কি করে হবে রে শূয়ার?

কুঞ্জ। হলে আমি কি করব?

মুঞ্জ। তুই গাঁজায় দম দিয়েছিস্। হামির মালদেবের শত্তুর নয়?

কুঞ্জ। শত্রু এখন মিত্র হয়ে গেছে।

মুঞ্জ। তোর বাপের পিণ্ডি হয়েছে। আমাকে বললে তার মাথা নিতে, আর তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে!

কুঞ্জ। ভদ্রলোকদের এই রকম হয়।

মুঞ্জ। ওসব বুজরুকি।

কুঞ্জ। বুজরুকি নয়, খাঁটি সত্যি কথা। মালদেব জামাইকে কি যৌতুক দেবে জানো? অর্দ্ধেক রাজ্য।

মুঞ্জ। আদ্দেক রাজ্যি!

কুঞ্জ। অর্দ্ধেক সে হাতে তুলে দেবে, আর অর্দ্ধেক হামির গলা টিপে আদায় করবে।

মুঞ্জ। তাহলে আমাকে এদ্দিন নাচালে কেন?

কুঞ্জ। সে ভেবেছে তুমি একটি গেছো বাঁদর, তাই নাচিয়ে তামাশা দেখলে।

মুঞ্জ। তাহলে আমি রাণা হতে পাব না?

কুঞ্জ। রাণা হবে না, কানা হতে পার। আজই তোমার

ব্যবস্থা হবে। যদি পোষ মান ত বেঁচে যাবে, নইলে প্রাণে যদি বা বেঁচে থাক, চোখ দুটো উপড়ে নেবে।

মুঞ্জ। আর তুই দাঁত বার করে হাসবি।

কুঞ্জ। হাসবই ত। পাপীর শাস্তি হলে ধাম্মিক লোকেরা হাসবে না? সংসারটাকে ত কম জ্বালাও নি। যে শক্তি নিয়ে জন্মেছ, যদি সৎপথে চলতে, তাহলে এ দেশের লোক তোমাকে মাথায় করে রাখত, আর আমিও বুক ফুলিয়ে বলতে পারতুম, আমি মুঞ্জ সর্দ্দারের ভাই। লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে পড়ছে, যে তোমার মত দেশদ্রোহী মালদেবের গর্দ্দভ আমার ভাই।

মুঞ্জ। হারামজাদার কথা শুনেছ? আমার কি ছেলে আছে না বউ আছে, যে তারা বিত্তি ব্যাসাত ভোগ করবে? যা করেছি, সব তোর জন্যে নয়? খুন খারাপি করতে আমার কি চোখে জল আসে নি? করবটা কি? সিধে আঙ্গুলে ঘি ওঠে না। ট্যাকা না থাকলে কেউ আমাদের ছায়া মাড়ায় না। তুই যখন পাঁচ বছরের ছেলে, মনে ভাবলুম, আমি ত গোল্লায় গেছি—তোকে আমি মানুষ করব। কোলে করে ভোলা গুরুর পাঠশালে নিয়ে গেলুম। দাঁত-খিঁচিয়ে বললে,—"যা যাঃ, গরুর বাচ্ছা গরুই হবে।" সিধে যা দিয়েছিলাম,—লাথি মেরে নর্দ্দামায় ফেলে দিলে।

কুঞ্জ। তাই বুঝি ডাকাতি শুরু করে দিলে?

মুঞ্জ। দেব না? মনে মনে পিতিজ্ঞে করলুম, ভদ্রলোকদের মাথা তোর পায়ে আমি নুইয়ে দেব। ঘর যখন সোনা-দানায় বোঝাই হয়ে উঠল, তখন ভোলাগুরু এসেছিল আশীর্ব্বাদ করতে। আমি তাকে তেমনি করে লাথি মেরে নর্দ্দামায় ফেলে দিলুম, ব্যাটা আর উঠল না।

কুঞ্জ। তুমি মহাপাপী।

মুঞ্জ। পাপী আছি ত আমিই আছি, তোর বাবার কি? তোর জন্যে আমি রাণা হব। আজ সিংহাসন হাতে পেলে কাল তোর হাতে তুলে দেব। রাঙা টুকটুকে বউ এনে তোর বিয়ে দেব। তুই রাণা হয়ে সিংহাসনে বসবি, দেশের ছোট বড় সবাই তোর জয় দেবে। আর আমি ডাকাতি করব না; অস্তর ফস্তর সব জলে ফেলে দিয়ে আমি ছিবিন্দাবনে চলে যাব।

কুঞ্জ। তার আগেই তুমি মরবে।

মুঞ্জ। কে মারবে মুঞ্জ সর্দ্দারকে? তুলে আছাড় মারব।

কুঞ্জ। অবুঝ হয়ো না দাদা। কথা শোন। বিশ বছর ধরে কোথাকার কে বাদশা আমাদের দেশের রক্ত চুষে খাচ্ছে, আমাদের রাস্তা-ঘাটে বাদশার জাত-ভাইয়েরা বুক ফুলিয়ে হাঁটে, আর আমরা চোরের মত পাশ কাটিয়ে চলি। মেবারীদের আজ ঘুম ভেঙ্গেছে, তারা দলে দলে এসে হামিরের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। এত বড় যজ্ঞের ভাগ আমরা নেব না দাদা? এস দাদা এস, দুটি পায়ে পড়ি তোমার, অবুঝ হয়ো না। বল,—"জয় মহারাণা অজয় সিংহের জয়।"

মুঞ্জ। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাব শূয়ার। তাই ত, এতক্ষণ ত খেয়াল করি নি। আমাকে বাঁধলে, আর তোকে বাঁধলে না যে? ব্যাপারখানা কি?

কুঞ্জ। ব্যাপার আবার কি? আমি রাণা অজয় সিংহের বশ্যতা স্বীকার করেছি।

মুঞ্জ। কি করেছিস্?

কুঞ্জ। এ পর্য্যন্ত যত অপরাধ করেছি, সব অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে জানু পেতে আমি তার হাত থেকে তরবারি নিয়েছি, আজ

থেকে এদের বন্ধু আমারও বন্ধু, এদের শত্রু আমারও শত্রু। ঈশ্বরের নামে আমি শপথ করেছি, যে প্রাণ থাকতে রাণার দেওয়া অস্ত্র আমি ত্যাগ করব না।

মুঞ্জ। এত বড় বুকের পাটা তোর কেমন করে হল? আমি যে তোকে রাণা করব বলে দশ বছর স্বপ্ন দেখছি রে শূয়ার। কত দিন কত রাত পেটে দানা পড়ে নি, চোখে ঘুম আসে নি; কেবল তোর জন্যে টাকার পাহাড় জমিয়েছি। পাছে মন্তর ভুলে যাই, সেই ভয়ে বিয়ে পর্য্যন্ত করি নি। আর তুই হারামজাদা আমার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দিয়ে যার তার পায়ে মাথা বিকিয়ে দিলি?

কুঞ্জ। তোমার জন্যে দাদা। রাণা তোমার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন আমি তা রদ করেছি। তিনি আমায় কথা দিয়েছেন, তুমি যদি তাঁকে রাণা বলে স্বীকার কর, তিনি তোমায় ক্ষমা করবেন।

মুঞ্জ। লাথি মারি আমি তার ক্ষ্যামায়।

দুর্গা সিংহের প্রবেশ।

দুর্গাসিং। অবুঝ হয়ো না মুঞ্জ। তোমার সৈন্যেরা সব এসে হামিরের পতাকাতলে মিলিত হয়েছে।

মুঞ্জ। দেশ বিদেশ থেকে কুড়িয়ে এনে ব্যাটাদের আমি মানুষ করেছিলুম। চোখ ফুটেছে, উড়ে গেল। যাক; আবার আমি কতকগুলো কুত্তা এনে দল গড়ব। মানুষ বেইমানি করেছে, কুকুর বেইমানি করবে না। টাকায় সব হয় বুঝেছ সিংয়ের পো?

দুর্গাসিং। তুমি যদি মহারাণার বশ্যতা স্বীকার না কর, তোমার সম্পদ রাজভাণ্ডারে তুলে নিয়ে আসব।

মুঞ্জ। দেখ চেষ্টা করে। দশ বছর কৈলোয়ারার মাটি চষে ফেললেও একটা কানাকড়িও পাবে না।

দুর্গাসিং। তাহলে তোমার মৃত্যুও কেউ রদ করতে পারবে না।

মুঞ্জ। না পারে ত নেই। তবু আমি তোমাদের গুণ গাইব না, তোমাদের ওই ভূয়ো রাণাকে রাণা বলে স্বীকার করব না।

দুর্গাসিং। দেখতে পাচ্ছ, মেবারের পথে-প্রান্তরে বাদশাহী সৈন্যের সদর্প আনাগোনা? দেখতে পাচ্ছ না চিতোরের প্রাসাদ-চূড়ায় আবার অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত বিজাতির নিশান? মেবারের অধিবাসী তুমি, মেবারের মুক্তি-সংগ্রামে তোমার বলিষ্ঠ বাহু কি নিস্তেজ হয়ে থাকবে? সবার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তুমিও কি জয়ধ্বনি দেবে না,—জয় মহারাণা অজয় সিংহের জয়?

মুঞ্জ। কেন দেব? কে তোমরা আমাদের সাত পুরুষের কুটুম? তোমাদের পাঠশালায় আমাদের কি তোমরা পড়তে দিয়েছ? তোমাদের ঠাকুরদালানে আমাদের কি কোনদিন উঠতে দিয়েছ? তোমরা পাকা পাকা ফল খাবে, আর আমাদের দিকে ছুঁড়ে দেবে ফেঁসো বার করা আটি? আমরা তাই চুষব আর তোমাদের জয় দেব, না? সে গুড়ে বালি সিংজি। আমাদের কাছে বাদশাও যা, তোমরাও তাই। ওরা মারে ছেঁড়া জুতো, আর তোমরা মারো খড়মের বাড়ি। পিঠে সমানই ব্যথা লাগে সিংজি।

কুঞ্জ। আমার ত লাগে না দাদা। আপনজনের লাথিও সহ্য হয়, তাই বলে পরের কানমলা সহ্য হয় না।

মুঞ্জ। যা যাঃ; আপনজন। কোন্ ব্যাটা আপনজন? তারা ঢাক ঢোল বাজিয়ে দুশমনি করে, আর এরা মিষ্টি কথা বলে চাঁদির জুতো মারে।

কুঞ্জ। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।

দুর্গাসিং। বশ্যতা স্বীকার করবে না তুমি?

মুঞ্জ। না-না-না। এই আমার প্রথম কথা, এই আমার শেষ কথা।

দুর্গাসিং। তাহলে মৃত্যুর জন্যই প্রস্তুত হও।

[প্রস্থান।

মুঞ্জ। দুত্তোর রাণার গুষ্টীর নিকুচি করেছে। দে ত কুঞ্জ আমার হাতের বাঁধনটা খুলে দে ত। আমি একবার বাইরে গিয়ে দেখি, কোন মায়ের দুধ খেয়েছিল লক্ষ্মণ সিংহের ব্যাটা অজয় সিং। আবার আমি দল গড়ব, আবার আসব কৈলোয়ারার কেল্লায়; রাণার বংশের কাউকে আমি বাঁচিয়ে রাখব না। খোল্ খোল্, দে তলোয়ারের ঘা।

কুঞ্জ। না। তোমার এ বন্দীশালার ভার মহারাণা আমারই উপর দিয়েছেন।

মুঞ্জ। তবে ত ভালই হয়েছে। খোল্ খোল্, আমি বাইরে গিয়ে কেল্লা থেকে লাফিয়ে পড়ব। কে রুখবে আমাকে? তোকে আমি রাণার গদিতে বসাবই বসাব।

কুঞ্জ। চাই না আমি রাণা হতে।

মুঞ্জ। আমি চাই, ওরে আমি চাই। আমার সারা জীবনের স্বপ্ন চুরমার করে দিস নি। মুঞ্জ সর্দ্দারের ভাই তুই, কোথায় তুই রাণা হবি, তা না হয়ে তুই অজয় সিংহের নফর, ওরে এর চেয়ে তুই আমার মাথায় হাতুড়ির ঘা মারলি নে কেন? চল্ চল্, বেরিয়ে যাই চল্।

কুঞ্জ। এগিও না দাদা; আমায় কঠিন করে তুলো না; তাহলে

আমিই তোমার বুকে তরবারি বিঁধিয়ে দেব। প্রাণ গেলেও অধর্ম্ম আমি করব না।

মুঞ্জ। দুত্তোর ধর্ম্মের নিকুচি করেছে। [শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া প্রস্থানোদ্যোগ]

কুঞ্জ। দাদা! [মুঞ্জের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া তরবারির আঘাতের উপক্রম]

হামির আসিয়া কুঞ্জর তরবারি ধারণ করিল।

হামির। ক্ষান্ত হও বীর, ক্ষান্ত হও। তোমার হাতে মহারাণা তরবারি তুলে দিয়েছেন যুদ্ধ করবার জন্য, নির্জ্জন বন্দিশালায় ভ্রাতৃ-হত্যার জন্য নয়।

কুঞ্জ। আপনি কি বলছেন যুবরাজ? দেখতে পাচ্ছেন না, বন্দী বাঁধন ছিঁড়ে ফেলেছে।

হামির। তোমার আনন্দ হচ্ছে না? কারা প্রাচীরের অন্তরালে এমন একটা মত্ত মাতঙ্গ পিপীলিকার মত প্রাণ দেবে?

কুঞ্জ। আমি এখনি দোর বন্ধ করে দিয়ে আসছি।

হামির। না, দোর খোলা থাক, রাণার নুন খেয়েও যারা গুণ গায় না, তারা এসে দেখে যাক, প্রভুর ঋণ কেমন করে পরিশোধ করতে হয়।

কুঞ্জ। কেন আপনি আমায় বাধা দিচ্ছেন? বন্দী এখনি পালিয়ে যাবে।

হামির। যাক্ না তোমারই ত ভাই।

কুঞ্জ। এ রহস্যের কথা নয় যুবরাজ। আমি মহারাণার হাত থেকে তরবারি নিয়েছি, অধর্ম্ম আমি করতে পারব না।

হামির। আমিও ত এ দস্যুর হাত থেকে তরবারি নিয়েছিলাম। সে তরবারি এখনও আমার সঙ্গে আছে। অধর্ম্ম আমিও করতে পারব না।

কুঞ্জ। তাহলে আপনাকেও মরতে হবে যুবরাজ।

হামির ও কুঞ্জ পরস্পরকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল, এমন সময় সহসা অজয় সিংহ প্রবেশ করিলেন।

অজয়। ক্ষান্ত হও।

কুঞ্জ ও হামির। মহারাণা।

অজয়। এই আমার রাজবংশধর; এই আমার রাজস্থানের প্রজা। কাকে দেখাব আমি? মূর্খ আলাউদ্দিন, তুমি চিতোরের উষর মাটিটুকুই শুধু জয় করেছ, এই উদার মহান শক্তিমান জাতিকে আপন করতে পারনি। দস্যু মুঞ্জ, তুমি মুক্ত।

মুঞ্জ। মুক্ত!

অজয়। অসংখ্য অপরাধে অপরাধী তুমি, তবু আমি তোমায় মুক্তি দিলাম দস্যু। পার বাদশাহী সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে তুমি আবার এস কৈলোয়ারার দুর্গ জয় করতে। এতদিন আমার অস্ত্র ছিল না, তাই আমি তোমাকে ভয় করেছি। আজ দেখছি তুমি শৃগাল, আর আমি অমিত শক্তি গজরাজ।

মুঞ্জ। বটে! আমি তোমার কাছে শেয়াল? আচ্ছা, দেখব কত তোমাদের হিম্মৎ। এই, চলে আয়।

কুঞ্জ। আমি আর যাব না দাদা। এর পরেও যদি তুমি না ফেরো, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হবে। আজ বিদায়। [প্রস্থান।

মুঞ্জ। যা-যা শূয়ার! ছোটলোক, ইতর, বেইমান। স্পষ্ট বলে গেল, যুদ্ধে দেখা হবে। হারামজাদাকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, নিজে না খেয়ে খাইয়েছি। তোর ভাল হবে? ছাই হবে। তুই মুখে রক্ত উঠে—যাক্ গে, গোল্লায় যাক। আমার আর কি? এবার আমি একা খাব, পেট ভরে খাব।

হামির। শোন মুঞ্জ,—

মুঞ্জ। যাও-যাও, কি শুনব তোমাদের কথা? ডাকাত আমি নই; ডাকাত তোমরা। আমি সোনা-দানা লুট করি, আর তোমরা বুকের পাঁজর খুলে নাও। তোমরা দুশমন, শুধু আমার নয়। গোটা দুনিয়ার দুশমন। [প্রস্থান।

অজয়। যাও বাবা, যাত্রার লগ্ন বয়ে যায়। পঞ্চাশজন বরযাত্রী তোমার সঙ্গে যাবে। মালদেব বলেছে, বিবাহের পরই তোমাকে চিতোরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করবে। খলের ছলের অভাব নেই। মালদেবকে আমি তিলার্দ্ধ বিশ্বাস করি না। তবু তোমার মায়ের যখন একান্ত ইচ্ছা, তখন আমি বাধা দেব না। অভিষেকের দিন আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে। ভগবান তোমার সহায় হন।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। এ কি হামির, তুমি এখানে! যাত্রার লগ্ন বয়ে যায়, পুরনারীরা পুষ্পার্ঘ্য নিয়ে অপেক্ষা কচ্ছে, আর তুমি এসেছ তোমার পুরানো মনিবের আশীর্ব্বাদ নিতে?

হামির। মা, আর একবার ভেবে দেখ। এ বিবাহ সুখের হবে না।

লক্ষ্মীবাঈ। সুখের জীবন চাও তুমি হামির? ক্ষুদ্র জীবের মত নিশ্চিন্ত অলস জীবন যাপন করতে, স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখে আরামের কোলে অঙ্গ ঢেলে দিতে রাজপুতের জন্ম হয়নি। তোমাকে আমি রৌদ্রে পুড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজিয়ে লৌহমানব করে গড়ে তুলেছি সুখ ভোগ করার জন্য নয়, দুঃখ বিপদ ঝঞ্ঝার সঙ্গে পাঞ্জা লড়বার জন্যে, হীনবীর্য্য শৃগালের মত বিপদের ভ্রূকুটি দেখে কেন তুমি পালিয়ে যাবে? চিতোরের সিংহাসন তোমাকে জয় করতেই হবে। বিনা রক্তপাতে যদি হয়, উত্তম; না হয় রক্তের বন্যা বইয়ে দেবে।

হামির। তাই হবে মা, তাই হবে। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হক।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দিল্লী প্রাসাদ অলিন্দ।

মহম্মদ খিলজী ও বিসমিল্লার প্রবেশ।

মহম্মদ। আপনিই ফৌজদার বিসমিল্লা খাঁ?

বিসমিল্লা। জী হাঁ।

মহম্মদ। চিতোরে বাদশার প্রতিনিধি আপনি?

বিসমিল্লা। আমিই সে বান্দা জাঁহাপনা।

মহম্মদ। বান্দার বোধহয় স্মরণ নেই যে চিতোরের এক বছরের রাজস্ব রাজকোষে এখনও জমা হয়নি।

বিসমিল্লা। রাজস্ব আমি ঠিকই পাঠিয়েছিলাম জনাব, বাঁদীর বাচ্ছা হামির তা রাস্তা থেকে লুট করে নিয়েছে।

মহম্মদ। হামির কে?

বিসমিল্লা। অজয় সিংহের ভাইপো।

মহম্মদ। অজয় সিংহ? কৈলোয়ারার সেই নকল রাণা? তার ত দুটো অপদার্থ ছেলে ছিল জানি, ভাইপোর কথা ত শুনিনি।

বিসমিল্লা। আমরাও আগে শুনি নি জাঁহাপনা। বিশ বছর আগে যুবরাজ অরি সিংহের জরু ছ-বছরের একটা ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মালদেবের চর তাকে কবে খুন করে ফেলেছে। হঠাৎ একদিন শোনা গেল, সেই ছেলে জ্যান্ত হয়ে ফিরে এসেছে।

মহম্মদ। আর ফিরে এসেই বাদশাহী খাজনা লুঠ করে আবার শ্মশানে ফিরে গেছে। এর পরে একদিন উঠে এসে আপনার কলিজার রক্ত চুষে খাবে। ক ছিলিম গঞ্জিকা সেবন করে এসেছেন?

বিসমিল্লা। এ আপনি কি বলছেন জাঁহাপনা?

মহম্মদ। বাদশাহী রাজস্বের সঙ্গে সেপাই ছিল না?

বিসমিল্লা। একটা নয় জাঁহাপনা, পঞ্চাশজন সেপাই ছিল। পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে গাড়ী যখন আসছিল, তখন সেই শয়তান পাথরের চাঙ্গড় ফেলে সেপাইদের এমন জখম করলে যে তারা পালাবার পথ পেলে না। হামির তখন নিজে গাড়ী চালিয়ে কৈলোয়ারায় চলে গেল।

মহম্মদ। আর আপনি শুনে তোবা—তোবা করতে লাগলেন। ছাব্বিশ বছরের যুবক এতই শক্তিমান যে বাদশার ফৌজদারও তার ভয়ে কম্পমান?

বিসমিল্লা। ভয় আমি কাউকে করি না জাঁহাপনা। বহু

লড়াই আমি ফতে করেছি। হামিরের মত হাজার হাজার দুরন্ত যুবাকে আমি জ্যান্ত কবর দিয়েছি।

মহম্মদ। তবে হামিরের কাঁধে এখনও মাথাটা আছে কেন বেয়াকুব?

বিসমিল্লা। মাথা থাকত না জনাব। কবে আমি সে শয়তানের মাথাটা উড়িয়ে দিতে পারতুম; পারি নি শুধু মালদেবের বেইমানির জন্যে।

মহম্মদ। হুঁসিয়ার ফৌজদার, মালদেব আমাদের বিশ্বস্ত সামন্ত রাজা।

বিসমিল্লা। সেদিন আর নেই শাহান-শা। মালদেব যদি আশ-কারা না দিত, তাহলে কোথাকার কে হামির চিতোরের প্রাসাদে ঢুকে বাদশাহী পতাকা নামিয়ে দিতে পারত না।

মহম্মদ। বাদশাহী পতাকা নামিয়ে দিয়েছে হামির? চিতোরের প্রাসাদে কি মানুষ ছিল না? তাদের হাতে কি অস্ত্র ছিল না?

বিসমিল্লা। মানুষও ছিল, অস্ত্রও ছিল, ছিল না শুধু সেই রাজভক্তি যার জন্য সম্রাট আলাউদ্দিন মালদেবকে চিতোরের মসনদে বসিয়ে গেছেন।

মহম্মদ। আপনার ত রাজভক্তিও ছিল, সৈন্য-সামন্তও ছিল। আপনি কেন তাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে আমার কাছে নিয়ে আসেন নি?

বিসমিল্লা। বেঁধে কি বলছেন জাঁহাপনা? আমি তাকে লোহার খাঁচায় পূরে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। দুশো ফৌজ নিয়ে যখন কৈলোয়ারা আক্রমণ করলুম, অজয় সিংহ তখন পালাবার পথ পেলে না। হামির ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

মহম্মদ। তারপর কি?

বিসমিল্লা। তারপর রাজপুতে রাজপুতে মিলে গেল, আর আমি নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে ছুটে এলুম।

মহম্মদ। বেশ করেছেন। এখন রাজপুতানায় ফিরে গিয়ে খাজনা নিয়ে আসুন।

বিসমিল্লা। খাজনা কোথা থেকে আনব জনাব?

মহম্মদ। নিজের ঘর থেকে নিয়ে আসুন।

বিসমিল্লা। ঘরে কানাকড়িও নেই।

মহম্মদ। তাহলে বিবির গয়না খুলে আনুন।

বিসমিল্লা। বিবির গয়না থাকলে ত আনব?

মহম্মদ। বিশ বছর ফৌজদারি করেছেন, আর বিশ হাজার আশরফি সঞ্চয় করতে পারেন নি? আমি কোন কথা শুনব না। খাজনা আমার চাই, দশ দিনের মধ্যে চাই। রাজস্থানের বুকের উপর আপনাকে পাঁচশো বাদশাহী ফৌজ দিয়ে আমরা বসিয়ে রেখেছি কচি মুর্গীর কাবাব আর পিপে পিপে সরাব খেয়ে দিবা-স্বপ্ন দেখবার জন্য নয়। নিজের না থাকে, মালদেবের কাছে ঋণ করে রাজস্ব নিয়ে আসুন।

বিসমিল্লা। আমি আর মালদেবের মুখ দর্শন করব না।

মহম্মদ। হেতু?

বিসমিল্লা। মালদেব তার মেয়ের সঙ্গে হামিরের সাদি দিচ্ছে।

মহম্মদ। আপনার তাকে সাদি করার কথা ছিল না কি?

বিসমিল্লা। আমার নয় জাঁহাপনা। অমন আওরৎ দিল্লীর হারেমেই মানায়। আমি তাকে আপনার সঙ্গে সাদী দেবার প্রস্তাব করেছিলাম।

মহম্মদ। মালদেব রাজী হল না?

বিসমিল্লা। রাজী ত হলই না, উল্টে আমাকে দাঁত খিঁচিয়ে অপমান করলে। আপনি তাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে আসুন জনাব।

মহম্মদ। তা ত আনতেই হবে। সম্রাট আলাউদ্দিনের বংশধর আমি, সুন্দরী নারী মাত্রই আমার ভোগ্য, বিশেষতঃ সে যদি হিন্দু-নারী হয়।

বিসমিল্লা। তাহলে আর দেরী করবেন না জাঁহাপনা। সাত-দিন পরেই সাদী হবে।

মহম্মদ। হামির খুব সুপুরুষ বুঝি?

বিসমিল্লা। বিশ্রী; বিশ্রী।

মহম্মদ। বয়স কত? ছাব্বিশ বছর, না?

বিসমিল্লা। ছাব্বিশ বছর তার হাঁটুর বয়েস।

মহম্মদ। মালদেব তার মেয়েকে এমন কুপাত্রের সঙ্গে সাদি দিচ্ছে কেন?

বিসমিল্লা। জাঁহাপনার সঙ্গে তার সাদির প্রস্তাব করেছিলুম কিনা, তাই।

মহম্মদ। প্রস্তাবটা কি জাঁহাপনার জন্যে করেছিলেন, না নিজের জন্যে?

বিসমিল্লা। তোবা—তোবা। ও কথা বললে আমার কসুর হয় জনাব।

মহম্মদ। আপনার বৈষ্ণব বিনয় আমায় মুগ্ধ করেছে ফৌজদার সাহেব, আরও মুগ্ধ করবে, যখন আপনি বাদশাহী খাজনা এনে খাজাঞ্চিখানায় জমা দেবেন।

বিসমিল্লা। আজ্ঞে খাজনা—

মহম্মদ। হঁ্যা খাজনা। একেবারে তিন বছরের খাজনা একসঙ্গে নিয়ে আসবেন। আওরতের চেয়ে খাজনাটা আমার বেশী দরকার।

বিসমিল্লা। মালদেব আর আপনাকে খাজনা দেবে না। হামিরের সঙ্গে মেয়ের সাদি দিয়ে অর্দ্ধেক রাজ্য তাকে সওগাত দেবে।

মহম্মদ। কার রাজ্য?

বিসমিল্লা। আমি তাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, আমাকে তেড়ে মারতে এল, আর বললে—রাজ্য আমার, যাকে খুশী দেব, বাদশা কোন হ্যায়?

মহম্মদ। বটে! বাদশা কোন হ্যায়?

বিসমিল্লা। আমার বিশ্বাস, খাজনার গাড়ী মালদেবই হামিরকে দিয়ে লুট করিয়েছে। আমি তাকে তার প্রাসাদের মধ্যেই কোতল করতুম, শুধু আপনার গোঁসার ভয়ে নিজেকে সামলে রেখেছি।

মহম্মদ। বেশ করেছেন। যান আপনার সমস্ত ফৌজ প্রস্তুত করে রাখুন গে। আমি কালই চিতোর রওয়ানা হব।

বিসমিল্লা। আমি মোল্লা মৌলভীদেরও তৈয়ার রাখব, আপনি রাজকন্যাকে নিয়ে খোশবাগে পৌঁছলেই তারা আপনাদের সাদি দিয়ে দেবে। একদিকে হবে সাদি, আর একদিকে হবে—

মহম্মদ। হামিরের প্রাণদণ্ড। আপনারই হাতে আমি তাকে তুলে দেব।

বিসমিল্লা। আমি তাকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াব।

মহম্মদ। দেখবেন, কুত্তাটা যেন হিন্দু কুত্তা না হয়; তাহলে সে উল্টে আপনাকেই হয়ত কামড়ে ধরবে। হামিরের উপর আপনার বড় বেশী রাগ দেখছি। সে আপনাকে প্রহার করেনি ত?

বিসমিল্লা। বলেন। কি জাঁহাপনা? বিসমিল্লা খাঁকে প্রহার করবে কোথাকার কে হামির? আমিই বরং তাকে এমন মার দিয়েছি—

মহম্মদ। যে আপনার নিজেরই শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে।

বিসমিল্লা। জাঁহাপনা!

মহম্মদ। যান, কোন চিন্তা করবেন না। হামিরকে আমি নিশ্চয়ই আপনার সামনে উপস্থিত করব। আপনি দূর থেকে পাথর ছুঁড়ে তার মাথা ফাটিয়ে দেবেন।

বিসমিল্লা। শুধু মাথা ফাটাব? আমি তাকে জবাই করব, তবে আমার নাম বিসমিল্লা খাঁ।

[প্রস্থান।

মহম্মদ। বুড়ো শেয়াল, যেমন ধূর্ত্ত, তেমনি মিথ্যাবাদী।

সুজন সিংহের প্রবেশ।

সুজন। মহামান্য দিল্লীশ্বরের জয় হোক।

মহম্মদ। কে তুমি? কার অনুমতি নিয়ে এখানে প্রবেশ করলে?

সুজন। অনুমতি কারও নিইনি সম্রাট। দোর খোলা পেয়ে অলক্ষ্যে প্রবেশ করেছি। ইচ্ছা হয়, আপনি আমাকে দণ্ড দিতে পারেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি আপনার অনিষ্ট করতে আসি নি; উপকার করতেই এসেছি।

মহম্মদ। তুমি কে?

সুজন। আমি মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহের পৌত্র সুজন সিং। আমার পিতা অজয় সিংহ—

মহম্মদ। নকল মহারাণা অজয় সিংহ তোমার পিতা? বিশ বছর

ধরে তোমরা আমাদের সঙ্গে দুশমনি করেছ। বার-বার আমি চিতোরের রাজদণ্ড ফিরিয়ে দিতে তোমার পিতাকে হুকুম দিয়েছি, কৈলোয়ারার প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে নিষেধ করেছি, তোমার পিতা গ্রাহ্যও করেন নি। রাজদ্রোহীর পুত্র তুমি, —কি সংবাদ নিয়ে দিল্লীর প্রাসাদে প্রবেশ করেছ?

সুজন। বিশ্বাস করুন সম্রাট, রাজদ্রোহী আমার পিতা, আমি নই। রাজদণ্ড ফিরিয়ে দিয়ে আপনার বশ্যতা স্বীকার করতে পিতাকে আমি বহু অনুরোধ করেছি, তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করেন নি। পুত্রেরা তাঁর কেউ নয়, তাঁর একমাত্র আত্মীয় হামির।

মহম্মদ। হামির কে? অজয় সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র বুঝি?

সুজন। পিতার তাই বিশ্বাস। কিন্তু আমি একথা তিলার্দ্ধ বিশ্বাস করি না। যুবরাজ অরি সিংহের শিশুপুত্র বহুদিন পূর্ব্বে অপঘাতে মরেছে। তার মা রাজদণ্ডের লোভে পথের একটা ভিক্ষুককে এনে পিতাকে প্রবঞ্চনা করেছে।

মহম্মদ। তোমার পিতা তাহলে রাজদণ্ড হামিরকেই দিয়েছেন?

সুজন। না দিয়ে থাকলেও অচিরেই দেবেন।

মহম্মদ। তুমি চেয়ে নিতে পারলে না?

সুজন। আপনি বলেন কি সম্রাট? রাজদণ্ডে আমাদের কোন অধিকার নেই। চিতোরের সিংহাসন যাঁর, রাজদণ্ডও তাঁরই প্রাপ্য।

মহম্মদ। শুনছি হামির নাকি চিতোরের সিংহাসন অধিকার করবে?

সুজন। সেই কথা বলতেই আমি এসেছি সম্রাট। সমগ্র মেবার দাবানলের মত জ্বলে উঠেছে। অক্ষম অকর্ম্মণ্য মালদেব রাজ্যশাসনে সম্পূর্ণ অক্ষম। কৈলোয়ারার কেল্লা দখল করবার জন্যে সে বার-

বার চেষ্টা করেছে, একবারও সফল হতে পারে নি। ভয় পেয়ে সে এখন হামিরকে রাজকন্যার সঙ্গে অর্দ্ধরাজ্য দান করে সন্ধি করতে চাইছে।

মহম্মদ। রাজ্যটা তাহলে মালদেবের পৈতৃক সম্পত্তি দেখছি। সন্ধির ষড়যন্ত্রে তোমার পিতাও যোগ দিয়েছেন, না?

সুজন। হামির পিতাকে যাদু করেছে।

মহম্মদ। কোথায় সে যাদুকর? সে বাদশাহী রাজস্ব লুণ্ঠন করেছে। আমি তাকে জ্যান্ত কবর দেব।

সুজন। শুনেছি বরযাত্রীর দল নিয়ে সে চিতোরের পথে যাত্রা করেছে। যদি রাজদ্রোহীদের চূর্ণ করে মেবারে বাদশাহী প্রভুত্ব অটুট রাখতে চান, তাহলে চিতোরের সমস্ত বাদশাহী ফৌজ নিয়ে আপনি প্রাসাদ অধিকার করুন। হামিরকে হত্যা করুন, বিশ্বাস-ঘাতক মালদেবকে সিংহাসন থেকে টেনে এনে পথের ধূলোয় নিক্ষেপ করুন।

মহম্মদ। তাত করতেই হবে। কিন্তু হামির গেলেও অজয় সিংহ ত থাকবেন, আবার তিনি একটা ভাইপো জুটিয়ে নেবেন। তাঁর কি করব?

সুজন। তাকে বন্দী করুন বা হত্যা করুন, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।

মহম্মদ। সাবাস্ রাজপুত! কিন্তু আমি ত যাচ্ছি চিতোরের প্রাসাদে, তোমার পিতা আছেন কৈলোয়ারায়,—

সুজন। যদি সৈন্য সাহায্য পাই, আমি নিজেই কৈলোয়ারা অধিকার করে দিতে পারি।

মহম্মদ। তোমার পিতা যদি বাধা দেন?

সুজন। তাহলে তাকে মরতে হবে।

মহম্মদ। তুমি একজন মহাপুরুষ দেখছি। তোমার এ মহত্ত্বের মূল্য আমি অবশ্যই দেব।

সুজন। মহত্ত্ব এ নয় সম্রাট। এ আমার কর্ত্তব্য। যে ভাবেই হক, চিতোরের সিংহাসন যখন আপনারা অধিকার করেছেন,—

মহম্মদ। আর রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন—

সুজন। তখন আমাদের উচিত—

মহম্মদ। নতশিরে বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করা।

সুজন। পিতা যখন তা করেন নি—

মহম্মদ। তখন তিনি পিতা নামের অযোগ্য। কি নাম বললে? সুজন সিং? মারহাব্বা! সব রাজপুত যদি তোমার মত সুজন হত, তাহলে পদ্মিনী আগুনে পুড়ে মরত না; দিল্লীর বাদশাহের চোখের ঘুম আর মুখের আহার বিদ্রোহের ভাবনায় ঘুচে যেত না। যাও সুজন সিং, আমি তোমাকে সৈন্য সাহায্য দেব। হামিরকে যদি ধ্বংস করতে পারি, আর মালদেবকে যদি মসনদ থেকে নামিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে তোমাকে আমি ভুলব না।

সুজন। সম্রাট মহানুভব।

মহম্মদ। মহানুভব সম্রাটের গরীবখানায় আজ আতিথ্য গ্রহণ কর। কাল তুমি সসৈন্যে যাত্রা করবে।

সুজন। সম্রাটের জয় হক।

[প্রস্থান।

মহম্মদ। আমগাছে মাকাল ফলেছে দেখছি। সব তাঁর মর্জ্জি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

চিতোর রাজ-প্রাসাদ।

নেপথ্যে শঙ্খনাদ।

মালদেবের প্রবেশ।

মালদেব। অভিশাপ দিও না পিতৃপুরুষগণ। নরকে যদি যেতে হয়, আমিই যাব। কমল আমার অবোধ মেয়ে, তার কোন অপরাধ নেই। কোনদিন কোন পাপ তাকে স্পর্শ করে নি। সে যেন সুখী হয়।

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। পিতা,—

মালদেব। দেখ বনবীর, দেখ—মেয়েটার মুখে হাসি যেন আর ধরছে না। আর কি সুন্দর মানিয়েছে দেখ। মনে হচ্ছে, হরগৌরী যেন মর্ত্তে নেমে এসেছে। তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

বনবীর। আনন্দ হচ্ছে না পিতা? এত বড় শত্রু আজ মুঠোর মধ্যে এসে ধরা দিয়েছে।

মালদেব। ভুলে যাও বনবীর। তুমি নিজের হাতে ওকে ভগ্নী সম্প্রদান করেছ,—

বনবীর। বাঁ-হাতে সম্প্রদান করেছি, বাঁ-হাতে যমালয়ে পাঠাব।

মালদেব। না—না বনবীর,—অর্দ্ধরাজ্য না দিতে চাও, দিও না,—এই মুহূর্ত্তে ওদের কৈলোয়ারায় বিদেয় করে দিতে চাও, তাতেও

আমার আপত্তি নেই। কিন্তু অস্ত্রাঘাত করো না, মাথায় বজ্রপাত হবে।

বনবীর। বজ্রপাত হয়, আমার মাথায় হবে, আপনার মাথা অক্ষত থাক। আপনি যান পিতা, এখানে আর অপেক্ষা করবেন না।

মালদেব। বনবীর।

বনবীর। কার মুখ দেখে আপনি মুগ্ধ হয়েছেন পিতা? আপনি কি মনে করেছেন কমলকে নিয়ে সে সুখে ঘর করবে? যে মুহূর্তে সে শুনবে যে কমল বিধবা, সেই মুহূর্তেই সে তার শিরশ্ছেদ করবে।

মালদেব। কি বলছ তুমি?

বনবীর। সে সুযোগ আমি তাকে দেব না।

মালদেব। তা কি করে দেবে? কিন্তু ছেলেটা বড় সুন্দর।

বনবীর। সাপও দেখতে সুন্দর পিতা, কিন্তু তার ছোবল সুন্দর নয়। যান পিতা, দিল্লীশ্বর মহম্মদ খিলজি নগরের প্রান্তে উপস্থিত হয়েছেন।

মালদেব। কেন? কেন? তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য?

বনবীর। উদ্দেশ্য আপনার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করা, বাদশাহী পতাকা যে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, তার সঙ্গে কেন আপনি সন্ধির আয়োজন করেছেন। আপনি যান পিতা; গিয়ে তাঁকে বলুন, এ সন্ধি নয়, সন্ধির ছলনায় বৈরনির্য্যাতন।

মালদেব। কিন্তু আমি ভাবছিলাম—

বনবীর। ভাবনার কিছু নেই পিতা। এই মুহূর্তে যদি আপনি যাত্রা না করেন, তাহলে বাদশাহী সৈন্য এসে চিতোরের প্রাসাদ সমভূমি করে দিয়ে যাবে। আমরা ত মরবই, কমলকেও তারা

তাঞ্জামে তুলে দিল্লীর হারেমে নিয়ে যাবে। বাইরে বেরুলেই দেখতে পাবেন, বাদশাহী সৈন্য প্রাসাদ অবরোধ করে অপেক্ষা কচ্ছে, বাদশা এলেই একসঙ্গে সহস্র বজ্র গর্জ্জে উঠবে।

মালদেব। না-না, তা আমি হতে দেব না। আমি এখনি যাচ্ছি। তুমি হামিরকে—যাক্ যাক্, তুমি যা বোঝ, তাই করো। ওঃ—রাজা যদি পিতা হয়, তার মত দুর্ভাগা কেউ নেই।

[প্রস্থান।

বনবীর। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

তপনের প্রবেশ।

তপন। বাবা, বাইরে এত সৈন্য-সামন্ত কোথা থেকে এল ?

বনবীর। কৈলোয়ারা থেকে এসেছে।

তপন। কেন ?

বনবীর। তোমার পিসীমাকে বরণ করে নিয়ে যাবার জন্য।

তপন। কি বলছ তুমি ? এ যে সব দাড়ি, একজনেরও গোঁফ নেই। আমি ছাদের উপর থেকে একজনের মাথায় একটা ব্যাং ফেলে দিয়েছিলাম ; সে আঁতকে উঠে বললে,—"ইয়া আল্লা !" এর অর্থ কি বাবা ? তুমি কি পিসীকে যমের বাড়ী পাঠাবার আয়োজন কচ্ছ ?

বনবীর। কি বলছ পাগলের মত ? আমি তার ভাই।

তপন। তুমি তার ভাই, কিন্তু সে তোমার কেউ নয়।

বনবীর। তোমার মত অপদার্থ ছেলে যত শীঘ্র মরে, ততই দেশের মঙ্গল।

[প্রস্থান।

তপন। তোমার মত অখাদ্য পুরুষ যত শীগ্‌গির বিদেয় হয়, ততই জগতের মঙ্গল। কিন্তু কথাটা ত বোঝা গেল না। ওই মা জননী আসছে, দেখি ইনি কি বলেন।

হীরাবাঈয়ের প্রবেশ।

হীরাবাঈ। ছোটলোকের মেয়ে। রাণী হবার স্বপ্ন দেখছে। [তপন ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল] কে কাঁদছে? তপন? কাঁদছিস কেন? তবু কাঁদে? কে মেরেছে? বল না ছোটলোকের বাচ্ছা। আবার? বলি হয়েছে কি?

তপন। আমি তাহলে রাজপুত্র হতে পাব না?

হীরাবাঈ। কেন পাবি না?

তপন। কি করে পাব? বাবা ত রাজা হবে না।

হীরাবাঈ। হয়ে বসে আছে।

তপন। পিসীর বর ত রাজা হবে।

হীরাবাঈ। রাজা হবে না, বাদশা হবে।

তপন। বাদশা হবে?

হীরাবাঈ। নিশ্চয়ই হবে, তবে এ পারে নয়, ওপারে। তুই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমো গে যা। কাল ঘুম থেকে উঠে দেখবি, তোর বাবা হয়েছে রাণা, আর তুই হয়েছিস যুবরাজ। ওরে, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর—তারপর দেখবি তোর ভাগ্য খুলে গেছে। তোর ছোটলোক দাদুটাকেও আর সিংহাসনে বসতে হবে না।

তপন। পিসীর বরের কি করবে?

হীরাবাঈ। ও ত এখনি মরবে।

তপন। তবে পিসীর সঙ্গে ওর বিয়ে দিলে কেন?

হীরাবাঈ। সে তুই ছোটলোকের ছেলে বুঝতে পারবি না। এর নাম হচ্ছে রাজনীতি।

তপন। আচ্ছা, তাহলে পিসী কি করবে মা?

হীরাবাঈ। ছোটলোকের মেয়েরা যা করে, তাই করবে। হয় আমার দাসীবৃত্তি করবে, না হয় মরবে।

তপন। এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এল। তুমি তাহলে রাণী হবেই হবে।

হীরাবাঈ। না হলে ছোটলোকের ঘরে এসেছি কেন?

তপন। তাত বটেই। তুমি হচ্ছ ভদ্রলোকের মেয়ে, রাণী না হলে কি তোমাকে মানায়? লোকে কিন্তু বলে, তোমার বাপ কোমরে গামছা বেঁধে ভূট্টা ক্ষেতে জল দিত, আর তুমি লাঠি নিয়ে শূয়ার তাড়াতে।

হীরাবাঈ। তবে রে ইতরের বাচ্ছা, তোর মরণ হয় না?

তপন। হবে মা, হবে। আগে তোমার রাণী হওয়ার আয়োজন করি, তারপর মরব। মনে রেখো—তোমরা যেমন গোখরো সাপ, আমিও তেমনি রোজা।

[প্রস্থান।

হীরাবাঈ। হতভাগার কথা শুনেছ? ভাল হবে কোত্থেকে, এক পুরুষের ভদ্রলোক ত। ওর চৌদ্দপুরুষ রাজবংশের জুতোর ধুলো জিভ্ দিয়ে চাটত।

জহরবাঈয়ের প্রবেশ।

জহরবাঈ। ওরে ও বৌরাণি, তুই এখানে? আমি তোকে বাড়ীময় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

হীরাবাঈ। কেন, কার গরু চুরি করেছি?

জহরবাঈ। গরু চুরি করবি কেন? তোর ননদের বিয়ে, আর তোর দেখাই নেই—এর অর্থটা কি? আয় আয়, দেখবি আয়; হরগৌরী মর্ত্তে নেমে এসেছে।

হীরাবাঈ। তুমি গিয়ে ভাল করে দেখ। আমি ওসব ছোটলোকী ব্যাপার দেখতে চাইনে।

জহরবাঈ। ছোটলোকী ব্যাপার কি রকম? তুই বলছিস কি হীরাবাঈ?

হীরাবাঈ। বলছি তোমার মাথা। বিধবার যদি বিয়ে হয়, তুমি কেন আর একটা বিয়ে কর না?

জহরবাঈ। তুই ঘটকালি করে দেনা জুটিয়ে, দেখ্ বিয়ে করি কিনা। হাঁ করে রইলি কেন? ওদের বরণ করে ঘরে তুলবি না?

হীরাবাঈ। তুমি গিয়ে বরণ কর না। আমি বিধবা বরণ জানি নে। আমার গা বমি বমি কচ্ছে।

জহরবাঈ। তাই বুঝি রাজকন্যের বিয়েতে শাঁখ বাজল না, ভাটেরা ছড়া কাটল না, পুরনারীরা স্ত্রী আচার করলে না? এসব তোমার কারসাজি? তুই মেয়েটাকে দশ বছর জ্বালিয়েছিস। ভগবান এতদিন পরে মুখ তুলে চেয়েছেন,—তুই শয়তানী তাতেও বাদ সাধতে চাস? কোথায় গেল তোর ভ্যাড়া সোয়ামীটা?

হীরাবাঈ। বেরিয়ে যাও তুমি আমার বাড়ী থেকে?

জহরবাঈ। তোর বাড়ী? বটে? তোর ভ্যাড়া সোয়ামী রাণা হবে, আর তুই হবি রাণী? হাত ধুয়ে বসে থাক। আর একদিন পেট ভরে খেয়ে নে। হামির যখন চিতোরের রাণা হবে, আর আমার দিদি হবে রাণী, তখন আমিই তাদের বলব তোদের দুটোকে যেন কূলোর বাতাস দিয়ে বের করে দেয়।

হীরাবাঈ। সেই আশায় তুমি বুক বেঁধে বসে থাক বুড়ি। আমিও বলে যাচ্ছি, তোমাদের ছোটলোকের ঝাড় আমি ঝেঁটিয়ে রাজবাড়ী থেকে বিদেয় করব, তবে আমার নাম হীরাবাঈ।

[প্রস্থান।

জহরবাঈ। যেমন দেবা, তেমনি দেবী—এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্। [হামির ও কমলমণির প্রবেশ] এস ভাই, এস। এ তোমারই বাড়ী, তোমারই ঘর। একদিন এই ঘরেই তুমি জন্মেছিলে। নসীবের দোষে ইন্দ্রপুরী ছারখার হয়ে গেল, রাজা হল ভিখিরী, ভিখিরী হল রাজা। মনে দুঃখ করো না দাদা। যা গেছে তা গেছে; আমার দিদিকে নিয়ে সুখে ঘর কর তুমি। আমার ছেলের উপর কোন অভিমান রেখো না। মানুষ সে বড় খারাপ ছিল না, ওই বাদশা মড়া তার মাথা বিগড়ে দিয়েছিল। নইলে—

কমলমণি। তুমি চুপ কর না।

জহরবাঈ। তাত করবই। সারারাত কি তোমাদের বিরক্ত করব? আমি যাচ্ছি; এবার তুমি সারারাত ধরে বকো। ওঃ—অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ছে না। ওরে, অমন দিন আমারও ছিল। আমি কিন্তু একলা খাইনি, দিয়ে থুয়ে খেয়েছি। বসো দাদা বসো, আমি তোমার শ্বশুরকে ডেকে নিয়ে আসছি। এমন আনন্দের দিনে কেন সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে? ওরে ও মালদেব—মালদেব, —যত সব— [প্রস্থান।

হামির। রাজকুমারি,—

কমলমণি। কি বলছ?

হামির। এর অর্থ কি বলতে পার?

কমলমণি। কিসের অর্থ কুমার?

হামির। তোমার পিতা কোথায়? তাঁরই আহ্বানে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করতে আমি এসেছি, অথচ এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি আমায় দর্শন দিলেন না? এ কি সময়াভাব, না ইচ্ছাকৃত অবহেলা?

কমলমণি। অবহেলা নয় কুমার, এ তাঁর দুর্ভাগ্য।

হামির। কেন? আমি কি সাপ না বাঘ?

কমলমণি। সাপ হলে মাথায় লাঠি মারা যায়, বাঘ হলে সিংহ লেলিয়ে দেওয়া যায়। তুমি যে মানুষের মত মানুষ।

হামির। মানুষ বলেই কি মানুষের ছায়া আমি দেখতে পাচ্ছি না? এতগুলো বরযাত্রী নিয়ে আমি চিতোরে এসেছি, তাদের অভ্যর্থনা করতে চিতোরের প্রাসাদে কি মানুষ ছিল না? সৈন্য-সামন্ত রাজকর্ম্মচারীর দল—সবাই কি অবগুণ্ঠন টেনে অন্তঃপুরে লুকিয়ে আছে? কে দেবে এর জবাব?

কমলমণি। আমিই দেব কুমার। দুঃখ করো না বীর, সমগ্র মেবার গাইবে তোমার জয়গান, মহাকাশ ধরবে তোমার মাথায় রাজছত্র, আরাবল্লীর শিখরে শিখরে চারণ কবি করবে তোমার উদ্দেশ্যে শঙ্খনাদ। এরা অন্ধকারের জীব, আলোর স্পর্শ এদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। পশুর সঙ্গে এদের বাস; মানুষের মর্য্যাদা এরা কি বুঝবে? এই দেশদ্রোহী বেইমানের দল তোমার যোগ্য সম্মান দিলে না, তুমি সিংহাসনে বসে এদের ভাল করে বুঝিয়ে দিও, মানীর মানহানি করলে রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

হামির। মা ঠিকই বলেছিলেন, গোবরেও পদ্মফুল ফোটে। কাছে এস কমল।

কমলমণি। না কুমার। তুমি রাজ্য নাও, কিন্তু রাজকন্যাকে নিও না। আমি জানব, তুমি আমার স্বামী। কিন্তু তুমি মনে

করো, আমি তোমার কেউ নই। তোমার ছবি বুকের মধ্যে এঁকে নিয়ে আমি তোমার পথ ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। কাছে থেকে আমি তোমার উন্নত শির অবনত করব না।

হামির। কমল!

কমলমণি। সমগ্র দেশ তোমার মুখ চেয়ে আছে। আমার কলুষিত স্পর্শে তোমার ব্রত ভঙ্গ হবে! পথ ছাড়, ওগো পথ ছাড়।

হামির। কলুষিত তোমার স্পর্শ? তুমি কি মালদেবের কন্যা নও? তুমি কে? তুমি কি?

কমলমণি। আমি বিধবা।

হামির। বিধবা! তুমি বিধবা! তাই চারিদিক থেকে ভেসে আসছে চাপা হাসির গুঞ্জন, তাই তোমার ভাই বনবীর বামহস্তে ভগ্নী সম্প্রদান করেছে। এই জন্যেই মালদেব এত বড় শত্রুকে আদর করে এনে কন্যা দান করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এ তবে বিবাহ নয়, বিবাহের অভিনয়? রাণা বংশের মুখে কলঙ্কের কালিমা লেপন করার এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র! কেন তুমি একথা আমাকে আগে বল নি?

কমলমণি। কেন বলি নি? বললে বিশ্বাস করবে? তোমার কথায় আমি সহস্র কোকিলের কণ্ঠ শুনেছিলাম, তোমার দুঃসাহসিক দেশপ্রেম আমায় পাগল করেছিল, তোমার অপরিসীম দুর্ভাগ্য আমায় মমতার বন্ধনে বেঁধেছিল।

হামির। তাই এক স্বামীর স্মৃতি মাটি চাপা দিয়ে আর এক স্বামীর হাতে হাত তুলে দিলে? তোমার লজ্জা হল না?

কমলমণি। না, লজ্জা হয় নি। ছ-বছর বয়সে আমি বিধবা হয়েছিলাম। স্বামীকে আমার মনেও নেই। কখনও তাকে আপন

বলে ভাবতেও আমি শিখিনি। বিশ্বাস কর আর নাই কর, আমার জীবনে আমি একজনকেই ভালবেসেছি, সে যুবরাজ হামির। শাস্ত্র যদি বলে তুমি আমার স্বামী নও, সে শাস্ত্র আমার পায়ের তলায় থাকবে, মাথায় উঠবে না। তবু তোমার জন্যেই আমি পাষাণে বুক বেঁধে তোমায় ত্যাগ করে যাচ্ছি। আশীর্ব্বাদ কর যেন আর আমাদের দেখা না হয়। [দূর হইতে প্রণাম করিল]

হামির। যাবে কেন নারি? তোমার পিতার প্রাসাদ আমি তোমারই রক্তে রাঙিয়ে দেব। [তরবারি উত্তোলন]

তপনের প্রবেশ।

তপন। [মাঝখানে দাঁড়াইয়া] খুব বীরপুরুষ ত, পুরুষের সঙ্গে না পেরে নিজের স্ত্রীর মাথা নিতে অস্ত্র তুলেছেন?

হামির। কি বলছ তুমি বালক?

তপন। বলবার কি সময় আছে যে বলব? নইলে দশটা কথা শুনিয়ে দিতাম। যান, পালান, যম আসছে।

হামির। কে যম?

তপন। তার নাম যুবরাজ বনবীর?

হামির। কোথায় সে শয়তান? আমি তাকে দেখব।

তপন। আর দেখে কাজ নেই। পালান কুমার, শীগগির পালান। এরা আপনাকে বিয়ের ছল করে নিয়ে এসেছে হত্যা করবে বলে।

কমলমণি। হত্যা! অ্যাঁ! এ তুই বলছিস কি তপন?

তপন। দোহাই পিসি, কথা বাড়াস নি। ওরে, আর এক মুহূর্ত্ত সময় নেই। বাবা তলোয়ার হাতে নিয়ে আসছে। বাদশাহী সৈন্য প্রাসাদ ঘিরে রেখেছে। কৈলোয়ারার একজন মানুষকেও ওরা ফিরে

যেতে দেবে না। যা পিসি, তোরা যা। এ ঘরের পেছনে যে দেবালয় আছে, তার একটা দোর আমি খুলে রেখে এসেছি। সেখানে কোন বাদশাহী সৈন্য নেই। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? যাবেন ত যান; নইলে এখনি মরতে হবে।

কমলমণি। যাও কুমার, আর বিলম্ব করো না।

হামির। পালিয়ে যাব? ভীরু শৃগালের মত নিজের প্রাণ নিয়ে আত্মগোপন করব, আর আমার সঙ্গে যারা এসেছে, তাদের এরা মূষিকের মত বধ করবে? তা হবে না। বাঁচতে হয়, তাদের নিয়েই বাঁচব, না হয় তাদের সঙ্গে গলা জড়িয়ে মরব। কিন্তু যাবার আগে এই বিশ্বাসঘাতক মানুষরূপী জানোয়ারগুলোকে দেখিয়ে দিয়ে যাব যে মহারাণা অজয় সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র মূষিক নয়, সিংহ।

কমলমণি। সে সুযোগ পরেও তুমি পাবে স্বামি! মরে গেলে তুমিই শুধু মরবে না, আমি মরব, তোমার দেশটাও মরবে। যাও বীর যাও, এই প্রবঞ্চনা এই বিশ্বাসঘাতকতার চরম প্রতিশোধ নিতে হবে। যারা তোমার পিতাকে আর তোমার পিতৃব্যদের হত্যা করেছে, তোমারই ঘরে তোমাকে ডেকে এনে হত্যার আয়োজন করেছে, তাদের বিরুদ্ধে সমগ্র মেবারকে আমরা ক্ষেপিয়ে তুলব। জয় হবে না? ধর্ম্ম কি মুখ ঢেকেছে? ভগবান বলে কি কেউ নেই?

হামির। তোমার কথাই আমি শুনব কমল। কিন্তু একা আমি যাব না। বিবাহ যখন করেছি, তখন শত্রুর ঘরে তোমায় আমি রেখে যাব না। চল মায়ের কাছে চল।

কমলমণি। কুমার,—

তপন। যা পিসি, তোরা যা।

হামির। বালক,—তোমার মহত্ত্ব আমি ভুলব না। যদি দিন পাই,

তোমার এ উপকারের সহস্রগুণ প্রতিদান আমি দেব। তোমার কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ সেদিন শোধ করব। এস কমল।

কমলমণি। তপন,—

তপন। যা পিসি। আর বাপের বাড়ী আসিস না। এরা যদি মরে, তুই চোখের জল ফেলিস নি পিসি। এরা খুনী, এরা মহাপাপী।

কমলমণি। চুপ কর; তোর বাবা শুনতে পেলে তোকেও বাঁচতে দেবে না। আমার জন্যে বাপ মার সঙ্গে কলহ করো না যাদু। তুমি বড় হও, আমার মাথায় যত চুল, তত বছর তোমার পরমায়ু হক।

হামির। প্রহ্লাদ দৈত্য বংশের মুখোজ্জ্বল করেছিল, তোমার পুণ্যে এই বেইমানের বংশের মহাপাপ ধৌত হক।

[কমল সহ প্রস্থান।

তপন। ভগবান্, মারতে হয় আমাদের সবাইকে মার,—পিসীকে তুমি সুখী কর, আর যেন ও বিধবা না হয়।

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। কে এখানে?

তপন। আমি বাবা, তোমার বংশপ্রদীপ তপন।

বনবীর। হামির কোথায়?

তপন। চলে গেছে বাবা।

বনবীর। চলে গেছে! কোথায় গেল, কোনদিকে গেল?

তপন। যেদিকে দুচোখ যায়, সেইদিকে গেছে বাবা।

বনবীর। চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী, কোন পথে গেল?

তপন। একটা পথ আছে বাবা। সে শুধু দাদু জানে, আর আমি জানি।

বনবীর। কোথায় সে পথ? বল বল,—এখনও তারা বেশীদূর যেতে পারে নি। বল্ হতভাগা বল্।

তপন। বলব না। তোমার মহাশত্রুকে ওই পথে আমি বের করে দিয়েছি, একদিন ওই পথেই তাকে নিয়ে আসব তোমার এই বেইমানির প্রতিশোধ নিতে। কোথায় যাচ্ছ বাবা? পথ নেই।

বনবীর। তপন!

তপন। বসে থাক ওইখানে। রাত ভোর হোক, তারপর পথ ছেড়ে দেব।

হীরাবাঈয়ের প্রবেশ।

হীরাবাঈ। ওগো, তুমি দেখেছ? সত্যি হরগৌরী মর্ত্তে নেমে এসেছে। তুমি আমার হাতে অস্ত্র দিয়েছ। আমি ছুরি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি ত দাঁড়িয়েই আছি। পোড়ামুখী আমাকে প্রণাম করে স্বামীর হাত ধরে নিঃশব্দে চলে গেল। আমার মনে হল, আমার মেয়ে বুঝি শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে। আমি বললুম, সুখে থাক।

বনবীর। ছুরিটা বসিয়ে দিতে পারলে না?

হীরাবাঈ! তুমি হলেও পারতে না। কাজ নেই আমার রাণী হয়ে। ফুল আন, মিষ্টান্নের জোগাড় কর, চল আমরা কৈলোয়ারায় গিয়ে ফুলশয্যা করে আসি। হারামজাদী আমায় দশ বছর জ্বালিয়েছে, যাবার সময়ও আমার বুকটা ভেঙ্গে দিয়ে গেল? শত্রু, মহাশত্রু; বুঝলে?

বনবীর। বেরিয়ে যাও আমার সম্মুখ থেকে।

হীরাবাঈ। তোর বাপটা পাগল হল নাকি রে তপন?

তপন। আমিও পাগল হয়েছি মা, তোমার এই মায়ের মূর্ত্তি দেখে।

বনবীর। পথ ছাড় বলছি।

তপন। না—না। [তরবারি বাগাইয়া ধরিল]

বনবীর। তবে যমালয়ে যা শত্রু। [তপনের বুকে তরবারি বিঁধাইয়া দিল, তপন পড়িয়া গেল।]

হীরাবাঈ। একি করলে শয়তান? কি করলে তুমি? রাজ্য-লোভ কি এতই বেশী তোমার যে অপত্য স্নেহকেও তা ছাপিয়ে যাবে? তুমি মানুষ না পশু? ভাল করে রাজ্য ভোগ কর। কি আর বলব? এই রাজ্য লোভই যেন তোমার কাল হয়। তপন, আমার যাদু, আমার মাণিক,—

তপন। কাঁদিস্ না মা। যুবরাজ বলেছে,—আমার পুণ্যে এই বেইমানের পাপ ধুয়ে মুছে যাবে। বংশের পাপ ধুয়ে যাক্ জাতির মঙ্গল হক, দেশের মুক্তি হক্। মা—মা,— [মৃত্যু]

বনবীর। তপন,—

হীরাবাঈ। সরে যাও, সরে যাও বলছি দেশদ্রোহি বেইমান। তোমার ছায়া যদি আমার ছেলের গায়ে লাগে, আমি তোমার অস্ত্র দিয়েই তোমাকে কুকুরের মত হত্যা করব।

বনবীর। ছেলের সঙ্গে তুমিও নরকে যাও শয়তানি!

[গলাধাক্কা দিয়া ফেলিয়া প্রস্থান।

হীরাবাঈ। [তপনের মৃতদেহের উপর পড়িয়া গেল] তপন, তপন,—নেই, ফুরিয়ে গেছে। ভালই করেছ যাদু। এ বংশের পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল। চল বাবা, যেখানে রাজবংশের এগারোজন দিক্পাল ঘুমিয়ে আছে, তোমাকেও সেইখানে ঘুম পাড়িয়ে রাখি।

[মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কৈলোয়ারার দুর্গ।

বালকের বেশে কমলমণির প্রবেশ।

কমলমণি। মহারাণা, মহারাণা, চন্দাবৎ সর্দ্দার,—কেউ জেগে নেই? সৈন্যগণ, জাগো; রক্ষী, প্রহরি, শাস্ত্রির দল, জাগো। শত্রু চারিদিকে শত্রু।

অজয় সিংহের প্রবেশ।

অজয়। কে তুমি বালক এ নিশীথ রাত্রে ঘুমন্ত দুর্গের ঘুম ভাঙ্গাতে এসেছ? দুর্গে তুমি প্রবেশ করলে কি করে? দোর খুললে কে?

কমলমণি। কেউ খোলে নি মহারাণা। দুর্গপ্রাকারের ফাটলের মধ্যে একটা অতিকায় সাপ প্রবেশ কচ্ছিল, আমি তার ল্যাজ ধরে উঠে এসে ভেতরে লাফিয়ে পড়েছি।

অজয়। কে তুমি দুঃসাহসী বালক?

কমলমণি। আমি রাজপুত। আমার পিতা চিতোরের রাণা মালদেব।

অজয়। মালদেব! এই নিশীথ রাত্রে এমনিভাবে তোমার ত এখানে আসবার কথা নয়। এ অপরিণত বয়সে কেন তোমার এ মরণের সাধ হল? পাহাড়ী সাপে যদি দংশন করত, কোন রোজা

তোমায় রক্ষা করতে পারত না। রক্ষীরা যদি তোমায় দেখতে পেত, কেটে দুখানা করে নর্দ্দামায় ফেলে দিত।

কমলমণি। জানি মহারাণা। কিন্তু এ ছাড়া উপায় ছিল না।

অজয়। কেন উপায় ছিল না? চিতোরের সংবাদের অপেক্ষায় আমরা প্রস্তুত হয়ে বসে আছি দ্বারীকে বললেই সে দ্বার খুলে দিত। কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্ছি না, এত লোক থাকতে তোমার পিতা কেন তোমাকে পাঠিয়েছেন আমাদের নিমন্ত্রণ করতে।

কমলমণি। কিসের নিমন্ত্রণ মহারাণা?

অজয়। কেন, রাজ্যাভিষেকের নিমন্ত্রণ। আমি ত বলে দিয়েছি; হামির যেদিন সিংহাসনে বসবে, আমি সেদিন সসৈন্যে চিতোরে গিয়ে তার ললাটে রাজটিকা পরিয়ে দেব, হাতে রাজদণ্ড তুলে দেব। তুমি ত এসেছ তারই নিমন্ত্রণ করতে?

কমলমণি। মহারাণা,—

অজয়। তোমার আগেও একজন এসেছিল। সে বললে,—মালদেবের দূত আসছে। অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে দুর্গা সিং আর কুঞ্জ আগেই চলে গেছে। তুমি যে এত দেরী করে আসবে, তা বুঝতে পারিনি। কবে হামিরের রাজ্যাভিষেক, কবে?

কমলমণি। রাজ্যাভিষেক হবে না।

অজয়। হবে না? মালদেবের কন্যার সঙ্গে হামিরের বিবাহ হয় নি?

কমলমণি। বিবাহ হয়ে গেছে রাণা। কুমার বনবীর মুখ ফিরিয়ে বাম হস্তে ভগ্নী সম্প্রদান করেছেন।

অজয়। বটে!

কমলমণি। বাজী পোড়ে নি, বাজনা বাজে নি, দীপালোকে

রাজপ্রাসাদ আলোকিত হয় নি। বরযাত্রীরা বোধহয় সবাই বন্দী।

অজয়। বন্দী!

লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। কেন, তাদের অপরাধ?

অজয়। অপরাধ তাদের নয়, সব অপরাধ তোমার। আমি জানি এ দেশদ্রোহীর ছলনা। তার কন্যার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করতেই চেয়েছিলাম। তুমিই তার বিবাহের জন্যে পাগল হয়ে উঠলে। যাও, এখন বউ ঘরে নিয়ে এস।

লক্ষ্মীবাঈ। তুমি মাথা গরম করো না। বিবাহ যদি হয়ে থাকে, আনতেই হবে।

অজয়। আনতেই হবে? জান, বনবীর বাঁ হাতে ভগ্নী সম্প্রদান করেছে?

লক্ষ্মীবাঈ। বাঁ হাতটাও ত হাত। যাও রাণা, তুমি বাদ্যভাণ্ড দিয়ে বউ নিয়ে এস।

অজয়। তোমার মরণ হয় না কেন?

লক্ষ্মীবাঈ। বলেছি ত তোমাকে আগে চিতায় তুলে দিয়ে তারপর মরব।

অজয়। সম্ভ্রান্ত বরযাত্রীদের যে বন্দী করেছে, তার মেয়েকে ঘরে আনব আমি?

লক্ষ্মীবাঈ। আরে বাপু, মেয়ে ত বন্দী করেনি, করেছে তার বাপ-ভাই। যত পার তাদের তুমি আঘাত করো, তাই বলে বউয়ের মুখ দেখবে না কেন?

অজয়। তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে।

লক্ষ্মীবাঈ। তোমার ভীমরতি হয়েছে। বউ যদি ঘরে না নাও, আমি তোমার কেল্লায় আগুন ধরিয়ে দেব।

কমলমণি। আপনি জানেন না, এ বিবাহ অসিদ্ধ।

লক্ষ্মীবাঈ। অসিদ্ধ!

কমলমণি। হ্যাঁ দেবি, রাণা মালদেবের কন্যা বিধবা।

লক্ষ্মীবাঈ। বিধবা!

অজয়। আন, বউ ঘরে আন, ভাল করে মুখ দেখ। তার সেবায় তোমার স্বর্গলাভ হবে, বংশের মুখোজ্জল হবে, হামির রাজ-রাজ্যেশ্বর হবে। ওঃ—পবিত্র রাণাবংশের মর্য্যাদা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

লক্ষ্মীবাঈ। মালদেব তোমার পিতা নয়? সে কি উন্মাদ? বৈরনির্য্যাতনের জন্যে জেনে শুনে বিধবা কন্যার বিবাহ দিলে?

কমলমণি। অপরাধ তাঁর নয় দেবি, যত অপরাধ তাঁর পুত্র বনবীরের। সিংহাসনের তুলনায় মান মর্য্যাদা ধর্ম্ম বিবেক কিছুই তাঁর কাছে বড় নয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, বিবাহের ছল করে আপনার দুরন্ত দুর্দ্ধর্ষ পুত্রকে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা।

লক্ষ্মীবাঈ। }
অজয়। } হত্যা!

কমলমণি। পিতা ভেবেছিলেন, অতি শৈশবে যে কন্যা বিধবা হয়েছে, আবার তার বিবাহ দিলে কোন পাপ হবে না। কিন্তু দাদার উদ্দেশ্য ছিল শত্রু নিপাত করা। নিখুঁত আয়োজন হয়েছিল। বাইরে ছিল বাদশাহী ফৌজ, ভেতরে ছিল দ্বারে দ্বারে সশস্ত্র ঘাতক, তার স্ত্রীর হাতে ছিল ছুরি, আর নিজের হাতে ছিল

বিষাক্ত তরবারি। কিন্তু বাদী হল তারই শিশুপুত্র। সেই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে দিলে, সেই দেখালে গুপ্তপথ।

অজয়। কোথায় হামির?

কমলমণি। রাজপথে। শত্রুর অসংখ্য চর শিকারী কুকুরের মত তাঁর সন্ধানে ঘুরছে। যে কোন মুহূর্ত্তে চরম সঙ্কট উপস্থিত হতে পারে। আরও বিপদের কথা, রাজদ্রোহীকে দমন করার জন্যে স্বয়ং বাদশা দিল্লী থেকে চিতোরে এসেছেন। এদিকে মুঞ্জ সর্দ্দার নূতন দলবল সংগ্রহ করে এগিয়ে গেছে। শত্রু, চারিদিকে শত্রু। চলুন মহারাণা, নিরাশ্রয়, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর আহত মরণাপন্ন আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে যদি রক্ষা করতে চান, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবেন না।

লক্ষ্মীবাঈ। তুমি ত সেই দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক মালদেবেরই পুত্র? এত বড় শত্রুর অমঙ্গল আশঙ্কায় তোমার চোখে শ্রাবণের ধারা বইছে কেন?

কমলমণি। না না, ও কিছু নয়। আপনার পুত্রকে জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দেখে এসেছি, তাই।

অজয়। এও আর এক ছলনা বউরাণি। অনেক সহ্য করেছি আমি, কিন্তু এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা আর আমি সহ্য করব না। তোমার পুত্রকে যে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে, তার পুত্রকেই আমি যমালয়ে পাঠাব। [তরবারি নিষ্কাসন]

লক্ষ্মীবাঈ। [তরবারি কাড়িয়া লইলেন] অন্ধও নও, বৃদ্ধও নও। তবু চোখের মাথা খেয়ে বসে আছ? শত্রুর মাথা নিতে গিয়ে কুলবধূর মাথা নেবে?

অজয়। কুলবধূ কে?

লক্ষ্মীবাঈ। [কমলের ছদ্মবেশ কিছু লক্ষ্মী খুলিয়া ফেলিলেন, কিছু কমল নিজেই খুলিয়া দিল] চোখ তুলে দেখ। চন্দনের ফোঁটাও এখনও সব মুছে যায় নি।

কমলমণি। মা,—

অজয়। তুমি মালদেবের কন্যা?

লক্ষ্মীবাঈ। না-না, এ আমাদের কন্যা। আশীর্ব্বাদ কর রাণা, আশীর্ব্বাদ কর। পাথরের বিগ্রহের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চেয়ে দেখ ত, তোমার মার মুখ কি এর চেয়ে সুন্দর ছিল? এই কাজল-কালো চোখ দুটিতে কি বেইমান মালদেবের পরিচয় লেখা আছে?

অজয়। বউরাণি!

লক্ষ্মীবাঈ। ভুলে যাও রাণা ওর শৈশবের কথা। সে এক অতীতের স্বপ্ন—মুহূর্ত্তের জন্যে উদয় হয়েছিল, মুহূর্ত্তে মিলিয়ে গেছে। মনে কর, ও তোমার পুত্রাধিক প্রিয় হামিরের বউ, মৃত্যুকে পেছনে রেখে হামিরের কল্যাণের জন্যে উর্দ্ধশ্বাসে তোমার কাছে ছুটে এসেছে। গায়ে যদি একটু ধূলো লেগেই থাকে, সে ওর চোখের জলে ধুয়ে গেছে।

অজয়। কিন্তু বংশমর্য্যাদা—

কমলমণি। আপনার বংশমর্য্যাদা আমি একটুও ক্ষুণ্ণ করব না মহারাণা। কুলবধূ বলে আপনারা যদি আমার পরিচয় না দেন, আমার তাতে কোন অভিযোগ নেই। শাস্ত্র যাই বলুক, লোক নিন্দা যত তীব্রই হক, আমি চিরদিন জানব, আমি রাণা লক্ষ্মণ-সিংহের কুলবধূ। এ লোকে আমি আপনাদের পদতলে স্থান পাব না জানি। কিন্তু পরলোকে কোন শাস্ত্র কোন অনুশাসন আমার অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না।

লক্ষ্মীবাঈ। যেও না মা, যেও না। রাণার ঘরে যদি স্থান না হয়, আমার বুকে তোমার স্থান হবে।

কমলমণি। মা,—যা চেয়েছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশী তুমি দিয়েছ। আর কিছু চাই না মা, আর কিছুই চাই না। [দূর হইতে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।]

অজয়। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? মেয়েটাকে ফেরাও।

লক্ষ্মীবাঈ। কেন?

অজয়। এত রাত্রে মেয়েটা আমার দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাবে?

লক্ষ্মীবাঈ। যাক্ না। শত্রুর মেয়ে।

অজয়। শত্রুর মেয়েও ত মেয়ে। এত উপকার যে করে গেল, তাকে একটা রাত ঘরে স্থান দিতে পারলে না?

লক্ষ্মীবাঈ। না। আগুনে ঘৃতাহুতি দিও না রাণা। তাহলে তোমাকে আমি জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব।

অজয়। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। হামির যদি একথা শোনে, বলবে কি?

লক্ষ্মীবাঈ। বলবে যে রাণা অজয় সিংহের অপমৃত্যু হয়েছে; আর তার স্থানে বসে আছে এক হৃদয়হীন অনুভূতিহীন প্রেতাত্মা। তার স্ত্রীর যখন তোমার ঘরে ঠাঁই হল না, সে-ও আর তোমার ঘরে ফিরবে না।

[প্রস্থান।

অজয়। কি, হামির আসবে না? হামির আবার পর হয়ে যাবে? না-না, তা হতে পারে না। বউরাণি, বউরাণি,— [নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় দিল্লীশ্বর মহম্মদ খিলজির জয়।" সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ।] একি! চারিদিকে শত্রু! সৈন্যগণ জাগো,—

সশস্ত্র সুজন সিংহের প্রবেশ।

সুজন। আর তারা জাগবে না পিতা; সবাইকে চিরদিনের জন্য ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি।

অজয়। সুজন সিং! তুমি এসেছ আমার দুর্গ অধিকার করতে?

সুজন। শুধু দুর্গ অধিকার করতে নয়, আপনাকেও আমি বন্দী করে নিয়ে যাব।

অজয়। কত সৈন্য নিয়ে এসেছ তুমি?

সুজন। পাঁচ হাজার।

অজয়। কে দিলে তোমাকে এত সৈন্য?

সুজন। মহামান্য দিল্লীশ্বর।

অজয়। আর কিছু দেয় নি? পায়ের জুতো খুলে মাথায় তুলে দেয় নি? ওঃ—এও আমায় দেখতে হল? যে আলাউদ্দিন তোমাদের বংশের অপমান করেছে, তোমার পিতামহের সিংহাসন কেড়ে নিয়ে তোমাদের দারিদ্র্যের অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে, তার পুত্রের অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে তোমার লজ্জা হল না কুলাঙ্গার?

সুজন। কুলাঙ্গার আপনি। একটা পথের ভিক্ষুককে ডেকে এনে আপনি তার হাতে শুধু আমাদের লাঞ্ছিত করে ক্ষান্ত হন নি, বংশের শত্রু মালদেবের বিধবা কন্যাকে ঘরে এনে পূর্ব্বপুরুষদের স্বর্গ থেকে নরকে টেনে নামিয়েছেন।

অজয়। মালদেবের কন্যা তোমার পূর্ব্বপুরুষদের নরকে টেনে নামাবে না, তোমার মত ঘরভেদী কুলাঙ্গারদের নরক থেকে স্বর্গে টেনে তুলবে।

সুজন। রাজদণ্ড কোথায়?

অজয়। বলব না।

সুজন। বলতে বাধ্য করব।

অজয়। বাদশাহী সৈন্যের ভয় দেখিয়ে? তোমার পিতাকে তুমি তাহলে চেন না। যার প্রাপ্য রাজদণ্ড, তাকেই আমি দেব, তোমার জন্যে রেখেছি বুকভরা অভিশাপ!

সুজন। যত পারেন আপনি অভিশাপ দিন। ওই সঙ্গে রাজদণ্ডও আমি চাই। চিতোরের সিংহাসন আমার।

অজয়। রাজদণ্ড নয়, তোমাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দেব। অশেষ অপরাধে অপরাধী তুমি। বার বার তোমাকে আমি ক্ষমা করেছি। কিন্তু আর ক্ষমা করব না। যার কলুষিত দৃষ্টির আগুনে তোমার পিতামহী জলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তারই বংশধরের পাদুকা লেহন করে তুমি চিতোরের সিংহাসন ভিক্ষা চেয়ে নেবে, এ আমি হতে দেব না। বংশের এ কলঙ্ক তোমার রক্ত দিয়ে আমি ধৌত করব। [তরবারি তুলিয়া লইলেন]

[উভয়ের যুদ্ধ, সুজনের পরাজয়। অজয় সিংহ
বজ্রমুষ্টিতে তাহার হস্ত ধারণ করিলেন।]

সুজন। পিতা,—

অজয়। রাজদণ্ড নেবে এস পুত্র; ঘাতক নয়, সৈনিক নয়, আমি নিজের হাতে তোমায় রাজদণ্ড দেব।

[সুজনকে লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুটির সম্মুখ।

হামিরের প্রবেশ।

হামির। এ আমি কোথায় এলাম? কে আমায় এ কুটিরে নিয়ে এল? মাথাটা ভার ভার মনে হচ্ছে কেন? [মাথায় হাত দিয়া বাঁধন খুলিয়া ফেলিল] এ যে রক্ত দেখছি। এ কার পর্ণকুটির?

জহরবাঈয়ের প্রবেশ।

জহরবাঈ। আমার।

হামির। কে তুমি?

জহরবাঈ। চিনতে পারলে না ছাদনাতলায় অত গান গাইলুম, আর এরই মধ্যে ভুলে গেলে? আমি মালদেবের মা।

হামির। তুমি! হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়ছে। মাথায় আঘাত পেয়ে আমি যখন পড়ে যাই, তুমিই আমায় কোল পেতে দিয়েছিলে, কমল আমায় চোখের জলে স্নান করিয়ে দিয়েছিল। তারপর কি হল দাদি?

জহরবাঈ। তারপর কমল আর কে একজন লোক তোমায় নিয়ে আমার কুটিরে পৌছে দিয়ে এল। আমার পাতার ঘরে রাজ-রাজেশ্বরকে শুইয়ে রেখে মাথা বেঁধে হাতে চুমো খেয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে সেই যে ডাকিনীর মত চলে গেল, আর ত সে ফিরে এল না ভাই।

হামির। কোথায় গেল সে উন্মাদিনী জিজ্ঞাসা করলে না।

জহরবাঈ। করেছিলুম। বললে—,শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি দাদি। যাদের ছেলে, তাদের নিয়ে আসছি। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসে তারা এর প্রতিশোধ নেবে। চিতোরের মান-সম্ভ্রম, চিতোরের ভবিষ্যৎ, রাজপুত জাতির সর্ব্বস্ব তোমার কাছে রেখে গেলাম, দেখো যেন হারিয়ে না যায়।

হামির। কমলমণি বললে?

জহরবাঈ। রক্তে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ভেসে গিয়েছিল, চোখের জলে সে সব ধুয়ে দিয়ে গেছে। এমন বউ কারও হয় নি দাদা। শত্রুর মেয়ে বলে তুমি তাকে অবহেলা করো না ভাই।

হামির। কেন তুমি তাকে একা যেতে দিলে? দেখতে পাচ্ছ না, চারিদিকে বাদশার সৈন্য ওৎ পেতে বসে আছে? তাদের ধর্ম্ম নেই, মনুষ্যত্ব নেই। কমলকে যদি দেখতে পায়, কি দুর্গতি হবে তার বুঝতে পাচ্ছ?

জহরবাঈ। কিচ্ছু ভেবো না দাদা। সে মালদেবের মেয়ে, বাদশা তার ছায়াও মাড়াবে না। যদিই তা হয়, তোমার বউ মরবে, তবু ধর্ম্ম দেবে না। [নেপথ্যে বংশিধ্বনি]

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। অভিবাদন কুমার। তুমি তাহলে বেঁচে আছ?

হামির। কে? রাজপুতকুলকলঙ্ক মালদেবের পুত্র মহাত্মা বনবীর? কমলমণির পূজনীয় অগ্রজ? পাদুকা খোল, আমার মাথায় পদধূলি দেবে না?

বনবীর। পদধূলিও দেব, অস্ত্রাঘাতও দেব—

হামির। মানুষের চামড়া বোধহয় তোমার গায়ে নেই বনবীর।

তোমরা আমাদের বংশের চিরশত্রু। তবু আমাদের বংশে কন্যাদানের প্রস্তাব করতে তোমার পিতার এতটুকু বাধে নি। আমার মহান পিতৃব্য সরল বিশ্বাসে, রাজপুতের সহজাত ধর্ম্মের প্রেরণায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন নি এই তাঁর অপরাধ। শত্রুকে ছল করে ডেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অনেক আছে, কিন্তু একহাতে ভগ্নীদান করে আর এক হাতে বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেওয়া একমাত্র তোমার মত পশুর পক্ষেই সম্ভব।

বনবীর। আমি তোমার রসনাচ্ছেদন করব।

হামির। পারলে অনেক আগেই করতে। কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্ছি না, রাজপুতের ঘরে তোমার মত পশুর জন্ম হল কি করে? কোন্ শৃগালীর দুধ খেয়ে তুমি মানুষ হয়েছ?

বনবীর। হামির!

জহরবাঈ। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে।

বনবীর। তুমি বেরিয়ে যাও রাজ্য থেকে।

জহরবাঈ। তোর সাতপুরুষের রাজ্য শয়তান! জানিস্ রাজার ব্যাটা যুবরাজ, তোর বাপ যখন শিশু ছিল, তাকে দুধের বদলে পিটুলি গোলা জল খাইয়েছিলাম। তার ব্যাটা তুই, তোর আজ রাজভোগ, চাই। দাঁড়া, একটা বঁটি নিয়ে আসছি, তারপর তোকে রাজভোগ খাওয়াচ্ছি।

[প্রস্থান।

বনবীর। হামির—

হামির। যুবরাজ বল, অভিবাদন কর।

বনবীর। কচ্ছি। বল বাদশার হাতে মরতে চাও, না আমার হাতে মরতে চাও।

হামির। বাদশার মাথায় আমি পয়জার মারি, আর তোমার মাথায় মারি পদাঘাত।

বনবীর। আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব।

হামির। স্বহস্তে ভগ্নী সম্প্রদান করে ভগ্নীর স্বামীকে হত্যা করা তোমার মত ক্ষণজন্মা পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। আমাকে হত্যা করে তুমি বোধহয় মনে করেছ বিধবা ভগ্নীকে বাদশার হাতে সমর্পন করে সিংহাসনের ভিত সুদৃঢ় করে নেবে। কিন্তু সে আশা তোমার পূর্ণ হবে না। বাদী হবে তোমারই ভগ্নী।

বনবীর। ভগ্নী রসাতলে যাক্।

হীরাবাঈয়ের প্রবেশ।

হীরাবাঈ। সবাই রসাতলে যাক্, আর তুমি একা দশহাত পূরে মেবারের দুধের সর কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোগ করবে, না?

বনবীর। তুমি এখানে কেন?

হীরাবাঈ। দেখতে এলাম, তোমার রাজা হতে কত আর বাকি। তোমার বেইমান ছোটলোক বাপ আলাউদ্দিনের জুতো চেটে রাজা হয়েছিল, তুমি রাজা হবে মহম্মদ খিলজীর হাতে ভগ্নীকে তুলে দিয়ে, না? হিসাবে ভুল হয়েছে মহাপুরুষ।

বনবীর। বউরাণি,—

হামির। এই বউরাণী! এই তোমার স্ত্রী বনবীর! রাজপ্রাসাদে যে লক্ষ্মীপ্রতিমা দেখে এসেছি, সে আজ প্রেতিনীর মত কুৎসিত! কাঁদছ কেন দেবি?

হীরাবাঈ। না, না, কাঁদব কেন? কাঁদব না। তার অমঙ্গল হবে। এ বংশে তার মত এতবড় কাজ আর কেউ করে নি।

আমি জানি, যে লোকে দধীচি গেছে, আমার তপনও সেই লোকে গেছে।

হামির। নেই বউরাণি, আমাদের জীবনদাতা সেই মহান্ শিশু মৃত্যুর কোলে নীরব! প্রতিদানের অবসর দিলে না?

হীরাবাঈ। প্রতিদান যদি দিতে চাও, তার জল্লাদের উপর চরম প্রতিশোধ নাও। তোমাদের সন্ধান সে বলে দেয়নি বলে এই নিষ্ঠুর জল্লাদ তার বুকে তরবারি বসিয়ে দিয়েছে।

হামির। বনবীর! কেউ তোমার আপন হল না?

বনবীর। তুমি হবে, ভয় কি?

হীরাবাঈ। উঃ—কত রক্ত যুবরাজ! রক্তের বন্যা বয়ে গেল! বাতিগুলো নিভে গেল! ইট পাথরগুলো কেঁদে উঠল। তবু এ ঘাতকের চোখে জল এল না! ছেলেটা কি বললে জান? "মা, তুমি কেঁদো না! রাণার নুন খেয়ে যারা বেইমানি করেছে, আমি তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেলাম।"

হামির। এতবড় পাষণ্ড তুমি বনবীর?

বনবীর। চুপ।

হীরাবাঈ। এই অস্ত্র নাও যুবরাজ। আমার ছেলেকে এই জল্লাদ যেমন করে মেরেছে, তুমি ওকে তেমনি করে হত্যা কর। পৃথিবী শীতল হক,—আমি চোখের জল ফেলব না, আমি আর্ত্তনাদ করব না। হত্যা কর, হত্যা কর।

হামির। তাই করব বউরাণি। এতবড় নারকীকে বাঁচিয়ে রাখলে চিতোরের মাটি জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

বনবীর। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখলে চিতোরের মাটি বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে।

[উভয়ের যুদ্ধ, বনবীরের পতন]

হামির। অসংখ্য অপরাধের চরম দণ্ড গ্রহণ কর পশু। [বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করার উপক্রম]

হীরাবাঈ। না—না, মেরো না ; পুত্রশোকের জ্বালা একা আমিই সয়ে যাব, আর পুত্রহন্তা মরে গিয়ে বেঁচে যাবে, তা হবে না। যে জ্বালায় আমি জ্বলছি, সে জ্বালায় ওকেও ত্রাহি রবে আর্ত্তনাদ করতে দাও।

হামির। যাও নরপশু, আজকের মত তোমায় প্রাণভিক্ষা দিলাম। যদি বাঁচতে চাও, চিতোর ছেড়ে চলে যাও, আমি যেন আর কখনও তোমায় দেখতে না পাই।

[বনবীর হীরাবাঈকে পদাঘাত করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

হীরাবাঈ। উঃ—

হামির। ওঠ দেবি, ঘরে যাও। এই নিষ্ঠুর স্বামীর প্রাণভিক্ষা আর তুমি কখনও চেয়ো না।

হীরাবাঈ। হ্যাঁ গো, তুমি কি বল ? আমার খোকা স্বর্গে গেছে, না ?

হামির। যে লোকে লক্ষ্মীনারায়ণ আছেন, সেই লোকে গেছে। তাঁরাই আজ তার পিতামাতা।

হীরাবাঈ। থাক থাক, আমি তাহলে চোখের জল ফেলব না, কি বল ? কমল বলেছিল,—এ বংশে এই একটাই মানুষ জন্মেছে। আসলে সেই ছিল ওর মা, আমি শুধু পেটে ধরেছিলাম। থাক থাক, লক্ষ্মীনারায়ণের কোলে সুখে থাক্, লক্ষ্মীনারায়ণের কোলে সুখে থাক। [প্রস্থানোদ্যোগ]

হামির। ফিরলে যে ?

হীরাবাঈ। সেদিন তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি নি, অহঙ্কার ভুল বুঝিয়েছিল। আজ আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তুমি দীর্ঘজীবী হও, ভারতের ইতিহাসে তুমি অমর হয়ে থাক।

[প্রস্থান।

হামির। আশ্চর্য্য!

জালিমের প্রবেশ।

জালিম। কুমার,—

হামির। কে? বিশ্বাসঘাতক জালিম খাঁ?

জালিম। জালিম খাঁ বিশ্বাসঘাতক নয় কুমার।

হামির। তুমিই না মালদেবের কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলে? তখন ত বল নি যে মালদেবের কন্যা বিধবা।

জালিম। অতি শৈশবে যে স্বামী হারিয়েছে, তাকে যে বিধবা বলে, এ আমার জানা ছিল না। কোনদিন তার বিধবার বেশ দেখি নি, খেয়ালও ছিল না যে সে কুমারী নয়। কিন্তু আমি তখনও বলেছিলাম, এখনও বলছি, মা'র আমার গুণের সীমা নেই। ত্বনিয়ার সবাই যদি তোমায় বিদ্রূপ করে, তবু আমি একাই বলব, অমন স্ত্রী কারও হয় নি।

হামির। আর আমার মত অর্দ্ধরাজ্য যৌতুকও কেউ পায় নি, তাই না প্রবঞ্চক?

জালিম। প্রবঞ্চক আমি নই হামির। তোমাকে বঞ্চনা করেছি আমি, কিন্তু আমাকে বঞ্চনা করেছেন মালদেব। আমি তাঁর তরবারি ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি। জ্ঞানে হক অজ্ঞানে হক, তোমাদের কাছে

যে গুরুতর অপরাধ আমি করেছি, তার ক্ষমা আমি চাই না। আমি নিরস্ত্র হয়ে তোমার কাছে এসেছি কুমার। যে শাস্তি আমাকে দিতে ইচ্ছা হয়, আমি মাথা পেতে তা গ্রহণ করব।

হামির। ওঠ জালিম খাঁ। যে বাহু এতদিন মালদেবের সেবা করেছে, আজ তাই দিয়ে মহারাণা অজয় সিংহের শক্তি বৃদ্ধি কর। [তরবারি দান, জালিমের তরবারি চুম্বন করিয়া প্রস্থান] কোথায় গেল কমলমণি? এখনও কি সে ফিরে আসে নি।

সন্তর্পণে মালদেবের প্রবেশ।

মালদেব। হামির,—

হামির। কে? মহামান্য মালদেব?

মালদেব। চুপ্, চুপ্।

হামির। আপনিও এসেছেন আমাকে হত্যা করতে? বিধবা কন্যাকে ছল করে আমার হাতে তুলে দিয়েও আপনার শান্তি হয় নি? আবার তাকে বিধবা সাজাতে চান?

মালদেব। না—না, ওরে না। জানি না, কোন পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যের ফলে তুমি আমার ঘরে এসেছ। দীর্ঘজীবী হও তুমি,—কমল আমার অনেক দুঃখ পেয়েছে, এতদিন পরে সে সুখী হক। বাদশাহ, মুঞ্জ সর্দ্দার আর বনবীর সম্মিলিত শক্তি নিয়ে তোমাকে চূর্ণ করতে এগিয়ে আসছে। তুমি পালাও হামির, তুমি পালাও। নিজেকে রক্ষা করে তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমার কমলকে রক্ষা কর।

হামির। মহারাণা,—

মালদেব। থাক, থাক ও সম্বোধন থাক। একাদশ রাজপুত্রের

অন্তিম দীর্ঘনিঃশ্বাস দিয়ে ঘেরা চিতোরের ওই সিংহাসন যে বারুদের স্তূপ, প্রথম দিনেই তা আমি বুঝেছিলাম হামির। আঠার বছর ধরে কঠোর হস্তে যে রাজ্যশাসন করে এসেছি, সে আমি নই, সে বনবীরের পিতা, কমলমণির পিতা নয়। যাক্ যাক্, তুমি যাও, তুমি যাও। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসে চিতোর অধিকার কর। এই নক্সাটা তুমি নিয়ে যাও হামির। এরই মধ্যে আছে জয়লক্ষ্মীর বরমাল্য।
[নক্সা প্রদান]　　　　　　　　　　　　　　　　　　[প্রস্থান।

হামির। এও এক বিচিত্র নাটক।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

খোশবাগ।

মুঞ্জ ও কমলমণির প্রবেশ।

কমলমণি। কই মুঞ্জ সর্দ্দার? কোথায় কুমার? দেখিয়ে দাও তাঁকে? কেন তুমি কথা বলছ না? তিনি বেঁচে আছেন ত?

মুঞ্জ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, বেঁচে আছে ঠিক।

কমলমণি। কোথায় তিনি?

মুঞ্জ। আমিও ত তোমাকে সেই কথাটাই জিজ্ঞেস কচ্ছি। কোথায় সে?

কমলমণি। এতক্ষণ ত একথা জিজ্ঞাসা কর নি।

মুঞ্জ। করলেই কি তুমি বলতে? তেমন মেয়ে তুমি নও, সে

আমি জানি। কতবার তোমাদের বাড়ীতে গিয়েছি। সবাই আমাকে খাতির করেছে, আর তুমি আমায় দেখে থুথু ফেলেছ। মনে আছে?

কমলমণি। আছে।

মুঞ্জ। খুব স্মরণশক্তি তোমার। তাহলে সোয়ামীকে কোন্‌খানে লুকিয়ে রেখে গেছ, সেটাও তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। বলে ফেল, আমি তার মাথাটা এনে বাদশাকে ভেট দিই।

কমলমণি। তিনি তাহলে এখানে নেই?

মুঞ্জ। না রে বাবা, এখানে এলে তার মাথাটা কখন হাওয়ায় উড়ে যেত। এ হচ্ছে খোশবাগ।

কমলমণি। কিল্লাদারের প্রাসাদ! তাই ত, আমি ত এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি।

মুঞ্জ। কি করে করবে? চোখের জলে সব ঝাঁপসা হয়ে গেছে। চোখটা মুছে ওই ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখ। কে বসে আছে জান? বাদশা মহম্মদ খিলজি।

কমলমণি। কামান্ধ আলাউদ্দিনের পুত্র!

মুঞ্জ। তোমাকে যদি বাদশা দেখতে পায়, তাহলে এখনি বেগম করে নেবে। কিন্তু আমি তা চাই না। আমি তোমাকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে রাজবাড়ীতে পৌঁছে দেব। বল কোথায় হামির, হামির কোথায়?

কমলমণি। বলব না।

মুঞ্জ। তাহলে আমি তোমায় খুন করব।

কমলমণি। কর! স্বামীর মৃত্যুর চেয়ে নিজের মৃত্যু অনেক ভাল।

মুঞ্জ। সোয়ামী! ওঃ—রাড়ীর আবার সোয়ামী! কৈলোয়ারায় সৈন্য তলব দিয়ে এসেছ? যাবে না সৈন্যদের বরণকূলো দিয়ে এগিয়ে আনতে? তোমার পা দুটো আমি কেটে ফেলব।

কমলমণি। অস্ত্র দাও, আমি নিজেই কেটে দিচ্ছি।

মুঞ্জ। তবু সোয়ামীকে ধরিয়ে দেবে না? সতীলক্ষ্মী! ধুত্তোর সতীর নিকুচি করেছে। বিধবার সোয়ামী আমি দুইচক্ষে দেখতে পারি না। সে মরবে, আমার হাতেই মরবে, আজই মরবে।

কমলমণি। তা মরবে বই কি? শুনেছি, কৈলোয়ারার কারাগারে তোমার ভাই-ই তোমার শিরশ্ছেদ করত। রক্ষা করেছিলেন তোমারই সেই পরম শত্রু। তাকে হত্যা তুমি করবে না ত করবে কে?

মুঞ্জ। সব শেয়ালের মুখে ওই এক রা। মুঞ্জ সর্দ্দারকে ফাটকে আটকে রাখবে এমন লোক এ দেশে জন্মেছে কেউ? শয়তানের দল সবাই বলছে, হামিরের কি দয়া! সে যে আমার ভাইটাকে পর করে দিয়েছে, সে কথা ত কেউ বলছে না। এতটুকুন বয়েস থেকে আমি তাকে মানুষ করে এসেছি,—তার জন্যে না করেছি এমন কাজ নেই, আর সে হারামজাদা আমাকে খুন করতে চায়! এসব ওই হামিরের চক্র। শূয়ারকে আমি কেটে চারখানা করব। বল কোথায় সে?

কমলমণি। কেন বার বার এক কথা জিজ্ঞাসা করছ? তুমি যদি আশা করে থাক যে তোমার চোখ রাঙানির ভয়ে আমি স্বামীর মৃত্যুবাণ তোমার হাতে তুলে দেব, তাহলে তুমি মূর্খের স্বর্গে বাস কচ্ছ। প্রাণ গেলেও আমি তাঁর সন্ধান বলব না।

মুঞ্জ। না বললেও আমার হাত থেকে তার নিস্তার নেই।

কমলমণি। ধর্ম্মের হাতে তোমারও নিস্তার নেই দস্যু। সারাজীবন ধরে অসংখ্য অপরাধ করেছ তুমি। একজন তার কড়াক্রান্তি হিসাব রেখেছে। তার ন্যায়দণ্ডকে এড়িয়ে যেতে কেউ পারে নি, তুমিও পারবে না। বাঁচতে যদি চাও, দন্তে তৃণধারণ করে মহারাণা অজয় সিংহের পতাকা তলে মিলিত হও। আর যদি মরবার পালক উঠে থাকে, তাহলে খুঁজে দেখ কোথায় আছে তোমার যম। যদি সাহস থাকে, পেছন থেকে ছুরি মেরো না, মুখোমুখী দাঁড়িয়ে অস্ত্রাঘাত করো।

মুঞ্জ। তাই করব। আমার কথা তোমার ভাল লাগল না, দেখ বাদশার কথা কেমন মিষ্টি।

[প্রস্থান।

কমলমণি। কোন্‌দিকে পথ, কোন্‌দিকে?

বিসমিল্লার প্রবেশ।

বিসমিল্লা। কে? রাজকন্যা? নিজেই এসে ধরা দিয়েছ? বেশ করেছ। আরে, কোথাকার কে হামির, চাল নেই, চুলো নেই, তার ঘর করবে তোমার মত আশমানের হুরী? তোমাকে আমি বাদশার সঙ্গে নিকে দিয়ে দেব, আর সে কসবীর বাচ্ছাকে ধরে এনে তোমার সামনে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।

কমলমণি। একবার ত তার শক্তির পরিচয় পেয়েছ, আরও পেতে চাও? অমন কাজ করো না ফৌজদার সাহেব। সেবার পিঠে লাথি মেরে ছেড়ে দিয়েছে, এবার জ্যান্ত কবর দেবে। পথ ছাড়।

বিসমিল্লা। যাবেই যদি, তবে এলে কেন?

কমলমণি। দস্যুটা আমায় ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে।

বিসমিল্লা। ঠিক জায়গায়ই এনেছে। তোমার বাপ-ভাই তোমাকে হামিরের হাতে তুলে দিয়েছিল না খেয়ে শুকিয়ে মরার জন্যে। আমি তোমাকে তুলে দেব দিল্লীর সম্রাটের হাতে। কত খাবে, কত পরবে, কত মান, কত ঐশ্বর্য্য!

কমলমণি। ঐশ্বর্য্যে আমি পদাঘাত করি। রাজপুত জাতির চিরশত্রু কামান্ধ আলাউদ্দিনের বংশধর আমার হাত ধরতে পারে না, পায়ের ধূলো মাথায় তুলে নিতে পারে।

বিসমিল্লা। আমি তোর জিভ্‌টা উপড়ে নেব কসবি।

মহম্মদের প্রবেশ।

মহম্মদ। আরে দূর মিঞা। জিভ না থাকলে কথা বলবে কি করে? কথাই যদি না বলে, বোবাকে সাদি করে কেয়া ফয়দা?

বিসমিল্লা। মুখ ফিরিয়ে রইলে কেন? সম্রাটকে আদাব দিতে হয়, জান না?

কমলমণি। যাকে তাকে আদাব দিতে আমি জানি না।

বিসমিল্লা। মুখ সামলে বাৎচিৎ কর।

মহম্মদ। থাক্। এ আওরৎ এখানে এল কি করে ফৌজদার-সাহেব? হামির ওকে নিয়ে যায় নি?

বিসমিল্লা। গিয়েছিল জাঁহাপনা! আমি ফিকির ফন্দি করে ধরে এনেছি জাঁহাপনার জন্যে।

মহম্মদ। মালদেব গোঁসা করবে না?

বিসমিল্লা। তার গোঁসায় আমরা পয়জার মারি। কেন সে আমাদের দুশমন ওই হামির ব্যাটার সঙ্গে সন্ধি করে?

মহম্মদ। সে যে বললে সন্ধির ছলনা!

বিসমিল্লা। ছলনা তার সঙ্গে করে নি, করেছে আপনার সঙ্গে।

মহম্মদ। এ কথা সত্য?

বিসমিল্লা। আমি পশ্চিম মুখো হয়ে দাড়ি ছুঁয়ে বলছি, এর এক বর্ণও মিথ্যে নয়।

মহম্মদ। দেখেছেন? আমি ছেলেমানুষ বলে সবাই আমাকে ঠকায়। আপনিও এক বছরের খাজনা দেবার নামটি কচ্ছেন না।

বিসমিল্লা। জাঁহাপনা, এই আওরৎকে ধরে আনতে—

মহম্মদ। বিশ হাজার আশরফি খরচ হয়ে গেছে, না? নইলে খাজনা আপনি এতদিনে ঠিক দিয়ে দিতেন। তা বেশ করেছেন। আপনি চিতোরের খোশবাগে খোশ মেজাজে বাস করে লড়াই ত আর করতে পান নি, আমীর ওমরাহ্‌দের আওরৎ জোগান দিয়েছেন। কত মেয়ে চালান করেছেন ফৌজদার সাহেব?

বিসমিল্লা। বহুৎ। কিন্তু এমন চিজ আর কাউকে দিই নি জাঁহাপনা। আমি এখনি মোল্লাকে নিয়ে আসছি। তৈরী হও রাজকন্যা।

কমলমণি। মৃত্যুর জন্যে আমি তৈরী হয়েই আছি, বিবাহের জন্যে নয়।

মহম্মদ। তুমি মরবে না রাজকন্যা, মরবে রাজদ্রোহী হামির।

কমলমণি। তাঁর স্মৃতি বুকে নিয়ে আমিও তাঁর পিছে পিছে যাব। অচেতন অবস্থায় তাঁকে ফেলে রেখে আমি পাষাণে বুক বেঁধে কৈলোয়ারায় চলে গিয়েছিলাম। জানি না, তিনি জীবিত কি মৃত। যদি তিনি বেঁচে থাকেন, তাঁর হাতে তোমাদের কারও নিস্তার নেই। মালদেব, বনবীর, মুঞ্জ সর্দ্দার সবাইকে পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তুমিও বাদ যাবে না সম্রাট্। যদি চিতোরের দুর্ভাগ্যের বশে তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে তুমি সমগ্র চিতোরকে তুলে দিল্লী নিয়ে যেতে পার, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর জীবিত দেহ স্পর্শও করতে পাবে না।

মহম্মদ। রাজকুমারি !

কমলমণি। চারদিন তাঁকে আমি দেখতে পাই নি। প্রাণটা মুহুর্মুহুঃ আর্ত্তনাদ কচ্ছে। যদি নিজেদের মঙ্গল চাও, পথ ছেড়ে দাও, আমার অনুসরণ করো না। নইলে আকাশ ভেঙ্গে তোমাদের মাথায় পড়বে।

মহম্মদ। আমি কি হামিরের চেয়ে অযোগ্য ?

কমলমণি। আমার কাছে তিনি স্বর্গের দেবতা, আর তুমি নরকের বিষ্ঠাভোজী কৃমিকীট।

বিসমিল্লা। আমি তোর মাথাটা উড়িয়ে দেব কসবি।

[তরবারি উত্তোলন করিল, মহম্মদ আলি
তরবারি ফেলিয়া দিলেন]

বিসমিল্লা। জাঁহাপনা !

মহম্মদ। শক্রুর মাথা আজ পর্য্যন্ত একটাও নিতে পার নি। বাদশার স্বার্থরক্ষার জন্য পাঁচশো ফৌজের সঙ্গে তোমাকে আমরা খোশবাগে বসিয়ে রেখেছি। আঠার বছরের সাধনায় তুমি সাধুকে করেছ শয়তান, চোরকে করেছ ডাকাত, এ দেশের নির্দ্দোষ মেয়ে-গুলোকে ধরে এনে দিল্লীতে চালান দিয়ে অর্থ উপার্জ্জন করেছ।

বিসমিল্লা। ঝুট্ বাত জনাব।

মহম্মদ। কে তোমাকে হুকুম দিয়েছে রাজকন্যাকে ধরে আনতে ? নিজে তুমি তাকে নিকে করেতে চেয়েছিলে সে আশা পূর্ণ হবে না

জেনে তুমি ওকে আজ আমার হাতে তুলে দিয়ে বকেয়া খাজনা রেহাই পেতে চাও? আলি মর্দ্দান,—

পার্শ্বচরের প্রবেশ।

পার্শ্বচর। মেহেরবান্!

মহম্মদ। এই জানোয়ারটাকে লোহার খাঁচায় পূরে দিল্লী পাঠিয়ে দাও। আমি ফিরে গিয়ে ওকে আর ওর পাপের সঙ্গী আমীর কুত্তাগুলোকে জীবন্ত কবর দেব।

পার্শ্বচর। আঠার বছরের মধ্যে এমন ভাল কাজ আর করি নি জনাব। এ ব্যাটা আমার জরুকে দেখে শিষ দিয়েছিল। দোয়া করুন জনাব; ওর কবরে আমি গোবর মাটি দেব। চলে এস হুজুর।

বিসমিল্লা। জাঁহাপনা, সম্রাট,—

[আলি মর্দ্দান তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

কমলমণি। সম্রাট্!

মহম্মদ। ভয় নেই বহিন্। নিকে যদি করতে হয় দেশে মুসলমানীর অভাব নেই। আট বছর চেষ্টা করেও আমি একটা বেগমকে জয় করতে পারি নি, আর বেগমের আমার প্রয়োজনও নেই বহিন। তুমি যাও তোমার খসমের কাছে। এই নাও আমার পাঞ্জা। তোমার ছায়া যে মাড়াবে, সে আমার দুশমন। কেঁদো না; তোমার স্বামী সম্পূর্ণ সুস্থ।

কমলমণি। আপনি জানেন?

মহম্মদ। আমিই তার চিকিৎসা করিয়েছি। এখন সে অস্ত্রধারণে সক্ষম। আজই হবে আমাদের অস্ত্রে অস্ত্রে পরিচয়। তাই না বহিন?

কমলমণি। জাঁহাপনা, আপনার পিতা যে মহাপাপ করেছেন, আপনি তার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। আমার অশেষ ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আদাব।

মহম্মদ। আদাব।

[কমলের প্রস্থান।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় মহারাণা অজয় সিংহের জয়।"]

মহম্মদ। এসেছে। চিতোরে আজ পশুর রাজত্বের অবসান, মানুষের অভ্যুদয়। পূর্ব্বাশার তোরণ খুলে নবজীবনের অরুণ আলো প্লাবনের মত ছুটে আসছে। মহামান্য শাহানশা আলাউদ্দিন খিলজি, তুমি মনে করেছিলে রাণা লক্ষ্মণ সিংহ আর তার এগারোটা ছেলেকে হত্যা করে চিতোরের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছ। ভেবেছিলে মেবারের রাজপ্রাসাদে অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা চিরদিন সগর্ব্বে আন্দোলিত হবে। হায় দিগ্বিজয়ী বাদশা, তুমি জান না, তরবারি দিয়ে রাজ্য জয় করা যায়, রক্ষা করা যায় না। তুমি পরাজিত সম্রাট, তুমি পরাজিত।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রণস্থল।

মুঞ্জ ও কুঞ্জর প্রবেশ।

মুঞ্জ। ফিরে আয়, ফিরে আয় বলছি। ভদ্রলোকের দাসত্ব তোকে আমি করতে দেব না। তোর সব দোষ আমি মাপ করব।

কুঞ্জ। তোমার সব দোষ আমি মাপ করব, তুমি তোমার সমস্ত শক্তি নিয়ে বাদশাহী ফৌজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়।

মুঞ্জ। জুতিয়ে তোকে লম্বা করব। বাদশাহী ফৌজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব? বাদশা আমাকে কি দেবে বলেছে জানিস?

কুঞ্জ। কি দেবে? চিতোরের সিংহাসন? মালদেব তোমায় সিংহাসনে বসিয়েছে, এবার বাদশা বসাবে। একটা সিংহাসনে কজনকে বসাবে বাদশা? বনবীর, সুজন সিং, আর তুমি—কে বসবে সিংহাসনে?

মুঞ্জ। আরে সুজন সিং ত যমের বাড়ী গেছে।

কুঞ্জ। বনবীর ত যায় নি। আরও কজনকে কথা দিয়েছে কে জানে? আসল কথা মালদেব তোমাকে ভাল্লুকের মত নাচিয়েছে, এবার বাদশা তোমাকে বাঁদর নাচ নাচাচ্ছে।

মুঞ্জ। এত বড কথা তুই বলিস হারামজাদা? আমি বাঁদর? কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাব। চলে আয় বলছি।

কুঞ্জ। আমি যাব না।

মুঞ্জ। বসে বসে ওই শয়তানের বাচ্ছা হামিরের পা চাটবি? আমি ওর মাথা নেব, তবে আমার নাম মুঞ্জ সর্দ্দার।

কুঞ্জ। হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে যে তোমায় ছেড়ে দিয়েছে, তার মাথা নেবে না ত নেবে কার? আর কেউ হলে তার পা-চাটা গোলাম হয়ে থাকত। তুমি ইতর, তুমি অভদ্র, তুমি বেইমান,—তোমাকে ভাই বলে পরিচয় দিতেও আমার ঘৃণা হয়।

মুঞ্জ। কি বললি? আমাকে ভাই বলে পরিচয় দিতে তোর ঘেন্না হয়? তোর জন্যে আমি সাতসমুদ্দুর তেরো নদী তোলপাড় করেছি, তোর জন্যে আমি টাকার পাহাড় মাটির তলায় পুঁতে

রেখেছি,—আর তুই আমাকে ভাই বলে ডাকবি না? মাথাটা এমনি বিগড়ে দিয়েছে? ব্যাটাকে আমি কেটে টুকরো টুকরো করব। যা-যা, পথ ছেড়ে দে, চাইনে আমি ভাই, মাটির তলার সোনার পাহাড় মাটি হয়ে যাক্, কাউকে দেব না, আমি কাউকে দেব না।

কুঞ্জ। তোমার ঐশ্বর্য্য নিয়ে তুমিই নরকে যাও।

মুঞ্জ। আর তুমি হামিরের পায়ের তলায় বসে সগ্‌গ ভোগ কর। পাঁচ বার চেষ্টা করলুম, একবারও ব্যাটাকে বাগে পেলুম না? ওই যাচ্ছে, ওই হামির যাচ্ছে। আমি ওকে এখনি যমের বাড়ী পাঠাব।

কুঞ্জ। আগে আমাকে পাঠিয়ে যাও, তারপর হামিরের গায়ে হাত দিও।

মুঞ্জ। তবে মর্। [আক্রমণ, কুঞ্জর প্রতিরোধ] কিসের ভাই? ভাই নেই। শক্ত করে তলোয়ার ধর শূয়ার। আমি একা খাব, দলা দলা সোনা খাব। এই, হুঁশিয়ার; আমার আর কি? বউ নেই যে বিধবা হবে, ছেলেমেয়ে নেই যে কাঁদবে। গেল বুঝি মাথাটা। দম নিয়ে নে হতভাগা।

কুঞ্জ। না, চালাও। রাজপুত জাতির দুশমন তুমি, এতদিন ছিলে মালদেবের গাধা, আজ হয়েছ বাদশার কুকুর। তোমাকে বধ না করে আমি বিশ্রাম করব না। আঃ— [মুঞ্জর তরবারি তাহার বক্ষভেদ করিল]

মুঞ্জ। কুঞ্জ, কুঞ্জ,—

কুঞ্জ। ভালই করেছ দাদা। তোমার এ অনাচার চোখে দেখবার জন্যে আর আমি বেঁচে থাকতে চাই না। যদি বাঁচতে চাও,

পালিয়ে যাও। কুমার যদি শোনেন, তোমার হাতে আমার মৃত্যু হয়েছে, তাহলে কেউ তোমায় রক্ষা করতে পারবে না।

[প্রস্থান।

মুঞ্জ। দুনিয়া অন্ধকার! দুনিয়া অন্ধকার!

দুর্গা সিংহের প্রবেশ।

দুর্গাসিং। করলে কি নির্ব্বোধ? কাঁচের লোভে কাঞ্চন বিসর্জ্জন দিলে?

মুঞ্জ। আরে যাও যাও, তোমরা খালি আমারই দোষ দেখবে। সে যে আমাকে খুন করতে হাত বাড়িয়েছিল, সেটা ত কেউ বলছ না।

দুর্গাসিং। তোমার মত কুকুর বেরাল হাজার হাজার জন্মায়, কিন্তু অমন দেবচরিত্র মানুষ মাটির পৃথিবীতে বেশী জন্মায় না দস্যু।

মুঞ্জ। সে কথা কে অস্বীকার কচ্ছে? তাই বলে তোমরা তাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেবে? কার জন্যে আমি দস্যু হয়েছি? কার জন্যে বাদশার তাঁবেদারি কচ্ছি? আমার জন্যে? বাদশার মাথায় আমি পয়জার মারি। তোমাদের কাউকে আমি বাঁচতে দেব না। আমার ভাই যখন গেছে, তখন যে পক্ষের যাকে পাব, তাকেই আমি খুন করব। মার্ মার্!

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

মহম্মদ ও হামিরের প্রবেশ।

মহম্মদ। যে হাত দিয়ে তুমি বাদশাহী নিশান টেনে ফেলে দিয়েছ, আমি তোমার সে হাতখানা কুকুর দিয়ে খাওয়াব।

হামির। হাত কেন জাঁহাপনা? সমগ্র দেহটাই কুকুরকে দেবেন। কিন্তু আপনি জেনে রাখুন, বাদশাহী নিশান চিতোরের প্রাসাদে আর উড়বে না। দীর্ঘকাল এ দেশের মানুষগুলোকে আপনারা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন, আজ তারা জেগে উঠেছে, আরাবল্লীর শিখরে শিখরে ধ্বনিত হচ্ছে নবজীবনের জয়গান। এ গান আর ফুরবে না, এ দীপশিখা আর নিভবে না। যদি প্রাণের মায়া থাকে, সসৈন্যে দিল্লী ফিরে যান।

মহম্মদ। তোমার যদি প্রাণের মায়া থাকে বন্দিত্ব স্বীকার কর রাজদ্রোহি।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

সশস্ত্র মালদেব ও জালিমের প্রবেশ।

জালিম। সন্ধি করুন মহারাণা, সন্ধি করুন। শ্বশুর জামাতা একসঙ্গে মিলিত হয়ে রাজস্থানের মাটিতে বাদশাহী সৈন্যদের কবর দিন। দিল্লীর অনুগ্রহ দত্ত ভিক্ষান্ন আঠারো বছর কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোগ করেছেন, তবু ত সুখে নিদ্রা যেতে পারেন নি। বাদশাহী শৃঙ্খল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাজ্যটা কন্যা জামাতাকে দান করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন।

মালদেব। না—না, তা হতে পারে না। বনবীর অভিশাপ দেবে, হামির উপহাস করবে। তুমি যুদ্ধ কর, তুমি যুদ্ধ কর জালিম। কমলকে দেখেছ জালিম? আমাকে একবার দেখাতে পার?

জালিম। মহারাণা।

মালদেব। না—না, থাক্—সুখে থাক। তুমি ভালই করেছ জালিম। তোমার উপর আমার কোন অভিমান নেই। হামিরকে

তুমি ত্যাগ করো না, বনবীরকে বিশ্বাস করো না। কমল আমার রাণী হবে, তুমি দুচোখ ভরে দেখো, আমি আর সে সুযোগ পাব না। এ যাক্ যাক্, সে সুখী হক। এস জালিম। [উভয়ের যুদ্ধ]

হামিরের প্রবেশ।

হামির। জালিম খাঁ, বাদশা পরাজিত হয়ে খোশবাগে আশ্রয় নিয়েছে। খোশবাগ জ্বালিয়ে দাও, বাদশাকে বন্দী কর।

জালিম। নির্ভয় কুমার, প্রয়োজন হয়, আমি তাকে হত্যাই করব।

[প্রস্থান।

হামির। মহারাণা,—

মালদেব। কাছে এস। মৃত্যু এগিয়ে আসছে। যাবার আগে তোমায় একটু ভাল করে দেখি। হামির, যত অপরাধ আমিই করেছি, কমল আমার নিষ্পাপ, আমার অপরাধের দণ্ড তার মাথায় তুমি চাপিয়ে দিও না।

হামির। যান মহারাণা, আপনি চিতোর ছেড়ে চলে যান। শ্বশুর জামাতার যুদ্ধ দেখলে আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

মালদেব। না হামির; নির্লজ্জ আকাশ তারার মালা গলায় পরে সেদিন নিষ্পন্দ হয়ে দেখেছে মালদেবের হাতে একাদশ প্রভুপুত্রের শোচনীয় গুপ্তহত্যা। আজও আকাশ ফাটবে না, সূর্য্য ডুবে যাবে না, বাতাস স্তব্ধ হবে না। যুদ্ধ কর হামির, যুদ্ধ কর।

হামির। [মালদেবের পদতলে নতজানু হইয়া] তার আগে এই আমি মাথা পেতেছি। আশীর্ব্বাদ বা অভিশাপ যা ইচ্ছা হয় দিন।

মালদেব। জয়ী হও, রাজরাজেশ্বর হও। [উভয়ের যুদ্ধ]

বনবীরের প্রবেশ।

বনবীর। হত্যা—হত্যা—মহাশক্রর রক্ত চাই।

[তরবারি তুলিয়া হামিরকে আক্রমণের উদ্যোগ;
পিছন হইতে কমলমণি ছুটিয়া আসিল।]

কমলমণি। রক্ত আমারও চাই মহাপুরুষ।

[বনবীরের পৃষ্ঠদেশে তরবারি বিঁধাইয়া দিল, বনবীর পড়িয়া
গেল, হামির ও মালদেবের তরবারি খসিয়া পড়িল।]

হামির, মালদেব। বনবীর !

লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। ঠিক করেছ মা। মৃত্যু ছাড়া এর আর কোন পথ নেই। যাও রাজপুত কুলকলঙ্ক। যেদিন তুমি আমার হাত ধরেছিলে, সেইদিনই আমি জানি, তোমার অপমৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না।

বনবীর। চুপ শয়তানি, চুপ।

লক্ষ্মীবাঈ। নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন হামির? এ পশুর শিরচ্ছেদ কর।

হামির। মরাকে আর মেরে কি হবে মা? ক্ষমা কর।

মালদেব। দেখ হামির, দেখ; আমার একদিকে মুমূর্ষু পুত্র, আর একদিকে নবজীবনের যাত্রী স্নেহময়ী কন্যা। আমি হাসব না কাঁদব?

কমলমণি। বাবা,—

মালদেব। সুখে থাক, সুখে থাক। বনবীর, ভগবান্‌কে স্মরণ কর, হামিরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর, কমলকে আশীর্ব্বাদ কর। আমার বুকটা কেমন করছে। আমি যাই, আমি যাই।

[প্রস্থান।

বনবীর। আশীর্ব্বাদ করব? বিধবা ভগ্নী শত্রুর অঙ্কশায়িনী, তাকে আমি আশীর্ব্বাদ করব? হঁ্যা-হঁ্যা, তা ত করতেই হবে। যাবার আগে ভাল করে আশীর্ব্বাদ করে যাই।

[তরবারি তুলিয়া কমলের বক্ষোভেদ করিয়া প্রস্থান।

কমলমণি। আ-আ-আঃ।

হামির।
লক্ষ্মীবাঈ। } কমল, কমল,—

[লক্ষ্মীর বুকে মাথা রাখিয়া কমলমণি
শেষ শয্যায় শয়ন করিল।]

হামির। শেষ-রক্ষা হল না মা, শেষ-রক্ষা হল না। বিজয়ের সমস্ত গৌরব ম্লান করে দিয়ে গেল তোমার পুত্রবধূ। হে ঈশ্বর, আমার উপর কেন তুমি এত নিষ্ঠুর? এ দুর্গতির কি শেষ নেই? এ দুঃখের কি বিরাম নেই? হে যমরাজ, আমি রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুই চাই না, যাকে নিয়ে আমরা বৃক্ষতলে বাস করব; আমার কমলকে ফিরিয়ে দাও।

কমলমণি। কেঁদো না। আমার মাথায় তোমার পায়ের ধূলো দাও। আমার তপন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি আগে যাই, তোমরা পেছনে এস।

হামির। কঠোর কর্ত্তব্য চোখের জল ফেলতে দেবে না, নিঃশ্বাসও ফেলতে দেবে না। ওই বাদশা, ওই বাদশা। বন্দী

কর। যাও কমল, তোমার মৃত্যুতে তোমার পিতার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হক।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মীবাঈ। কেন এলি, কেন চলে গেলি, একি ভগবানের বিচার, কিছুই বুঝতে দিলে না। পঁচিশ বছর পরে আবার তোদের নিয়ে ঘর বাঁধব ভেবেছিলাম, অদৃষ্টে সইল না!

কমলমণি। তোমাদের দোষ নয়, এ আমারই কপালের লেখা। রাহু ছিল আমার জন্মলগ্নে, তাই যাকে আপন বলে কাছে টেনে নিতে চেয়েছি, সেই জ্বলে পুড়ে মরেছে। সংসার আমার জন্মে নয় মা। তোমার ছেলের ঘটা করে বিয়ে দিও। বাজী পুড়বে, বাজনা বাজবে, মঙ্গল শঙ্খধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হবে, আমি সব শুনতে পাব।

লক্ষ্মীবাঈ। কমল,—

কমলমণি॥ তুমি যে সর্ব্বংসহা ধরিত্রী, তোমার চোখে জল কেন মা? আমায় ধর। তপনের চিতার পাশে আমায় নিয়ে চল। আমি তার পাশে ঘুমুব, তার পাশে ঘুমুব।

[লক্ষ্মীর সাহায্যে প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দরবার কক্ষ।

দুর্গা সিং ও অজয় সিংহের প্রবেশ।

অজয়। বল কি দুর্গা সিং? সম্রাট্‌, বন্দী? কোথায় রেখেছ তাকে?

দুর্গাসিং। জালিমের ঘরে রেখেছি মহারাজ।

অজয়। পালিয়ে যাবে না ত?

দুর্গাসিং। এ বন্দী পালাতে জানে না মহারাণা।

অজয়। হামির কোথায়, হামির?

দুর্গাসিং। সর্ব্বত্রই সে ছড়িয়ে আছে মহারাণা। একটা মানুষ যেন লক্ষ বাহু বিস্তার করে রণস্থলে মৃত্যুর বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে। বনবীর মরেছে, মালদেবও বোধহয় তার অনুসরণ করেছে। বাদশাহী সৈন্য একজনও বোধহয় জীবিত নেই, মালদেবের আপন বলতে যারা ছিল,—তারা রণস্থলে নিষ্পন্দ নীরব।

অজয়। হামিরের শক্তি দেখলে দুর্গা সিং?

দুর্গাসিং। মহারাণা, যুদ্ধ দেখেছি অনেক, করেছিও অসংখ্য। কিন্তু রাজপুত জাতির মধ্যেও এত বড় যোদ্ধা আর আমি দেখি নি মহারাণা। কমলমণির এক মুঠো চিতার ছাই সর্ব্বাঙ্গে মেখে সেই যে রণস্থলে প্রবেশ করলে, তারপর যা দেখলাম মহারাণা, আমার দীর্ঘজীবনে আর কখনও তা দেখি নি।

অজয়। দুর্গা সিং, এত বড় জয়ের সমস্ত গৌরব ম্লান করে দিয়ে গেছে ওই এক শত্রুর মেয়ে। এ আমার জয় নয়, পরাজয়।

লক্ষ্মীবাঈয়ের প্রবেশ।

লক্ষ্মীবাঈ। হামিরকে শান্ত কর রাণা, হামিরকে শান্ত কর। পরশুরামের মত সে কি আজ সমস্ত পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করবে? রক্ত, চারিদিকে রক্তের বন্যা ছুটছে। তবু তার যুদ্ধের নেশা মিটে যায় নি। পথে পথে আনাচে কানাচে শত্রুর সন্ধানে শিকারী কুকুরের মত ছুটছে। ছেলেটা কি পাগল হয়ে গেল রাণা?

দুর্গাসিং। ওই আসছে হামির।

অজয়। এ কি মূর্ত্তি বৌরাণি? এ যে চেনা যায় না।

লক্ষ্মীবাঈ। মেয়েটা নিজেও মরে গেল, ছেলেটাকেও জীবন্মৃত করে রেখে গেল। সে কি শোচনীয় মৃত্যু রাণা। বিজয়লক্ষ্মী ঘরে এনেছিলাম, অদৃষ্টে সইল না। নিজে প্রাণ দিয়ে হামিরের বাহুতে মত্ত হস্তীর বল দিয়ে গেল।

হামিরের প্রবেশ।

হামির। দামামা বাজাও, দামামা বাজাও। রক্ত চাই, আরও রক্ত চাই। চিতোর লক্ষ্মীর পিপাসার্ত্ত রসনা শীতল হবে, মেবারের স্বাধীনতা সূর্য্য আবার সপ্তাশ্ব রথে পূর্ব্বাকাশে উদিত হবে, খুলে যাবে মেবারবাসীর দীর্ঘদিনের অধীনতার লৌহ শৃঙ্খল। রক্ত চাই, রক্ত চাই। ওই মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহের ছিন্নমুণ্ড, ওই শত্রুর গুপ্ত অস্ত্রে নিহত আমার পিতা অরি সিংহ,—পিতৃব্যগণ আবার এসে অঞ্জলি পেতে দাঁড়িয়েছে। রক্ত—রক্ত—

লক্ষ্মীবাঈ। হামির!

হামির। কে? মা? মহারাণা? সর্দ্দারজি? এ ত রণস্থল নয়।

অজয়। আর রণস্থলে গিয়ে কাজ নেই হামির। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।

হামির। শেষ হয়ে গেছে! আর মরতে কেউ বাকি নেই? চিতোর-লক্ষ্মীর পিপাসা মিটেছে? পিতামহ, পিতা আর পিতৃব্যদের আর তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠ নিয়ে শূন্যে শূন্যে বিচরণ করতে হবে না?

দুর্গাসিং। না হামির। তুমি স্থির হও।

লক্ষ্মীবাঈ। ওই দেখ, যেখান থেকে তুমি বাদশাহী নিশান টেনে ফেলে দিয়েছিলে, সেখানে আজ স্বাধীন মেবারের গৌরব পতাকা পাখা মেলে উড়ছে।

হামির। [তরবারি ত্যাগ করিয়া কপালে হাত ঠেকাইল] মা, —রাজবংশধর তার রাজ্য ফিরে ফেলে, রাজপুতজাতি পেলে তাদের স্বাধীনতা, আমি ত আমার কমলকে ফিরে পেলাম না! কেন সে গেল মা? আমি ত তাকে অবহেলা করি নি। কার নিঃশ্বাসে শুকিয়ে গেল আমার ফুল্ল পারিজাত?

লক্ষ্মীবাঈ। বাবা,—আর আমায় কাঁদিও না।

অজয়। অশ্রুজল মুছে ফেল প্রাণাধিক। যম যাকে নেয়, তাকে আর ফিরিয়ে দেয় না। শোন দুর্গা সিং, শোন বৌরাণি, কৈলোয়ারা থেকে একদিন যে মহিমময়ী নারী অনাদরে ফিরে এসেছিল, আজ হতে তারই নামানুসারে কৈলোয়ারার নাম হবে কমলমীর।

দুর্গাসিং। বীর তুমি, রাজপুতজাতির গৌরব তুমি, শোকে অধীর হওয়া তোমার সাজে না হামির। সুজন সিংহ নিহত, আজিম

পরলোকে, তুমিই চিতোরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। কঠোর কর্ত্তব্য তোমার সম্মুখে।

হামির। সত্য।

লক্ষ্মীবাঈ। দীর্ঘদিনের অধীনতায় যাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে, তাদের মানুষ করে তুলতে হবে, যত মন্দির ধূলিসাৎ হয়েছে, তোমাকেই তা গড়িয়ে দিতে হবে পুত্র। বজ্রাঘাতে ভেঙ্গে পড়ো না, প্লাবনের স্রোতে ভেসে যেও না, লৌহমানব তুমি, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। রাজ্য জয় করেছ, এবার রাজ্য রক্ষা কর।

অজয়। দুর্গা সিং,—

দুর্গাসিং। যাচ্ছি মহারাজ।

[প্রস্থান।

অজয়। বন্দী দিল্লীশ্বর আসছে। বিচার কর হামির, বিচার কর!

হামির। আমি বিচার করব আপনি থাকতে?

অজয়। আমি আর নেই হামির। এই দিনটির জন্য দুঃখদীর্ণ দেহটাকে খাড়া করে রেখেছিলাম। আজ রাজবংশের গচ্ছিত সম্পদ্ তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি তীর্থভ্রমণে চলে যাব। বিচার কর পুত্র, চিতোর রাজবংশের ধূমকেতু সম্রাট আলাউদ্দিনের পুত্র মহম্মদ খিলজীর উপযুক্ত বিচার কর।

বন্দী মহম্মদের প্রবেশ।

মহম্মদ। আসামী হাজির।

হামির। সম্রাট মহম্মদ খিলজি, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে দিল্লীর মহামান্য শাহানশা আপনি আজ আমার বন্দী, আর আমি অন্নবস্ত্র

আশ্রয়হীন এক দীন দরিদ্র রাজপুত আপনার বিচারক! লজ্জায় মাথাটা ত আপনার নুয়ে পড়ছে না।

মহম্মদ। লজ্জা! ও ত নারীর অঙ্গভূষণ, দরিদ্রের সঙ্গের সাথী। আমি দিল্লীর বাদশা, সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজির পুত্র, লজ্জাশরম আমার থাকতে নেই।

হামির। যাকে সম্মুখে রেখে দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত জাতিকে আপনারা আঠার বছর শাসন করেছেন, আজ কোথায় সে মালদেব?

মহম্মদ। বোধহয় কৌপীন পরে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করেছে। মালদেবের দল চিরদিনই বিপদের সময় বিরাগী হয়ে চলে যায়।

লক্ষ্মীবাঈ। তুমি মক্কায় যাবে না মহম্মদ খিলজি?

মহম্মদ। আর দরকার হবে না, মক্কা আমি দেখেছি, এইখানে—এই চিতোরের মাটিতে।

সকলে। চিতোরের মাটিতে!

মহম্মদ। ধর্ম্মরক্ষার জন্য দশ হাজার রাজপুত নারীকে নিয়ে যেখানে পদ্মিনী আত্মাহুতি দিয়েছে, আমি সে পবিত্র শ্মশান দেখেছি হামির। শ্মশানের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আমি স্পষ্ট দেখলাম, কাশী গয়া বৃন্দাবন মক্কা মদিনা কারবালা সব হাত ধরাধরি করে একস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্মশানের একটুখানি মাটি তুলে গায়ে মেখে নিলাম, মনে হল কবরের তলায় সম্রাট আলাউদ্দিন এতদিন পরে ঘুমিয়ে পড়ল।

হামির। কে তুমি কাফের?

মহম্মদ। আমাকে চেন না রাজপুত? ভাল করে দেখ ত।

হামির। তাই ত, জহর বাঈয়ের পর্ণকুটিরে রোগশয্যায় শুয়ে এ মুখ যে আমি দেখেছি।

মহম্মদ। শত্রুর আঘাতে রাজপথে যখন অর্দ্ধ অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়েছিলে, তখনও আমাকেই দেখেছ।

অজয়। সে-ও তুমি মহম্মদ খিলজি?

লক্ষ্মীবাঈ। কমলমণির কাছে একটা পাঞ্জা দেখেছিলাম। সে কি তোমারই পাঞ্জা?

মহম্মদ। হ্যাঁ। বিসমিল্লা খাঁ তাকে ভুলিয়ে আমার শিবিরে নিয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়ে আমার পাঞ্জা তার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলাম,—এ পাঞ্জা দেখালে শত্রুরা তোমার ছায়াও মাড়াবে না। দুঃখে বুক ফেটে যায়, অভাগিনী বহিন্ শত্রুর হাতে প্রাণ দিলে না, প্রাণ দিলে নিজের ভাইয়ের হাতে!

হামির। বহু অপরাধে অপরাধী তুমি বন্দি। তোমার শাস্তি—

অজয়। }
লক্ষ্মীবাঈ। } হামির!

হামির। মুক্তি। [বন্ধন মোচন] মহামান্য শাহানশা, রাজপুত জাতি উপকারীর উপকার ভোলে না। ফিরে যান আপনি দিল্লীর প্রাসাদে। ইচ্ছা হয়, আবার সসৈন্যে ফিরে আসবেন চিতোরের রণস্থলে। কিন্তু মনে রাখবেন, সবাই মালদেব নয়।

মহম্মদ। ফিরে আর আসব না হামির। তোমরা স্বাধীন দেশে নিশ্চিন্ত হয়ে রাজত্ব কর। বাদশাহী সৈন্য প্রয়োজন হলে তোমাদের সহায় হবে, শত্রু হবে না। আদাব মহারাণা।

[প্রস্থান।

অজয়। আদাব। এই নাও হামির তোমার পিতামহের গচ্ছিত রাজদণ্ড।

হামির। মহিমময়ি জননি, চিতোর উদ্ধারের ব্রত তুমি আমার

মাথায় চাপিয়ে দিয়েছিলে। এর জন্য আমি বুকের পাঁজর খুলে দিয়েছি। বল মা, বলুন পিতৃব্য, আমার ব্রত উৎযাপন হয়েছে?

চিতোর-লক্ষ্মীর প্রবেশ।

চিতোর-লক্ষ্মী। হয়েছে হামির। আমার পিপাসা মিটেছে, আমি তৃপ্ত, আমি তৃপ্ত।

সকলে। জয় মা চিতোর-লক্ষ্মী, জয় মা চিতোর-লক্ষ্মী।